দুর্গাপূজার বলি

ও

জীব-বলি।

———0———

"দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গা নাম পরং মন্ত্রং ।
যো জপেৎ সততং চণ্ডি জীবন্মুক্তঃ স মানবঃ ॥
মহোৎপাতে মহারোগে মহাবিপদি সঙ্কটে ।
মহাদুঃখে মহাশোকে মহাভয় সমুত্থিতে ॥
যঃ স্মরেৎ সততং দুর্গাং জপেৎ যঃ পরমং মন্ত্রং ।
স জীবলোকে দেবেশি নীলকণ্ঠত্বমাপ্নুয়াৎ ॥"

———0———

শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব।

কলিকাতা

১১।১, নবাব্দী ওস্তাগরের লেন,

"লোকনাথ যন্ত্রে"

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি।"

(বেদ বাক্য)।

শ্রীশ্রীগোপীনাথো

জয়তি।

সবিনয় নিবেদন—

আগামী রবিবার ২০শে ভাদ্র (৫ই সেপ্টেম্বর) অপরাহ্ণ ৫টার সময়, রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ১০৬।১ গ্রে‌ষ্ট্রীটস্থ ভবনে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার শ্রীঅনাথকৃষ্ণ দেব "শ্রীশ্রী৺দুর্গাপূজায় জীব-বলি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

শ্রদ্ধাস্পদ পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

আপনি সবান্ধবে এই সভায় উক্ত দিবসে শুভাগমন করিলে পরম প্রীতি লাভ করিব। ইতি

সভাবাজার রাজবাটী ৭।
১৫ই ভাদ্র, সন ১৩১৬।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
শ্রীদক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ।
শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

"প্রাণীনামবধস্তাত সর্ব্বজ্যায়ান্ মতো মম।"

(শ্রীকৃষ্ণ বাক্য—মহাভারত।)

বিজ্ঞাপন।

কিঞ্চিৎ আত্মপবিচয় দিতে হইতেছে, ক্ষমা ভিক্ষা কবি। আমবা বৈষ্ণব, শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জীউ আমাদেব গৃহ-দেবতা। আমবা শাবদীয়া মহাপূজাও কবিয়া থাকি; আমাদেব পূজায় তিন দিন প্রত্যহ একটি কবিয়া ছাগ বলি দেওয়া হয়। ১৩১৫ সালে মহাষ্টমীব দিন আমাদেব বলিদান বাধিয়া যায়—অর্থাৎ ছাগটি এক কোপে কাটা হয় নাই। বলি বাধিয়া গেলে বিষম বিপত্তিব সম্ভাবনা, বাড়ীব সকলে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আমাদেব "ঠাকুব মহাশয়েব" মত গ্রহণ করা হইল; আবাব নূতন কবিয়া পূজা এবং তৎসঙ্গে অপর একটি ছাগ-শিশু বলিদান হইয়া গেল, পবিবাবস্থ অনেকে নিশ্চিন্ত হইলেন। অর্ব্বাচীন আমি চিত্ত স্থিব কবিতে পাবিলাম না। আমি শুনিয়াছিলাম, বলি বাধিয়া গেলে জীব-বলি উঠাইয়া দেওয়াই শ্রেয়স্কব। সচবাচব এইরূপই কবা হইয়া থাকে।

সেই অবধি জীব-বলি সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি আছে, জানিবাব জন্য উৎসুক হই। আমাব অল্প বিদ্যায় যতদূব কুলায়, খানকতক গ্রন্থ ঘাঁটিয়া যাহা পাইয়াছি, পড়িয়া যাহা মনে হইয়াছে, লিপিবদ্ধ কবিলাম।

যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, পাঁচজনকে শুনাইয়া মতামত জানিতে ইচ্ছা হয়। আমার মাননীয় খুল্লতাত, সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে উৎসাহী শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুব আমাব অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার প্রাসাদে এক সভা আহূত কবিবার বন্দোবস্ত কবেন; সেই সভায় এই প্রবন্ধেব সাবাংশ পঠিত হয়। মহামহোপাধ্যায় তর্কবাগীশ মহাশয়, বায় রাজেন্দ্র

চন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, প্রভুপাদ অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী, পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী প্রভৃতি শাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অন্যান্য সুধীগণ এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে আমি এটি সাধারণ সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইয়াছি। জানি না ধৃষ্টতা হইল কি না। অক্ষমের এই অকিঞ্চিৎকর প্রয়াস যদি কাহাকেও প্রকৃত তত্ত্ব আলোচনায় মনোযোগী করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

শ্রীঅনাথ কৃষ্ণ দেব।

দুর্গাপূজার বলি

ও

জীব-বলি।

প্রথমাংশ—পুরাণ (ও স্মৃতি)

"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ।"

ভূদেবতা ব্রাহ্মণবৃন্দকে নমস্কার পূর্ব্বক আজ আমি যে প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছি, বোধ হয় সে বিষয়ে কথা কহিবার আমার অধিকার নাই। কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যেই হউক কিম্বা বিধর্ম্মী রাজার শাসনাধীন বলিয়াই হউক, আমার এই অনধিকার-চর্চ্চায় কাহারও আটক চলে না। তবে অন্য কারণ বশতঃ আমার এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা নিবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ ছিল। এ বিষয়ের আলোচনা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরই করিবার কথা; আমি ব্রাহ্মণও নহি পণ্ডিতও নহি; তবে আমার এ গ্রন্থ কেন? ইহার প্রথম উত্তর—

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

দ্বিতীয় উত্তর—

এ বিষয়ের আলোচনা দুই চারিজন শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সহিত করিয়া আমার তত্ত্বানুসন্ধিৎসু প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় নাই। তাই আজ এ বিষয়ের অবতারণা করিয়া সুধীমণ্ডলীর মতামত জানিবার প্রয়াসী হইয়াছি। আমার উদ্দেশ্য—আপনাদিগকে শিক্ষা বা উপদেশ দেওয়া নহে, সে বিদ্যা বুদ্ধি আমার নাই। আমার উদ্দেশ্য—আপনাদের মতামত এবং তৎপ্রসঙ্গে নানা শাস্ত্রের যুক্তি এবং অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া আমার সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের সীমা বর্দ্ধিত করা।

"আমি অপণ্ডিত, আমি ব্রাহ্মণ নহি বলিয়া আমাকে হটাইবার উপায় নাই। আমার বিশ্বাস আপনারা সকলেই পণ্ডিত, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"* গীতা ৫।১৮

সুতরাং বুঝিতেছি, আমাকে অবজ্ঞার চক্ষে আপনারা দেখিবেন না। হইলামই বা অপণ্ডিত, হইলামই বা শাস্ত্র-জ্ঞানহীন, কিন্তু আমি আজ যাহা বলিব, তাহা শাস্ত্র-কথা, তাহা জ্ঞানীজন-ভাবতী। হইতে পারে, আমার কোন কোন কথা আপনাদের দুই একজনের জানা নাই, হইতে পারে আমার কোন কোন উল্লেখ আপনাদিগের কাহারও কাহারও এ বিষয়ে আরও ভাল করিয়া আলোচনা বা অনুসন্ধান করিবার প্রবৃত্তি উদ্দীপিত করিবে; হইতে পারে, আমি যে সকল মতামত প্রকাশ করিতেছি, আপনাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কোন কোন বিষয়ে মতামত তাই, কিন্তু সে মতামত ভ্রমসঙ্কুল। অদ্যকার আলোচনায় সে ভুল হয়ত ধরা পড়িবে এবং তাহাতে আমার বা অপর কাহারও ভ্রান্তি অপনোদনের সাহায্য হইবে। যে দিক দিয়াই হউক, উপকার ভিন্ন অপকার নাই। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥
বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতং॥" † মনু ২।২৩৮

---

* যাঁহারা যথার্থ পণ্ডিত তাঁহারা বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডালাদি নীচ-জাতীয় লোক, সকলকেই সমান দেখিয়া থাকেন।

† শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি অন্ত্যজ চণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরম ধর্ম্ম লাভ করিবে এবং স্ত্রীরত্ন দুষ্কুল-জাত হইলেও গ্রহণ করিবে। বিষ হইতেও অমৃতের উদ্ধার করিবে; বালকের নিকট হইতেও মাঙ্গলিক বচন গ্রহণ করিবে।

অতএব আমি মূর্খ বলিয়া কিম্বা আমি অযোগ্য পাত্র বলিয়া, ভরসা করি, কেহ বীতশ্রদ্ধ হইবেন না, আমার কথাটা হাসিয়া উড়াইবেন না। বিষয়টি গুরুতর, বিষয়টি বিশেষরূপে আলোচনার যোগ্য বিষয়টি পণ্ডিত মূর্খের ভাবিবার বিষয়।

বিষয়টি এই,—মহামায়ার পূজায়—আমি শারদীয়া মহাপূজার কথাই বলিতেছি, জীব-বলি অর্থাৎ পশুচ্ছেদ বিশেষ আবশ্যক কি না? বলিদান এই পূজার অঙ্গ, এ কথা স্বীকার করিতেই হয়। পূজা-বিধিতে আছে—

"শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্মময়ী শুভা।" (লিঙ্গপুরাণ)

এখন চতুঃকর্ম্মময়ী—"স্নপন-পূজন-বলিদান হোমরূপা সা চ।" (দুর্গাপূজাবিধি)

সুতরাং পূজার অঙ্গহানি না করিতে হইলে বলিদান চাই। এখন এই বলিদানের বলি কি—তাহাই হইতেছে প্রশ্ন।

অভিধানে পাওয়া যায়—"বলি" অর্থে (১) কর, (২) রাজগ্রাহ্য ভাগ, (৩) উপহার, (৪) পূজা-সামগ্রী, (৫) পঞ্চমহাযজ্ঞান্তর্গত ভূতযজ্ঞ, (৬) দেবতোদ্দেশে ঘাতার্থোপকল্পিত ছাগাদি। প্রথম তিনটায় আমাদের তত কাজ নাই; শেষ তিনটাই আমাদের প্রয়োজন। অর্থাৎ পূজা-সামগ্রী, ভূতযজ্ঞ, ঘাতার্থ ছাগাদি।

"বলিদান" অর্থে আমরা পাই,—

(১) শ্রীকৃষ্ণপার্ষদেভ্যস্তন্নিবেদিত নৈবেদ্যাংশদানং।

(২) দেবোদ্দেশেন যথাবিধি পূজোপহারত্যাগঃ।

(৩) দুর্গাদি দেবতোদ্দেশেন সঙ্কল্পপূর্ব্বক ছাগাদিপশুঘাতনং।

(শব্দকল্পদ্রুম)

অর্থাৎ নৈবেদ্যদান, পূজোপহার ত্যাগ ও পশুঘাতন। দেখা যাইতেছে যে দেবতার উদ্দেশে পূজা উপহার মাত্রকেই "বলি" বলে। নৈবেদ্যও

বলি; সুতরাং নৈবেদ্য-নিবেদনও বলিদান। বলিদান অর্থে শুধু "ছাড়ড্যাংড্যাং" নহে।

বৈষ্ণব-বলি এইরূপ,—আমি নিরামিষ বলিকে বৈষ্ণব-বলি বলিতেছি, কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, কালিকাপুরাণাদিতে পশুহনন—দেবোদ্দেশে ঘাতার্থ পশু মাত্রই "বৈষ্ণবী বলি।" বৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবী বলির সম্পর্ক বুঝাইতে একটা দৃষ্টান্ত দিই,—কোন কোন বৈষ্ণব পরিবারে শক্তি-পূজাও হইয়া থাকে; কাহারও কাহারও পূজায় বলিদান—পশু বলিও আছে। দেখিয়াছি দুর্গোৎসবের সময় ৺শালগ্রাম-শিলা সম্মুখে রাখিয়া পূজা করা হয়, কিন্তু বলিদানের সময় নারায়ণকে স্থানান্তরিত করিয়া তবে বলিকার্য্য সমাধা করা হইয়া থাকে। বিষ্ণুর সন্মুখে "বৈষ্ণবী-বলি" ও চলে না! শুনিয়াছি নাকি পাছে বলি-পশুর কাতর-ধ্বনি কর্ণে পঁহুছায়, এই ভয়ে নারায়ণ-গৃহের কপাট রুদ্ধ করা হয়। হায় মুগ্ধ মানব! ইষ্টদেবতার কাছেও লুকোচুরি।*

যাহা হউক, বৈষ্ণব-বলি এইরূপ,—

"পুষ্পাক্ষতৈর্ব্বিমিশ্রেণ বলিং যস্তু প্রযচ্ছতি।
বলিনা বৈষ্ণবে নাথ তৃপ্তাঃ সন্তো দিবৌকসঃ।
শান্তিং তস্য প্রযচ্ছন্তি শ্রিয়মারোগ্যমেবচ॥" (হরিভক্তিবিলাস)

ভাবার্থ—পুষ্প ও আতপতণ্ডুল-মিশ্রিত বলি দিবে; দেবতারা এইরূপ বলিতে তৃপ্ত হন; ইহাতে তাঁহারা শান্তি, লক্ষ্মীশ্রী, আরোগ্য

---

*কলিকাতা শোভাবাজার-রাজবাটীর আদিপূজায়, স্বর্গীয় রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জীউর বাটীতে এইরূপ হইয়া থাকে। রাজবাটীতে ৪খানি পূজা হয়; তন্মধ্যে স্বনামখ্যাত রাজা স্যর রাধাকান্ত বাহাদুরের বাটীতে পূর্ব্বকালে ছাগবলি ছিল, তিনি উঠাইয়া দিয়াছেন। স্বর্গীয় মহারাজা কমল কৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহার পূজায় বলি আদৌ প্রবর্ত্তিত করেন নাই। ৺রাজা প্রসন্ন নারায়ণ রায় বাহাদুরের বাটীতে জীব-বলি একেবারেই নাই।

প্রদান করেন। কিন্তু শক্তি-উপাসকগণ—শাক্ত-সম্প্রদায় "বলি" শব্দে শেষ অর্থটা অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে হননার্থ উপকল্পিত ছাগ প্রভৃতি সাধারণতঃ ইহাই গ্রহণ করিয়াছেন। এবং "বলিদান" অর্থে—দুর্গাদি দেবতার উদ্দেশে সঙ্কল্প পূর্ব্বক ছাগাদি পশু-হনন, ইহাই লইয়াছেন। হায় কেন?

তাঁহারা বলেন—"পশুঘাত পূর্ব্বক রক্তশীর্ষয়োর্ব্বলিত্বং"

"স্থানে নিযোজয়েদ্রক্তং শিরশ্চ সপ্রদীপকম্।
এবং দত্ত্বা বলিং পূর্ণং ফলং প্রাপ্নোতি সাধকঃ॥"

(দুর্গোৎসব তত্ত্বং)

পশু হনন করিয়া তাহার রক্ত ও মুণ্ড বলি অর্থাৎ উপহার দিতে হয়। কেন না বিধি আছে—হত পশুর রুধির ও মুণ্ড প্রদীপের সহিত যথাস্থানে স্থাপন করিবে; সাধক এইরূপ বলি প্রদান করিলে পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হয়।

আমরা দেখিতে পাইলাম,—

বৈষ্ণব বলি—পুষ্প অক্ষত মিশ্রিত, তাহাতে দেবতা তৃপ্ত হন; শান্তি, লক্ষ্মী, আরোগ্য প্রদান করেন।

শাক্ত-বলি—পশু হনন করিয়া তাহার রক্ত ও মুণ্ড; তাহাতে দেবীর সাধকেরা পূর্ণফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই পূর্ণফল অনেক সময়ে শত্রুজয় বা শত্রুনাশ,—

"বলিদানেন সততং জয়েৎ শত্রূণ নৃপাণ নৃপঃ।"

(কালিকা-পুরাণ ৬৭।৬)

রণজিগীষু রাজবৃন্দ তিন দিন পূজা করিয়া দশমীর দিন শত্রু-বিজয়ে যাত্রা করিতেন, তাই সে দিনের নাম "বিজয়া দশমী।"

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, শাক্তেরা এই পশু-বলির কথায় বলিয়াছেন "বৈষ্ণবী-তন্ত্র কল্প-কথিত ক্রম," "বৈষ্ণবী" নামটা কেন? তন্ত্রেই

মধ্যে "বৈষ্ণব-তন্ত্র" ও আছে, সে "বৈষ্ণবের" সহিত এ "বৈষ্ণবীর" সম্বন্ধ নাই। এখানে "বৈষ্ণবী" অর্থে নারায়ণী— শক্তিদেবীর নামান্তর (?) বিষ্ণুশক্তি (বৈষ্ণবী) ত পালনী শক্তি। ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বর ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের দেবতা, পশুহননরূপ সংহার-কার্য্যে পালন শক্তিকে টান থামকা। কালিকাপুরাণে সর্ব্বত্রই "বৈষ্ণবী তন্ত্রের" দোহাই। অন্যত্র পার্ব্বতী-বাক্যে আছে,—

"বিষ্ণুভক্তিরহং তেন বিষ্ণুমায়া চ বৈষ্ণবী।
নারায়ণস্য মায়াহং তেন নারায়ণী স্মৃতা।"

আমি সাক্ষাৎ বিষ্ণুভক্তি সেই জন্য আমার নাম "বিষ্ণুমায়া" এবং "বৈষ্ণবী"; আমি নারায়ণের মায়া, তাই লোকে আমায় "নারায়ণী" বলিয়া ডাকে।"

বিষ্ণুভক্তি ও জীবহত্যা এক সূত্রে গাঁথা কতটা সঙ্গত বিবেচনা করিতে হয়। জীব সংহার কালে এ নাম কি শোভা পায়?

শাক্ত-মতে ভূত-যজ্ঞ বা বলি অর্থে জীবহনন (কালিকা ৩২); কিন্তু আমরা পরে দেখিতে পাইব, ভূতযজ্ঞ অর্থে জীবহনন নহে বরং জীবপালন; প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ দেবতা হইতে পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র কীটকে পর্য্যন্ত অন্নদান।*

যাহা হউক, বৈষ্ণবী-তন্ত্র-কল্প-কথিত-ক্রম অনুসারে এই এই জন্তু বলির জীব,—

---

*এক জন বৈষ্ণবের মত শুনাই—"সংহিতাকারদিগের মতে "বলি র্ভৌতঃ" অর্থাৎ জীব-জন্তুকে লক্ষ্য করিয়া বলি বা অন্নাদি আহার্য্য উপহার প্রদানই ভূতযজ্ঞ, ... উদর-সর্ব্বস্ব তোমরা এখন "বলি" বলিতে কেবল জীব-বলি (পশু ছেদন) বুঝিয়া থাক, এ বলির খবর আর রাখ না।" অতুলকৃষ্ণগোস্বামী।

"পক্ষিণঃ কচ্ছপা গ্রাহা বরাহাশ্ছাগলাস্তথা।
মহিষো গোধিকা শশস্তথা নবনিধা মৃগাঃ॥
চামরঃ কৃষ্ণসারশ্চ শশঃ পঞ্চাননস্তথা।
মৎস্যা স্বগাত্র-রুধিরং চাষ্টকা বলয়ো মতাঃ।
অভাবে চ তয়োরেষাং কদাচিদ্ধয়হস্তিনৌ॥
ছাগলঃ শরভশ্চৈব নরশ্চৈব যথাক্রমাৎ।
বলি মহাবলিরতিবলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতা॥"*

(কালিকা-পুরাণ, ৫৫ অধ্যায়)

অর্থ—পক্ষী সকল, কচ্ছপ, কুম্ভীর, বরাহ, ছাগল, মহিষ, গোসাপ, জারু, মকর, কৃষ্ণসার, বায়স, সিংহ, মৎস্য, স্বগাত্র-রুধির এই সমস্ত লি; ইহাদের অভাবে কদাচিত ঘোটক ও হস্তী। ছাগল, শরভ ও নুষ্য যথাক্রমে বলি, মহাবলি ও অতিবলি নামে প্রসিদ্ধ।

স্থানান্তরে আছে—মেষ, শার্দ্দূল, শূকর, গণ্ডার, গো, রুরু, শরভ হাঁরাও বলির পশু। অভাব পক্ষে উষ্ট্র ও গর্দ্দভ বলিও চলে।

(কালিকা-পুরাণ, ৬৭ অ)

দেখা যাইতেছে, বলিদানে শুওর গোরুও বাদ নাই। এতগুলি লির জীব থাকিতে গরীব ছাগ বেচারীর উপর সকলের আক্রোশটা কিয়া গেল কেন? ব্যাঘ্র, সিংহ, হাঙ্গর, কুম্ভীর বলিদানের জন্য রহিলে া মনে করা যাইত অপকারী জন্তু সাবাড় করিয়া মনুষ্যজাতির উপকার ইল।

কোন্ বলিতে কি ফল, তাহারও উল্লেখ আছে, কতক এই।—

* ভিন্নপাঠও আছে, ২য় পংক্তি (অক্ষয় কুমার দত্ত বাবুর ধৃত কালিকাপুরাণে)
"মহিষোগোধিকাশাবশ্ছাগোবভ্রশ্চ শূকরঃ।"
অর্থাৎ—মহিষ, গোসাপ, গোরু, ছাগল, নকুল শূকর

"বলিদান-বিধানঞ্চ শ্রূয়তাম্ মুনিসত্তম।
মায়াতিং মহিষং ছাগং দদ্যান্মেষাদিকস্তথা॥
সহস্রবর্ষং সুপ্রীতা দুর্গা মায়াতিদানতঃ।
মহিষেণ বর্ষ শতং দশবর্ষঞ্চ ছাগলাৎ॥
বর্ষং মেষেণ কুষ্মাণ্ডৈঃ পক্ষিভির্হরিণৈস্তথা।
দশবর্ষং কৃষ্ণসারৈঃ সহস্রাব্দঞ্চ গণ্ডকৈঃ॥
কৃত্রিমৈঃ পিষ্টনির্ম্মাণৈঃ ষন্মাসং পশুভিস্তথা।
মাসং সুশাথাদি ফলৈরক্ষতৈর্বিতি নারদঃ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (প্রকৃতি খণ্ড ৬৪অ)।

ভাবার্থ—দুর্গাদেবী নব-বলিতে সহস্র বৎসর প্রীতা হইয়া থাকেন; মহিষে শতবর্ষ, ছাগলে দশবর্ষ, মেষে কুষ্মাণ্ডে একবর্ষ, পক্ষী বা হরিণে তথৈবচ, কৃষ্ণসারে দশ বৎসর, গণ্ডারে সহস্র বৎসর। আর কৃত্রিম পিষ্টক-নির্ম্মিত পশুতে ছয়মাস এবং সুশাথাদি ফলে আতপতণ্ডুলে এক মাসাবধি তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

এইরূপ নানান্ পশুতে, জীবে, উদ্ভিদাদিতে নানান্ সময়ব্যাপী তৃপ্তি।

অন্যত্র আছে, রোহিত মৎস্যে ও বাধ্রীনস-মাংসে তিন শত বৎসর তৃপ্তি প্রাপ্ত হন। (কালিকা—৬৭অ)।

রোহিতের স্থলে মদ্গুর মৎস্য বলিই ইদানীং দেখা যায়, কিন্তু কেন? মূলে "মৎস্যাঃ" কথাটা আছে, মাগুর মাছের নাম নাই। মদ্গুর মৎস্য কেন দেওয়া হয়, ইহার উত্তর কোন স্মার্ত পণ্ডিতের নিকট হইতে শুনিয়াছি:—জীবন্ত প্রাণী বলি দিতে হয়, কিন্তু জীবন্ত রোহিত বলি দেওয়া সহজ নহে, সেই কারণ মদ্গুর প্রতিনিধি। এ যুক্তি যথার্থ হইলে, বলিতে প্রতিনিধিও চলে।

পুরাণান্তরে পাওয়া যায়—মৎস্য-কচ্ছপের রুধিরে দেবীর একমাস তৃপ্তি, অর্জ-মেষের রুধিরে পঞ্চবিংশতি বার্ষিকী তৃপ্তি। (কালিকা—৬৭অ)

দেখা যাইতেছে, ইহার মধ্যে কুষ্মাণ্ড আছেন এবং পিষ্টক-প্রস্তুত পশু আছে।

বলির তালিকা যাহা উদ্ধৃত করা গেল, তাহা কালিকা-পুরাণ হইতে গৃহীত। কালিকা পুরাণে "বলিদান" অধ্যায়েই আছে—

"কুষ্মাণ্ডমিক্ষুদণ্ডঞ্চ মদ্যমাসবমেবচ।
এতে বলি সমাঃ প্রোক্তাস্তৃপ্তৌ ছাগসমাঃ সদা॥
(৬৭ অ)

অর্থ,—কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুদণ্ড, মদ্য ও আসব ইহারাও বলি এবং ছাগ-তুল্য তৃপ্তিকারক।

তাহা হইলে ছাগলের কাজটা আক্ কুমড়ায় সারাও চলে।

ব্যাঘ্র সিংহ সংগ্রহ করা কিম্বা হাড়কাঠে ফেলা তেমন সহজ নহে, সুতরাং তৎস্থলে পিঠার কৃত্রিমপশু গড়িয়া বলি দেওয়ার বিধি পাওয়া যায়—

"কৃত্বা ঘৃতময়ং ব্যাঘ্রং নরং সিংহঞ্চ তৈবর।
অথবা পূপবিকৃতং যবক্ষোদময়ঞ্চ বা।
ঘাতয়েচ্চন্দ্রহাসেন তেন মন্ত্রেণ সংস্কৃতং॥" (কালিকা ৬৭ অ)

ঘৃতের (মাখনের?) পিষ্টকের কিম্বা যবচূর্ণনির্ম্মিত ব্যাঘ মনুষ্য ও সিংহ মূর্ত্তি গড়িয়া সেই মন্ত্রে সংস্কৃত করতঃ চন্দ্রহাস খড়্গ দ্বারা ছেদন করিবে।

কিন্তু এটা ব্রাহ্মণের বেনামী বিধি। শক্ত পাল্লা কিনা!*

কোন প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিয়াছি, বর্দ্ধমান জেলায় কালনা অঞ্চলে

*সেদিন সংবাদ-পত্রে দেখিতেছিলাম, অল্পদিন হইল (হুগলী?) পিণ্ডিরা গ্রামে দেবীর নিকট এক জীবন্ত ব্যাঘ্র বলি দেওয়া হইয়াছে; সর্দ্দোষ কাজ বটে। "Bengalee" June 16, 1909

৩

এখনও অনেক গৃহে দুর্গাপূজার সময় জীবন্ত মহিষের পরিবর্ত্তে মহিষের প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া বলি দেওয়া হইয়া থাকে। *

পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন শাক্ত, বংশধরেরা হইয়াছেন বৈষ্ণব, এমন স্থলে এইরূপে জীব-হিংসা পরিহার চলে। †

নরবলির ফল সব চেয়ে বেশী; কিন্তু এখনকার কালে নরবলির ফল—দাতার গর্দ্দান লইয়া টানাটানি; সুতরাং বনে জঙ্গলে ডাকাতে কালীর কাছে, কিম্বা কোন মারীভয়ের সময় আনাড় যায়গায় ভিন্ন সে দুর্ল্লভ ফললাভের উপায় নাই। তবে শাস্ত্রে যখন আছে, সকলে লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না; সহরে গ্রামে ক্ষীরের পুতুল গড়িয়া নরবলির সাধ মিটান হইয়া থাকে। ‡

বৃহন্নীলতন্ত্র মতে নরবলিটা শত্রু-বলিতে পরিণত। ক্ষীরের পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহাকে শত্রু কল্পনা করতঃ বাড়ীশুদ্ধ লোক সপরিবারে খড়্গ দ্বারা সেই পুতুল ছেদন করা হয়।

---

* ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের "Indo-Aryans." Vol II. P. 102.

† বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ একটা নূতন তত্ত্ব শুনাইয়াছেন—The Shastras permit two kinds of sacrifice; the one consisting of an animal actually slain, and the other of an animal simply consecrated to the god and then let loose. The animal is slain only when the Shastras require that blood and flesh of the animal should be offered, otherwise the sword is just placed on the neck of the animal which is considered as slain by the mere touch of it. ("Durga Puja"—P. lvi.)

‡ কালিকা-পুরাণ মতে নর-বলিই "অতি বলি" বা শ্রেষ্ঠ বলি, ইহার ফল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন "আমরা কখনও নরবলি দেখি নাই, তুমি কি বলিয়া নরবলি প্রদান পূর্ব্বক

কালিকা-পুরাণ বলির পশুতেই শত্রুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে চান।*
(৬৭ অধ্যায়, ১৫৪)।

বলির এতগুলা জীবজন্তু—জলচর, স্থলচর, খেচর, সবই পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহার ভিতর সবাই প্রায় পরিত্রাণ পাইয়াছে, গরীব অজাপুত্র বেচারীই চোর দায়ে ধরা পড়িয়া রহিল কেন? আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন জন্তুইত প্রায় বাকি নাই; অন্য সব গুলিই অসুলভ বা দুষ্প্রাপ্য, আর ছাগটাই শুধু যে সস্তা বা সহজ-লভ্য এমন ত নহে; কেন না ইহার ভিতর মৎস্য, পক্ষী, কাক পর্য্যন্ত আছে। তবে যদি কথা হয়, ছাগলের বেলা ফল যে দশ বৎসর, আর ক্ষুদ্র জন্তুতে কম,—কিন্তু প্রতি বৎসর যাঁহারা পূজা করেন ও বলি দেন, তাঁহাদের পক্ষে এক বৎসরের ফল-দায়ী বলিতে ক্ষতি কই? আর অধিক দিন দেবীকে প্রীতা করিতে হইলে ছাগলের চেয়ে বড় জানোয়ারে (মনুষ্য হইলে সব চেয়ে ভাল?) যাওয়াইত বুদ্ধিমানের কাজ।

মা দুর্গার কাছে ইদানীং ছাগ ও কচিৎ মহিষ বলিরই প্রাধান্য। দুর্গাদেবী মহিষাসুরমর্দ্দিনী, মহিষাসুর মহিষরূপ ধারণ করিয়া ভগবতীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল; তাহার মহিষ-মুণ্ড তিনি ছেদন করিয়াছিলেন। মহিষগুলা দেখিতেও ভীষণ এবং অসুরের মত ক্রোধন-স্বভাব ও বটে।

ভগবান পশুপতির পূজা করিতে বাসনা করিতেছ? রে বৃথামতি, তোমা ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি সবর্ণে পশুসংজ্ঞা করিতে পারে?"

(সভাপর্ব্ব—জরাসন্ধবধ পর্ব্বাধ্যায়)

এখানে বলিয়া রাখিতে পারি, বেদব্রাহ্মণের শুনঃশেপ-কাহিনী অনেক পণ্ডিত লোকের মতে নরবলির নিদর্শন নহে।

কালিকা-পুরাণে নরবলির—বলিদানের বিধানমন্ত্র বিস্তারিত ভাবে দেওয়া আছে। নরবলিদানে সেই মন্ত্র, শুধু পশুর নাম বদল।

*কালিকা-পুরাণ আজ্ঞা দিয়াছেন—যখন যখন শত্রুর বৃদ্ধি দেখিবে, তখন তখন তাহার ক্ষয় কামনা করিয়া অপরের শিরশ্ছেদ করতঃ বলি প্রদান করিবে। ঐ বলির ক্ষয় হইলে শত্রুর প্রাণ ক্ষয় হয়, বিপদ হয়। (৬৭ অ:)

ভগবতীর পূজায় তাঁহার তৃপ্ত্যর্থে মহিষ-বলি, তাঁহাকে মহিষ-মুণ্ড উপহার কাহারও কাহারও চোখে হয়ত কতকটা মানায়। মহিষ-বলিদান মন্ত্রেই আছে—"তুমি কামরূপী……দেবীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলে।" মহিষ-বলির মন্ত্রটা কিছু কৌতুকাবহ। ছেদন করিবার সময় মহিষ পশুকে বলিতে হয়, "হে মহিষ নমস্কার ; তুমি যমের বাহন এবং শ্রেষ্ঠরূপধা এবং অব্যয় ; তুমি আমাকে ধন দাও, ধান্য দাও আয়ুবিত্ত ও যশ দান কর, আমার শত্রুর বিনাশ কর, আমার শুভ বহন কর, আর তুমি গন্ধর্ব্ব-লোকে যাও।" (কালিকা ৬৭ অ)। মোট কথায়—আমি কাটি, তুমি মর, আর আমার সর্ব্ববিধ উপকার কর।

ছাগের বেলায় উপকারটা সদাসদ্য বটে। কিন্তু নিরপরাধী ছাগ-জাতির উপর এত আক্রোশ আসিল কোথা হইতে? মহিষগুলা দুর্ম্মূল্য ও দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া কি তাহার স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছে ক্ষুদ্রজীব সুলভ ও নিরীহ অজাপুত্রকে? কতকটা কাছাকাছি দেখিতে হয় বলিয়া বুঝি কৃষ্ণ-ছাগই মনোনীত হইয়াছে ; কেন না কৃষ্ণবর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ ছাগকে বলির পশু করিতে প্রায় দেখা যায় না। কিম্বা—এ কৃষ্ণত্ব বা তান্ত্রিক-সাধনা-সমঞ্জস। তান্ত্রিক-সাধনায় সবই কালো সবই আঁধার। এইটাই কারণ? না—মহিষ-মাংস ভদ্রলোকের খাদ্য নহে এবং ছাগ-মাংস সুখাদ্য ও রসনা-তৃপ্তিকর, ইহাই কারণ?

শুনিয়াছি নেপালে মহিষ-মাংস লোকে খুব খায়, নেপালে মহিষ-বলিও খুব চলিত।

অনেকে ক্ষমতানুসারে একাধিক ছাগ বলি দিয়া থাকেন। মফস্বলে সম্পন্ন-গৃহে গণ্ডা গণ্ডা, এমন কি গণনায় পণ হিসাবে নাকি ছাগ বলি দেওয়া হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য বোধ হয়, যতগুলি বলি দেওয়া হইল, ততকাল বৎসর ফল পাওয়া যাইবে। তাহা হইলে যত বৎসর আমার ফল পাইবার

ইচ্ছা, ততগুলি কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুদণ্ড ত আমি দিতে পারি; কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুদণ্ডের ফল এক বৎসর ব্যাপী।

কার্য্য-কারণ দেখিয়া মনে করা কি ভুল যে ছাগ-মাংস সব চেয়ে সুস্বাদু বলিয়া এবং পা মুচ্ড়াইয়া ধরিয়া শান্ত-প্রকৃতি ছাগবাচ্ছা কাটিতে সব চেয়ে কম বেগ পাইতে হয় বলিয়াই ছাগ-বলি সব চেয়ে প্রশস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে? ব্যাপার দেখিয়া স্বতঃই শ্লোকটি মনে পড়ে—

"অশ্বং নৈব গজং নৈব ব্যাঘ্রং নৈব নৈব চ।
অজাপুত্রং বলিং দদ্যাৎ দেবাঃ দুর্ব্বলঘাতকাঃ।"

ঘোড়াও নয়, হাতীও নয়, বাঘ ত নয় নয়ই; ছাগলবাচ্ছাকে বলি দিবার বিধি; দেবতারা দুর্ব্বলকেই মারিয়া থাকেন।*

দেবতার দেখাদেখি মানুষেরাও শক্তর কাছে আগুয়ান নহেন। শ্রুতিতে ছাগ-সম্বন্ধে আর একটু কিছু আছে, সে কথা পরে হইবে। দেখা যাইবে, মহাত্মা ভীষ্মদেব বলিয়াছেন—ঋষিগণের মতে, বেদে যজ্ঞাদি স্থলে "অজ" অর্থে ছাগ নহে—বীজ—শস্য বা ওষধি। নিরামিষ যজ্ঞ বেদ-সম্মত।

কিন্তু শক্তিপূজা করিতে গিয়া, প্রোক্ষিত মাংসের লোভে, কচি পাটাটির ডাকে যাঁহাদের রসনা সরস হইয়া উঠে কিম্বা দেবীকে

---

* দুর্ব্বলের প্রতি ব্যবহারের সুন্দর উদাহরণ এক সময়ে রবীন্দ্র বাবু দিয়াছিলেন। গল্প আছে, ছাগশিশু একবার ব্রহ্মার কাছে গিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "ভগবান তোমার পৃথিবীতে সকলেই আমাকে খাইতে চায় কেন? তাহাতে সৃষ্টিকর্ত্তা উত্তর করিয়াছিলেন "বাপু হে, অন্যকে দোষ দিব কি, তোমার মধুর চেহারা দেখিলে আমারই খাইতে ইচ্ছা করে।"

পৃথিবীতে অক্ষম বিচার পাইবে, রক্ষা পাইবে, এমন ব্যবস্থা দেবতারাই করিতে পারেন না।

(পাবনা-প্রাদেশিক-সম্মিলনী-বক্তৃতা)

কচি পাঁটার রক্তমাংস ভোগ দিয়া ভারি শাস্ত্র-সঙ্গত পূজা করা হইল বলিয়া যাঁহাদের ধারণা, তাঁহাদের জানিয়া রাখা ভাল, কচি পাঁটা বলি দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে ;—

"শিশুনা বলিদানেন চাত্মপুত্রধনক্ষয়ঃ।"

শুধু কচি নহে, তিলমাত্র অঙ্গহীন রোগী বা চিত্রবিচিত্রাঙ্গ হইলে সর্ব্বনাশ। কিসে কি ফল হয় শুনুন্—

"যুবকং ব্যাধিহীনঞ্চ সশৃঙ্গং লক্ষণান্বিতং।
বিশুদ্ধমবিকারাঙ্গং সুবর্ণং পুষ্টমেবচ॥
শিশুনা বলিনা দাতু র্হন্তি পুত্রঞ্চ চণ্ডিকা।
বৃদ্ধেনৈব গুরুজনং কৃশেন বান্ধবস্তথা॥
কুলঞ্চৈবাধিকাঙ্গেন হীনাঙ্গেন প্রজাস্তথা।
কামিনীং শৃঙ্গভঙ্গেন কানেন ভ্রাতরস্তথা॥
ঘটিকেন ভবেন্মৃত্যু র্বিঘ্নঞ্চ চিত্রমস্তকে।
মৃতং মিত্রং তাম্রপৃষ্ঠে ভ্রষ্টশ্রী পুচ্ছহীনকে॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—প্রকৃতি—৬৪ অ)

অর্থাৎ বলি চাই—

যুবক, রোগশূন্য, শৃঙ্গযুক্ত, সুলক্ষণবিশিষ্ট, বিশুদ্ধ, অঙ্গদোষহীন, উত্তমবর্ণযুক্ত এবং হৃষ্টপুষ্ট। বলি শিশু অর্থাৎ কচি হইলে চণ্ডিকাদেবী দাতার পুত্রকে বিনাশ করিয়া থাকেন; বৃদ্ধ হইলে গুরুজনকে, কৃশ হইলে বন্ধুগণকে, অধিকাঙ্গবিশিষ্ট হইলে বংশ নাশ করেন; হীনাঙ্গ হইলে পরিবার নাশ, শিংভাঙ্গা হইলে স্ত্রী নাশ, কাণা হইলে ভ্রাতৃ-নাশ, বলি ঘটিকা অর্থাৎ আলজিভযুক্ত হইলে দাতার মৃত্যু ঘটে; চিত্রমস্তক (অর্থাৎ তিলকের মত কপালে ভিন্ন বর্ণের রোমযুক্ত) হইলে বিপদ আসে; তাম্রপৃষ্ঠ (অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে তামাটে বর্ণের

রোমযুক্ত) হইলে মিত্র মরে; ল্যাজহীন হইলে দাতাকে লক্ষীছাড়া হইতে হয়।

কালিকা-পুরাণের মত শাস্ত্রেও আছে—

"কাণবাঙ্গাদিদুষ্টেস্তু ন পশুং পক্ষিণস্তথা।
দেব্যৈ দদ্যাদ্ যথা মর্ত্ত্যং তথৈব পশুপক্ষিণৌ॥
ছিন্নলাঙ্গুলকর্ণাদি ভগ্নদন্তস্তথৈবচ।
ভগ্নশৃঙ্গাদিকঞ্চাপি ন দদ্যাত্তু কদাচন॥" (৬৭ অ)

কাণা কিম্বা ব্যঙ্গাদি দোষদুষ্ট পশু বা পক্ষীকে দেবীর নিকট বলি দিবে না। ছিন্নলাঙ্গুলকর্ণাদিযুক্ত, দাঁতভাঙ্গা কিম্বা শিংভাঙ্গা প্রভৃতি পশুকে কখনই বলিদান করিবে না।

এত সব দেখিয়া শুনিয়া কোন্ গৃহস্থ বলি দেন? বলির পশুর দাঁতটি, শিং, আলজিভ্‌টি পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া কোন্ ব্যক্তি দেবতার কাছে দিতে সক্ষম? এই সব দেখিয়া বরং মনে হয়, বলির বিধানদাতাগণ শিংওয়ালা জন্তু অর্থাৎ মোষ ভেড়া পাঁঠা কাটার বিরোধী। ডাকিয়া এমন সব বিপদ আনার চেয়ে এই জাতীয় বলিদান (অর্থাৎ পশু-বলি) বাদ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, মনে হয় না কি?*

আধিরি বলিদানে যা তা করিয়া কাটা চলে না; এক কোপে কাটা চাই। এক কোপে কাটিতে না পারিলে মহা অনিষ্ট।

---

*আখ কুমড়া বলিদান চলে পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি; এখানে বলিয়া রাখা ভাল, অন্যান্য ফল বলিদানের প্রথাও কোথাও কোথাও চলিত আছে। শুনিয়াছি বর্দ্ধমান-রাজবাটীতে নারিকেল বলিদান হয়। পল্লীগ্রামে কোথাও কোথাও লেবু প্রভৃতি, এমন কি সুপারী পর্য্যন্ত বলিদান হইয়া থাকে। জনৈক ভদ্রলোকের নিকট শুনিতেছিলাম তাঁহাদের বাটীতে দুর্গাপূজায় মুগের ডাল পর্য্যন্ত বলি দেওয়া হয়; নৈবেদ্যরূপে নয়, খড়্গ দ্বারা ছেদন। শ্রীমান "হুতোম" মরীচ বলিদানের সংবাদ দিয়াছেন। কালিকা-পুরাণে ষষ্টিতম অধ্যায়ে নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য পেয় ও ফলমূলাদির উল্লেখ আছে।

"যদ্যপ্যেকেন ঘাতেন বলিচ্ছেদো ন জায়তে।
তদব্দং ব্যাপ্য চ মহান্ কর্ত্তুর্হানি পদে পদে॥"

যদি এক ঘায়ে বলি ছেদ না হয়, তাহা হইলে গোটা বৎসর ব্যাপিয়া গৃহকর্ত্তার পদে পদে বিপদ।

"এক খড়্গ প্রহারেণ পশুর্যত্র ন হন্যতে।
তদা বিঘ্নং বিজানীয়াৎ কর্ত্তুর্বাচ্ছেত্তুরেব বা॥
যশোহানি জ্ঞানহানিশ্চার্থহানি স্ততঃপরং।
পুত্রহানি সুতে সত্ত্বে তদসত্ত্বে নিজক্ষয়ঃ॥"

(নিবন্ধ-তন্ত্র)

অর্থ—এক খড়্গ প্রহারে যে স্থলে পশু হনন না হয় (এক ঘায়ে যেখানে পশু না মরে ?), সে স্থলে গৃহকর্ত্তার বা ছেদনকারীর বিপদ জানিবে। বিপদ—যে সে বিপদ নহে, যশোহানি, জ্ঞানহানি, অর্থহানি; তাহার পর পুত্র থাকিলে পুত্রনাশ, পুত্র না থাকিলে নিজের মৃত্যু।

কচি ছাগলটি হইলে কুচ্ করিয়া এক কোপে কাটিবার বতক সুবিধা হয় বটে, কিন্তু কচি ত চলে না। আবার পশুটা একটু বড় হইলেই হাড় শক্ত, যে সে লোক এক কোপে কাটিতে পারে না। অতএব এখানেও বলিদান কার্য্যটা বড় সুকর সহজ-সাধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে না। জানাইয়া রাখি, মহিষও এক কোপে কাটিতে হয়। বারোয়ারীর বাবুরা দৃষ্টি রাখেন ত ভাল।

এই সকল বিধান—বলিদানের (পশুবলির) বিধি কি নিষেধ, তাহা স্থির করা কঠিন হইয়া উঠে।

বলিদান বাধিয়া গেলে অর্থাৎ এক কোপে কাটিতে না পারিলে, প্রায়শ্চিত্তের বা দোষক্ষালনের ব্যবস্থা আছে, সে বিধান পালনও বিলক্ষণ কষ্টসাধ্য।

স্বয়ম্ভু স্বয়ং যজ্ঞ কার্য্যের জন্য পশু সকল সৃষ্টি করিয়াছেন; অতএব যজ্ঞে বধ অবধ, এ বধ হিংসার মধ্যেই পরিগণিত নয়,—বিধি ত শাস্ত্রকারেরা দিলেন, কিন্তু তাহার পর বোধ হয় পশুগণের বধবন্ধনযন্ত্রণা প্রভৃতি আলোচনা করিয়া তাঁহারা বলিটির ক্লেশ যতদূর সম্ভব কমাইবার উদ্দেশে এক কোপে যাহাতে কাটা হয়, অর্থাৎ জবাই করা না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য এমন সব ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন।

বলিদান কার্য্যে অস্ত্রভেদের বিধান দেখিলেও ইহাই মনে হয়।

(কালিকা ৬৭ অ)

"যজ্ঞে বধ—অবধ" মনু বলিয়াছেন বটে, কিন্তু যেখানে বলিয়াছেন, তাহার দুই চারি ছত্র পরেই মহানুভব ব্যক্ত করিয়াছেন—

"যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিত সুখমেধতে॥"

(মনু ৫।৪৫)

যে ব্যক্তি আত্মসুখেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া হিংসা-শূন্য নিরীহ জীবগণকে হত্যা করেন, তিনি কি জীবিতাবস্থায় কি মৃত্যুর পর কুত্রাপি সুখ লাভ করিতে পারেন না।

স্বর্গলাভের জন্যই হউক আর শত্রুনাশের উদ্দেশেই হউক অথবা প্রোক্ষিত মাংস সংগ্রহের বাসনায়ই হউক, সবইত আত্মসুখেচ্ছা? সুতরাং দেখা যাইতেছে, মনুর মতেও জীববলি ইহকাল-পরকালের অহিতকারী।

এখন জীববলিটা যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে এমন সব বিভীষিকার হাত হইতে ত পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কিন্তু জীব-বলি পূজা হইতে বাদ দেওয়া চলে কি না; অবশ্য শাস্ত্রের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—পূজার অঙ্গহানি না করিয়া? আমার প্রধান প্রশ্ন তাহাই।

দুর্গাপূজায় জীব-বলির বিধি কোন কোন শাস্ত্রে আছে, কিন্তু বলির নিয়ম-বিধান সম্যক পালন করা সুকঠিন আমরা দেখিয়াছি; বিনা

জীববাণ পূজার বিধিও অনেক শাস্ত্রে আছে, সে পূজার ফলও তুচ্ছ নয়, এখন এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ ?

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে আছে—

"জীবহত্যাবিহীনা যা বরা পূজা চ বৈষ্ণবী।
বৈষ্ণবা যান্তি গোলোকং বৈষ্ণবীনবদানতঃ॥
মাহেশ্বরী রাজসী চ বলিদানসমন্বিতা।
শাক্তাদয়ো রাজসাশ্চ কৈলাসং যান্তি তে তথা॥"

(প্রকৃতি ৬৭ অ)

জীবহত্যাবিহীনা যে পূজা সেই পূজাই শ্রেষ্ঠ, এই পূজার ফলে বৈষ্ণবেরা গোলোকে গমন করিয়া থাকেন। বলিদানযুক্তা যে পূজা তাহা রাজসী, তাহার ফলে শাক্তগণ কৈলাসধামে গমন করেন।

গোলক ভাল কি কৈলাস ভাল, উপাসকেরা বিবেচনা করিবেন।

পদ্মপুরাণে বিধি স্পষ্ট—

"শুভে চৈবাশ্বিনে মাসি মহামায়াঞ্চ পূজয়েৎ॥
সৌবর্ণীং রাজতীং বাপি বিষ্ণুরূপাং বলিং বিনা।
হিংসাদ্বেষৌ ন কর্ত্তব্যৌ ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণুপূজকঃ॥"

(পাতাল খণ্ড— ৪৯ অ)

শুভ আশ্বিন মাসে স্বর্ণময়ী বা রজতময়ী বিষ্ণুস্বরূপা দেবী মহামায়াকে (ছাগাদি) বলিদান ব্যতীত পূজা করিবে; ঐ সময়ে ধর্ম্মাত্মা বিষ্ণু-পূজকের দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কালিকাপুরাণাদির মতে শক্তিপূজা হইয়া থাকে; কালিকাপুরাণেও আমরা দেখিয়াছি, কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুদণ্ড ছাগসম। জীববলি ছাগবলি একান্ত আবশ্যক নহে।

তাহা ছাড়া শাস্ত্রান্তরে আছে—

"শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি নিশ্চিতঃ॥
সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতম্॥
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাস্তথা।
দেবীসূক্ত জপশ্চৈব যজ্ঞো বহ্নিষু তর্পণম্॥
রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা॥
সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈ বিনা তু যা।
বিনা মন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানান্তু সম্মতা॥"

(ভবিষ্যপুরাণ)

দেখা যাইতেছে, তিন প্রকারে দেবী ভগবতীর পূজা চলে।

সাত্ত্বিকী—জপযজ্ঞনৈবেদ্য—নিরামিষ উপকরণে পূজা।

রাজসী—বলিদান নৈবেদ্য—সামিষ উপকরণে পূজা।

তামসী—জপযজ্ঞবিনা—সুরামাংসাদি উপহারে পূজা।

তামসী পূজায় মন্ত্রাদির আবশ্যকতা নাই, কিরাত প্রভৃতি নীচজাতির করণীয়, ছাড়িয়া দেওয়া যাক। কিন্তু তাহা তান্ত্রিক পূজা কতকটা এই ধাতুর নহে কি?

আমাদের করণীয় সাত্ত্বিকী ও রাজসী—সামিষ ও নিরামিষ; এ উভয়ের কোনটি শ্রেষ্ঠতর?

সাত্ত্বিক ও রাজসিক তথা তামসিক বস্তুর ফলের তারতম্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে যাহা পাওয়া যায়, আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিই। ভগবান বলিয়াছেন—

"কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥" ১৪।১৬

সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল সুনির্ম্মল সাত্ত্বিক সুখ, রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান।

"সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥" ১৪।১৭

সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ, তম হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান সমুত্থিত হইয়া থাকে।

ইহার পর সাত্ত্বিক ও রাজসিক পূজার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝাইবার বোধ হয় আর প্রয়োজন নাই।* শুধু শ্রেষ্ঠ বলিয়া নহে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে—

"সাত্ত্বিকী বৈষ্ণবানাঞ্চ শাক্তাদীনাঞ্চ রাজসী।"

(প্রকৃতি ৬৪ অ)

বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে সাত্ত্বিকী পূজাই করিতে হয় বৈষ্ণবগণের গত্যন্তর নাই, বৈষ্ণবদিগের জীবহত্যাকারী বলি চলে না।

শ্রাদ্ধ বিবেক-টীকায়, বৃহন্মনুবচন বলিয়া উদ্ধৃত আছে,—

"হিংসা চৈব ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা তু রাজসী।
ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্ত্বিকা মতাঃ॥"

রাজসী পূজায় যে বলিদানের ব্যবস্থা আছে, সে হিংসা বৈধহিংসা বলিয়া পরিচিত; কিন্তু সে হিংসাও উচিত নহে, ব্রাহ্মণের ত তাহা একেবারেই কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে সাত্ত্বিকমতাবলম্বী হওয়া চাইই।

অতএব দেখা গেল, বৈষ্ণবেরও বলিদান (অর্থাৎ জীববলি) চলে না ব্রাহ্মণেরও বলিদান চলে না; তাঁহাদের সাত্ত্বিকী পূজা করিতেই হয়।

* মনে হয়, কোন কোন গীতাতত্ত্বজ্ঞ "অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো" শ্লোক দেখাইয়া সাত্ত্বিক যজ্ঞের ব্যাখ্যা করিতে যাইবেন; কিন্তু কোনটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যখন বুঝা যাইতেছে তখন "ফললাভ বা মহত্ত্ব প্রকাশের নিমিত্ত" পূজা অপেক্ষা "ফল-কাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানে" কাজটা করাই যুক্তিসিদ্ধ নহে কি?

সাত্ত্বিকী পূজাই যখন শ্রেষ্ঠতম পূজা, অপর সকলেরও সেই পন্থা অবলম্বন করাই উচিত, এ কথা কি বলিতে পারি না? সাত্ত্বিকী পূজার নিয়ম বিধানগুলি—যাহা ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান তেমন ত দুঃসাধ্য নহে। নিরামিষ নৈবেদ্য নিবেদন, তদ্‌গতচিত্তে ভগবতীর মাহাত্ম্যপাঠ, দেবীসূক্ত জপ, অগ্নিতে হোম—এ সকলের কোনটিইত শক্ত ব্যাপার নহে। বোধ হয় অধিকাংশ গৃহে কার্য্যগুলি হইয়াও থাকে।

জানি, অনেকের মতে,—আমাদের যে শারদীয়া পূজা, সকল দিক ধরিয়া দেখিলে তাহা রাজসী পূজা; রাজসী পূজায় বলিদান আছে। কিন্তু আমি বলি কি, যখন দেখা যাইতেছে সাত্ত্বিকী পূজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সাত্ত্বিকী পূজার অনুষ্ঠানও দুষ্কর নহে, নিয়ম পালন সুকঠিন নহে, তখন অপর কোন মার্গ অবলম্বন কি সমীচীন?

একটা কথা কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি :—সাত্ত্বিকী পূজা যার তার নাকি করিবার অধিকার বা ক্ষমতা নাই। সাত্ত্বিকী পূজা করিতে গেলে নাকি পূজক তথা কর্ম্মকর্ত্তা বা গৃহস্বামী সাত্ত্বিক-গুণ-বিশিষ্ট না হইলে হয় না! যথার্থই কি তাই? আমার অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম্ম রাজসিক কিম্বা তামসিক হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া আমার দেবতার্চ্চনা কাজটা আমি সাত্ত্বিক ভাবে করিতে গেলে আপনারা কি নিষেধ করিবেন? আমি অকর্ম্মী কুকর্ম্মী হইতে পারি, কিন্তু যখন ইষ্টদেবতাকে ডাকিব, যখন দেবপূজা করিব, তখন শাস্ত্রে সাত্ত্বিক পূজার যে সকল নিয়ম আছে, তাহা অবলম্বন করিতে গেলে আপনারা কি বলিবেন, "না তুমি দেবার্চ্চনা সাত্ত্বিক ভাবে করিতে পাইবে না?" সংসারে থাকিয়া কয়জনে সর্ব্বতোভাবে সাত্ত্বিক-গুণাবলম্বী হইতে পারেন? কিন্তু যিনি যতটুকু পারেন, যতক্ষণ পারেন, সাত্ত্বিকী ক্রিয়া করিতে চাহেন, মনে সাত্ত্বিক ভাব আনিতে বাসনা করেন, তাহা করিতে দেওয়া কি উচিত নহে? সারাজীবন সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন না হইলে কি সাত্ত্বিকী পূজাচার

করা চলে না। পূজক মাত্রেই উপবাসাদি সংযম করিয়া তবে পূজায় বসিতে পান, পূজার কয়দিন তাঁহাকে শুচি ও বিশেষ শুদ্ধাচারে থাকিতে হয়, গৃহস্থ পরিবারে যাঁহারা দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে বাসনা করেন, তাঁহারা যতক্ষণ না পূজা শেষ হয়, ততক্ষণ উপবাসী থাকিয়া, পরিষ্কার বসন পরিধান করিয়া, যতটা সম্ভব শুদ্ধমনে শুদ্ধাচারী হইয়া দেবীর সন্নিহিত হন; ইহাতেও যদি জনসাধারণের পক্ষে সাত্ত্বিক ভাব আসিবার অসম্ভাবনা থাকে, লোককে সাত্ত্বিক পূজার অনুষ্ঠানের অধিকার হইতে আপনারা বঞ্চিত করিতে চাহেন, তবে বিশেষরূপ শাস্ত্রজ্ঞ নহেন, এমন সংসারীর সত্ত্বগুণাবলম্বী হইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা, সাত্ত্বিক পূজা ও শাস্ত্রের প্রহেলিকা রহিয়া যায়।

আর রাজসী পূজাই যাঁহারা করেন, তাঁহারাই কি বুক ঠুকিয়া বলিতে পারেন যে তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে শাস্ত্রাভিপ্রায়-অনুসারে পূজা সম্পন্ন করিয়া থাকেন, কোথাও কিছু বিন্দুমাত্র ত্রুটি তাঁহাদের হয় না ?

গীতার আর একটি শ্লোকে আমার কথাটি স্পষ্ট হইতে পারে।

"যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥" ১৭।৪

সাত্ত্বিক জনে দেবতার পূজা করে; রাজসিক লোকে যক্ষ-রক্ষের পূজা করে; তামসিক জনেরা ভূতপ্রেত প্রভৃতির পূজা করিয়া থাকে। *

অতএব সাত্ত্বিক বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাঁহার সাহসে কুলায়,

---

* মনুস্মৃতিতেও দেখা যায়—

"দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥" ১২।৪০

মনুষ্য সাত্ত্বিক হইলে দেবত্ব, রাজসিক হইলে মনুষ্যত্ব এবং তমোগুণাবলম্বী হইলে তির্য্যকযোনী প্রাপ্ত হয়। লোকের এই ত্রিবিধগতি নির্দ্ধারিত আছে। যে যেরূপ কার্য্য করে, সে সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়। কোন পথ বরণীয়।

তাঁহারই দেবতা পূজায় অগ্রসর হওয়া চলে।

বুঝা যাইতেছে, দেবকার্য্যগুলা যথাসাধ্য সাত্ত্বিক বিধানানুসারে করাই শ্রেয়স্কর। সাত্ত্বিক পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা। আমরা দেখিলাম, সাত্ত্বিক পূজায় জীবহিংসা—বলি নাই, পূজা নিরামিষ। নৈবেদ্যাদিকে উপহার বলিয়া "বলি" ধরিলে গোল চুকিয়া যায়। কিন্তু তাহাও যদি না হয়, এবং পূজা যখন চতুঃকর্ম্মময়ী—সুতরাং বলিও চাই, তাহা হইলে ছাগের স্থলে কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুদণ্ড বলি ত চলে—নিরামিষ বলি। অন্যান্য উদ্ভিদও বলি দেওয়া হয়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাতে আটকায় এই—শাক্ত বিধান মতে "রক্তশীর্ষযোর্ব্বলিস্তং"—রক্ত ও মুণ্ড জুটে কোথা হইতে? এখানে জীব বা পশু না হইলে, রক্তই বা মেলে কোথায়, মুণ্ডই বা আসে কেমনে? সুতরাং পশুঘাত চাই। নহিলে সাধক পূর্ণ ফল পান না। কিন্তু এই পূর্ণ ফল পাইতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সফল কুফলও পাইতে হয়।

যজ্ঞাদি উপলক্ষে বলি অর্থাৎ জীব-বলিতে পাপ হইবে কি না—ইহার বিচারস্থলে সাংখ্যকারিকার টীকায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য বাচস্পতিমিশ্র স্থির করিয়াছেন—"বলি'তে হিংসা জন্য পাপ হইবে এবং পূজা সম্পূর্ণ হওয়ায় পুণ্যও হইবে। তাঁহার মতে "বলি"তে যে কেবল পুণ্যই হইবে, এ কথা অশ্রদ্ধেয়।

জীব-বলিতে জীব-হিংসার ফলে যখন পাপ হইবেই হইবে এবং জীব-বলি বাদ দিলে যখন পূজা অসম্পূর্ণ হয় না, তখন এই জীবহিংসা বাদ দেওয়াই কর্ত্তব্য নহে কি? পূজার জন্য যে পুণ্য তাহা ত হইবেই, হিংসার ফলে যে পাপ—তাহা এড়ানই ত উচিত?

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহার মর্ম্মার্থ—জীব-বলির ফলে স্বর্গ হয়, কিন্তু বলিদানে জীবহিংসার ফলে স্বর্গচ্যুত হইতে হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে—

"বলিদানেন বিপ্রেন্দ্র দুর্গা প্রীতি ভবেন্নৃণাং।
হিংসাজন্যঞ্চ পাপঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
উৎসর্গকর্ত্তা দাতা চ ছেত্তা পোষ্টা চ রক্ষকঃ।
অগ্রপশ্চান্নিবোদ্ধা চ সপ্তৈতে বধভাগিনঃ॥
যোহয়ং হন্তি স তং হন্তি চেতি বেদোক্তমেবচ।
কুর্ব্বন্তী বৈষ্ণবীং পূজাং বৈষ্ণবাস্তেন হেতুনা॥" (প্রকৃতি ৬৫ অ)

অর্থাৎ—বলিদান দ্বারা দুর্গাদেবী প্রীতা হন বটে, কিন্তু সেই কার্য্যে মনুষ্যগণ হিংসা জন্য পাপও অর্জ্জন করে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। বলির পশুর উৎসর্গকর্ত্তা, যিনি দান করেন, যে ছেদন করে, পালনকারী, রক্ষক, বলি ছেদন কালে অগ্রপশ্চাৎধারণকারী, ইহারা সপ্তজনেই বধ-পাপের ভাগী। যে ইহাকে হনন করিতেছে, সে ইহা দ্বারা হত হইবে, ইহা বেদে উক্ত আছে, সেই হেতু বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবী পূজা অর্থাৎ জীবহত্যা-বিহীন নিরামিষ পূজা করিয়া থাকেন।

পদ্মপুরাণে আছে—

"পশুহিংসা বিধির্যত্র পুরাণে নিগমে তথা।
উক্ত রজোস্তমোভ্যাং স কেবলং তমসাপি বা॥
নরকস্বর্গসেবার্থং সংসারায় প্রবর্ত্তিতঃ।
যতস্তৎ কর্ম্মভোগেন গমনাগমনং ভবেৎ॥
সত্ত্বেন সাত্বত গ্রন্থে স বিধির্নৈব শঙ্কর।
প্রবৃত্তিতো নিবৃত্তিস্তু যত্রাপি সাত্বিকী ক্রিয়া॥
এবং নানাবিধো কর্ম্ম পশোরালভনাদিকং।
কামাশয়ঙ্ক ফলাকাঙ্ক্ষী কৃত্বাজ্ঞানেন মানবঃ।
পশ্চাজ্জ্ঞানাসিনা ছিত্বা ভ্রান্ত্যাশা তামসীং সদা।
যমভীতিহরং ভক্ত্যা যদি গোবিন্দমাশ্রয়েৎ॥"

(পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড—১০৫ অ)

এখানেও দেখা যায়, পশু-হিংসা রাজসিক বা তামসিক ব্যাপার; সাত্ত্বিক বিধি নহে; এ সব স্বর্গ-নরকে যাতায়াত করিবার কাজ। অজ্ঞান বশতঃ মানব কামাশয় ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া পশুচ্ছেদ করে। জ্ঞান-অসি দ্বারা ভ্রান্ত ধারণা ছেদ করিতে পারিলে তবে যমভীতিহর গোবিন্দের আশ্রয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মৎস্য-পুরাণে দেখা যায়,—সুরপতি ইন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে পশু-হননের উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়া ঋষিগণ ঘোরতর আপত্তি করিয়া উঠিয়াছিলেন,—

"অধর্ম্মো বলবানেষ হিংসাধর্ম্মেপ্সয়া তব।
নায়ং ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মোহয়ং ন হিংসা ধর্ম্ম উচ্যতে॥"(১১৯ অ)

ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়া হিংসা প্রবৃত্তি ঘোরতর অধর্ম্ম ... ধর্ম্ম-কর্ম্মে পশুহিংসা কখনই কর্ত্তব্য নহে, ইহা নিশ্চয় অধর্ম্ম; হিংসাকে কখনই ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের কথায় যেখানেই যজ্ঞাদিতে পশু হিংসার উল্লেখ আছে, সেখানেই দেখিতে পাওয়া যায়,—"স্বর্গকামী ব্যক্তি না বুঝিয়া নির্দ্দয় হইয়া যজ্ঞে পশুহিংসা করে, তাহার ফলে তাহাদের নরক লাভ হয়, এবং যে যে পশুকে হনন করা হইয়া থাকে, পরলোকে সেই সেই পশু তাহাদিগকে ভীষণ তাড়না করে।"

(৪ স্কন্ধ ২৫।২৮ অ)

বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়,—"কোন প্রাণীর হিংসা করিলে বিষ্ণুর হিংসা করা হয়, "সর্ব্বভূতো যতো হরিঃ"—যেহেতু বিষ্ণু সর্ব্বভূতময়।"

(তৃতীয়াংশ ৮ অ)

শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু বলিয়াছেন,—"এই জগতে যে সকল ব্যক্তি সুবুদ্ধি সাধু ও প্রধান, তাঁহারা প্রাণীহিংসা করেন না।"

(৪ স্কন্ধ ২০ অ)

ভাগবত-পুরাণে দেখা যায়,—কোন চৌর রাজা অপত্যকামনায় ভদ্র-কালী দেবীর অর্চনা করিতে নর-পশু বলির উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে দেবী চণ্ডী ক্রুদ্ধ হইয়া সদ্যসদ্যই তাহাকে বিশিষ্টরূপ ফল দিয়াছিলেন।*

(৫ম স্কন্ধ ৯ অ)

পূজার তিন দিন পশু বলি দিতে হইলে আবার আর একটা ভয় আছে। অষ্টমীতে বলিদানে নানা মুনীর নানা মত।

কালিকাপুরাণ বলেন,—

"অষ্টম্যাং রুধিরৈর্মাংসৈঃ কুসুমৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ।
পূজয়েদ্বহুজাতীয়ৈ র্বলিভি র্ভোজনৈঃ শিবাং॥" (৬১ অ)

কিন্তু দেবীপুরাণ বলেন,—

"অষ্টম্যাং বলিদানেন পুত্রনাশো ভবেদ্ধ্রুবং।"

(সন্ধিপূজাস্থলে।—তিথিতত্ত্ব)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ বলেন,—

"সপ্তম্যাং পূজনং কৃত্বা বলিং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
অষ্টম্যাং পূজনং শস্তং বলিদানবিবর্জ্জিতং॥
অষ্টম্যাং বলিদানেন বিপত্তি র্জায়তে ধ্রুবং।
দদ্যাদ্বিচক্ষণো ভক্ত্যা নবম্যাং বিধিবদ্বলিং॥"

(প্রকৃতি—৬৫ অ)

---

* কেহ কেহ বলিতে পারেন—"এ ত গেল খান কতক পুরাণের মত, অপর পুরাণ হইতে অন্য মত কি পাওয়া যায় না?" তাঁহাদের আমি স্মরণ করাইয়া দিই পূজাও যেমন ত্রিবিধ আছে, পুরাণও তেমনই ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজস, তামস। পুরাণ মধ্যে।—

"সাত্ত্বিকা মোক্ষদাঃ প্রোক্তা রাজসাঃ স্বর্গদাঃ শুভাঃ।
তথৈব তামসা দেবি নিরয়-প্রাপ্তি-হেতবঃ॥"

সাত্ত্বিক পুরাণ হইতে মোক্ষলাভ হয়, রাজস পুরাণ হইতে স্বর্গ মিলে; তামস পুরাণ নরক-প্রাপ্তির হেতু।—সাত্ত্বিক পুরাণের মতই প্রধানতঃ তুলিয়াছি।

দেখা যাইতেছে,—

শাক্তগণের মধ্যেই কেহ বলিতেছেন, 'অষ্টমীতে বলি দিবে,' কেহ বলিতেছেন, 'অষ্টমীতে বলি দিলে মহাবিপত্তি।'

এমন সব গোলযোগ পরিহার করাই শ্রেয়স্কর নহে কি ?

কালিকাপুরাণে "সদাচার" অধ্যায়ে আছে—"(রাজা) হোম দ্বারা দেবগণের পূজা করিবেন, শ্রাদ্ধ ও দান দ্বারা পিতৃগণকে এবং বলিদানে ভূতগণকে সন্তোষিত করিবেন।" (৮৫ অ)

উক্ত পুরাণেই স্থলান্তরে আছে,—"দেবগণ ঘৃত দ্বারা সন্তুষ্ট ; ঘৃতের উপরই যজ্ঞের নির্ভর ; সমস্ত স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ যজ্ঞের অধীন।"

(৯০ অ)

দেখা যাইতেছে, দেব-পূজায় ঘৃত ও হোম আবশ্যক, পশু নহে।

দেবীপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়,—"শিবাজম্বুকাদি এবং নাগগণের পায়স বলি ; পিতৃ ও দেবগণের কৃষর (তিলাদি মিশ্রিতান্ন) বলি ; এইরূপ যক্ষগণের ঘৃত ও মধু, দৈত্যগণের মৎস্য এবং মাংস, দেবীগণের মোদকাদি বলি প্রদান কর্ত্তব্য।" (৫০ অ)

স্থলান্তরে আছে,—"পিশাচ দানব ও রাক্ষসগণের পূজা মদ্যমাংস দ্বারা করিবে·····দেবগণের পূজা ধূপাদি দান ও হোম দ্বারা করিবে।"

(৬৫ অ)

প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, 'মাংস প্রয়োজন দেবতার নহে, অপদেবতার পরিতোষার্থ।'

দেবীর নানা মূর্ত্তি পূজার বিধি আছে, সকল মূর্ত্তির নিকট বলিদান বা জীবহনন বিধান মিলে না,—ইহা বোধ করি, বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। দেবীপুরাণ পঞ্চাশৎ অধ্যায় হইতে বঝা যায়, অধিকাংশ স্থলেই জীব-বলি চলে না।

দেবীপুরাণে আছে,—"নবমীতে কুঙ্কুম অগুরু কর্পূর ধূপ ধ্বজ দর্পণ নৈবেদ্য ইত্যাদি দ্বারা দেবী মহিষমর্দ্দিনীর পূজা করিলে বিজয় পদ প্রাপ্তি হয়।" (৬১ অ)

ঐ পুরাণে অপর দেখা যায়,—"নবমীতে অজ মেষ ও মহিষাদি পশু বধ করিয়া ভূত ও বেতালগণের বলি উপহার দিতে হয়। আত্মার্থে পশু বধ করা অতি গর্হিত"। (৮৯ অ)

এখানেও দুইটি বিষয় দ্রষ্টব্য ঃ—

(১) দেবীর পূজা—নিরামিষ উপকরণে।

(২) সামিষ উপকরণ—ভূত ও বেতালগণের নিমিত্ত।

আরও আছে,—

"অষ্টমীতে উপবাস করিবে। দুর্গার অগ্রে একাগ্রচিত্ত ও তন্মনা হইয়া তদীয় মন্ত্র জপ করিবে, তৎপরে অর্দ্ধরাত্রি-শেষে রাজশ্রেষ্ঠগণ বিজয়ের জন্য সুলক্ষণ পঞ্চমবর্ষীয় পশুকে গন্ধ ধূপ ও মাল্য দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া "কালি কালি" বলিয়া জপ করতঃ খড়্গ দ্বারা বধ করিবে। অনন্তর তদীয় রুধির-মাংস মহাকৌশিক মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ পূর্ব্বক দেবীর অনুচরগণকে প্রদান করিবে।" (দেবীপুরাণ ২২ অ)

দৃষ্টি রাখা উচিত,—এখানে রুধির-মাংস দেবীকে নয়, দেবীর অনুচরগণকে প্রদান করিতে হয়। আর যদিও দুর্গাপূজা, তথাপি বলির উপর খড়্গাঘাত করিবার সময় "কালি কালি" বলিয়া কাটিতে হয়। "দুর্গে দুর্গে" কিম্বা শ্রীদুর্গার সাধারণ-প্রচলিত কোন নাম ধরিয়া ছেদন করা হয় না।*

* বলিদানের ক্ষুদ্রাদি বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ প্রার্থনা করি। পদ্ধতির গ্রন্থে যা আছে, (১) বলিদান কালে পশুটিকে বলিতে হয় "চামুণ্ডা বলি রূপায়", চামুণ্ডা নাম চণ্ডমুণ্ড বধের পর কালীই পাইয়াছিলেন। (২) বলি ছেদন করিবার সময় "কালি কালি বজ্রেশ্বরি" বলিয়া ছেদন করিতে হয়। (৩) রুধির সঙ্কল্প করিবার সময় "কালি কালি-মহাকালি কালিকে পাপনাশিনি" বলিয়া অর্পণ করিতে হয়। (৪) মুণ্ড

কাটাকাটি কাণ্ডে কালীমাতাকেই ডাকিতে হয়। নন্দিকেশ্বর পুরাণ, কালিকাপুরাণ এবং দেবীপুরাণ, যে পদ্ধতি মতে আমাদের দুর্গাপূজা হইয়া থাকে, সর্ব্বত্রই এইরূপ মন্ত্র। শাক্ত মতেও সংহার কার্য্যে দুর্গা-নাম চলে না।

অবশ্য যিনিই দুর্গা তিনিই কালী। কিন্তু উভয়ের মূর্ত্তিধ্যানে পার্থক্য বিস্তর, কার্য্যকলাপেও প্রভেদ আছে, নামের অর্থ-ব্যুৎপত্তিতেও তফাৎ বিলক্ষণ। উভয়ের মধ্যে ভেদটা কি আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিই।

শক্তি-উপাসক সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান শাস্ত্র মার্কণ্ডেয় চণ্ডী—দেবীমাহাত্ম্য; দেবীমাহাত্ম্য হইতে কি পাওয়া যায় দেখা যাউক।

মহাদেবী অম্বিকা—শিবশক্তি—দুর্গামূর্ত্তিতে মহিষাসুর বধ করেন। শুম্ভ নিশুম্ভ বধের বেলায় প্রথমতঃ সিংহবাহিনী সৌম্য মূর্ত্তিতেই যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু অসুর-সেনাপতি চণ্ড-মুণ্ড যখন ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল, তখন—

"ততঃ কোপঞ্চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যাবদনং মসীবর্ণমভূত্তদা॥

উপহার দিবার সময় "রক্ত মাংস নিজভূতেভ্যো, বলিং ভুঙ্ক্ষ সদাভ্যাশে সর্ব্বভূত-সমাবৃতে" বলিয়া উৎসর্গ করিতে হয়। কালীই ত শবাসনা শ্মশানবাসিনী, তাঁহাকেই "ভূতেশি ভূত সমাবৃতে" বলা চলে। অতএব দেখা যাইতেছে এই জীববলি, এই রক্তমুণ্ড উপহার—কালীমাতারই অভীষ্ট বলিয়া এই সকল মন্ত্র লিখিত। কালীপূজায়ই এ সকল ঠিক খাটে। "দুর্গাপ্রীতিকামঃ দাস্যামি" বলিয়া বলিদানে মন্ত্র দুর্গাপূজার মধ্যে খামকা যেন গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আর একটা কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে,—আমরা দেখিয়া আসিতেছি, বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় অনার্য্য জাতি—শবর কিরাতগণ রক্ত-মাংসাদি বলি দিয়া যে দেবতার অর্চ্চনা করে, তিনিও কালী মূর্ত্তি, এবং বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণেরও প্রধান দেবতা চামুণ্ডা; সুরা মাংসই তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ।

ভ্রূকুটিকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতং।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥

(চণ্ডী ৭।৪—৫)

ভাবার্থ—

তখন যুদ্ধ করিতে করিতে অম্বিকার অতিশয় ক্রোধ হইল; সেই ক্রোধবশে তাঁহার মুখমণ্ডল কালীবর্ণ হইয়া আসিল; তাঁহার ভ্রূকুটি-কুটিল ললাটফলক হইতে তৎক্ষণাৎ অসিপাশিনী করালবদনা কালী বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দেখা যাইতেছে, দেবী কালী মহামায়া দুর্গাদেবীর শরীরী কোপ; চণ্ড-মুণ্ড ও রক্তবীজ বধের সময় দুর্গাদেবীকে—মহিষাসুরমর্দ্দিনী অম্বিকাকে—আর যুদ্ধ করিতে হয় নাই; কালীই তাঁহার হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিয়াছিলেন।

চণ্ডমুণ্ড বধ করিয়া চণ্ডিকার (অম্বিকার) নিকট হইতে কালী "চামুণ্ডা" উপাধি পাইয়াছিলেন। দুইজনে পৃথক পৃথক যুদ্ধ করেন; হাতীঘোড়া কড়্মড় করিয়া চিবাইতে চামুণ্ডাকেই মজ্বুদ্ দেখা যায়। মনে রাখা উচিত, যুদ্ধে চিবাইয়াছিলেন,—দেবতামানবের দুর্দ্দান্ত শত্রু দৈত্য-দানব-অসুরদলনে ভীষণতা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি স্থির করিতে হইবে, ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে ভক্ত-বৎসলা গৃহস্থের সকল-কর্ম্মোদ্ধারেই ভীষণা? যখন দয়াময়ী আমাদের ঘর আলো করিয়া দীনের আঁধার নাশ করিতে আবির্ভূতা হইবেন, তখনও কি আমাদের মনে করিতে হইবে তিনি রক্তমাংসলোলুপা? সকলেরই পূজার উদ্দেশ্য ত বিপক্ষজয় বা শত্রুনাশ নহে।

"চণ্ডী"তে আছে, কালী-মূর্ত্তি দুর্গার বিভূতি।

কালীমূর্ত্তির নিকটে জীব-বলি, রক্ত-ছড়াছড়ি হয়ত শোভা পায়;

বরাভয়করা হইলেও তিনি স্বয়ং বিভীষণা, শবাসনা, নৃমুণ্ডমালিনী, নগ্না, রক্তময়ী, সংহারমূর্ত্তিধারিনী ; তাঁহার সমক্ষে জীবসংহার হয়ত মানায়। কিন্তু মা দশভুজা—দৈত্যদলনে নিযুক্তা মহিষমর্দ্দিনী-রূপা হইলেও, লক্ষ্মী-সরস্বতী সংহতি তাঁহার যে মূর্ত্তি আমরা অর্চ্চনা করিয়া থাকি, সে মূর্ত্তিতে সংহার-ভাব মনে না আসিয়া, দশ বাহুতে দশদিক-রক্ষিণী, দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, বিপত্তারিনী, অভয়া, দয়াময়ী, প্রসন্নময়ী বলিয়াই তাঁহাকে মনে হইয়া থাকে। তাঁহার উদ্দেশে জীবহনন, তাঁহার সম্মুখে ভীতিকাতর পশুকে হনন করিয়া হত জীবের রক্ত ও মুণ্ড তাঁহাকে উপহার—একটু কেমন-কেমন মনে হয় না কি ?

অবশ্য আমি বলিতেছি না, এ উপহার শাস্ত্রে কোথাও নাই ; এরূপ উল্লেখই আছে,—

"অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেষাণাঞ্চ তথা বধাৎ।
প্রীণয়েদ্ বিধিবৎ দুর্গাং মাংসশোণিত-তর্পণৈঃ ॥"

(ভবিষ্য-পুরাণ)

কিন্তু এখানে কিঞ্চিৎ বিবেক-বুদ্ধির সাহায্য চাহিতেছি। যাঁহাকে ধ্যান করিতে হয়,—

"প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাং।
চিন্তয়েদ্ জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাং ॥"

(দুর্গাদেবী-ধ্যান)

সেই প্রসন্নময়ী জগদ্ধাত্রীর উদ্দেশে জগজ্জীবনাশ—তাঁহার প্রসন্নতা লাভের উপায় কি ?

যাঁহাকে স্তব করিতে হয়—

"বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥" চণ্ডী ১১।৩৩

সেই বিশ্বমাতা বিশ্বপালিকার সম্মুখে বিশ্বপ্রাণীর প্রাণনাশ—তাঁহার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনের পরিচায়ক কি ?

যাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হয়—

"দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য ।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥" চণ্ডী ১১।২

সেই প্রপন্নার্ত্তিহরা জগদম্বার নিকট ক্লিষ্ট-কাতর জীব হনন—তাঁহার পূজার অঙ্গ মনে হয় কি ?

যাঁহারে নমঃ করিতে হয়—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥" চণ্ডী ৫।৩১

সেই মাতৃরূপা জীব-জননীর নিকট অবোলা নিরীহ প্রাণীর কণ্ঠচ্ছেদ—উপযুক্ত মনে হয় কি ?

যাঁহার স্তুতি—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥" চণ্ডী ৫।২৯

সেই দয়াময়ীর নিকট জীব হনন করিয়া রক্তকর্দ্দম—তাঁহার প্রীতিকর হইতে পারে কি ?

যাঁহাকে ভাবিতে হয়—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে ।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ।" ১১।৯

সেই সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যা নিখিল জীবের শরণ্যা মহাদেবীর তুষ্টি কি জীবঘাতে ?

যাঁহাকে ডাকিতে হয়—

"শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে॥" চণ্ডী ১১।১১

সেই শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণা, সকলের আর্ত্তিহরা দেবীর সমক্ষে নিরপরাধী জীবকে সংহার করিয়া, তাঁহাকে তাহার রক্ত ও মুণ্ড উপহার—যথার্থই কি তাঁহার তৃপ্তির হেতু?

জগতের জননীরূপা এই দেবীর নিকট একটা নিরীহ ক্ষুদ্র জীবকে পা মুচ্‌ড়াইয়া ঠাসিয়া ধরিয়া, যখন কাতরকণ্ঠে অবোলা পশু অব্যক্ত স্বরে "মা মা" ডাকিয়া অন্তরের কাতরতা প্রকাশ করিতেছে, হয়ত নিঃসহায় নিরপরাধী জীব প্রাণভিক্ষা মাগিতেছে, তখন তাহার মুণ্ডচ্ছেদ, এবং যখন সেই মুণ্ডহীন রক্তাপ্লুত দেহ ধড়্‌ফড়্‌ করিতেছে, তখন সেই ভীতি-বিকৃত মুণ্ড লইয়া উল্লাসভরে সঘনে ঢক্কানিনাদ ঠিক কি না একটু বিবেচনা করিতে হয়।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকে আমার উপর রোষকষায়িত লোচনে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছেন। জানি, তাঁহারা বলিবেন,—"শাস্ত্রে যখন বিধি রহিয়াছে, এ বধ ত অবধ—এ ত হিংসাই নহে; ইহাতে আবার ঠিক অঠিক কি?" কিন্তু তাঁহাদের আমি উত্তর দিতে পারি; আপনাদেরই একজন—স্বয়ং বৃহস্পতি ঠাকুর আজ্ঞা করিয়াছেন—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন-বিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥"

(মনু ১২।১১৩ টীকা)

কেবল শাস্ত্রের কথা লইয়া কোন কিছু সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে, বিচার যুক্তিহীন হইলে ধর্ম্মহানি ঘটিয়া থাকে।

অতএব একটু যুক্তির অবতারণায় দোষ নাই। আমার যা যুক্তি—ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"মন তোমার এই ভ্রম গেল না ?......
ত্রিজগৎ যে মায়ের ছেলে, তাঁর আছে কি পর ভাবনা ?
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি মেষ মহিষ আর ছাগলছানা ?
প্রসাদ বলে ভক্তি-মন্ত্র কেবল যে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক-দেখানে করবে পূজা, মা ত আমার ঘুষ খাবে না।"

এখন, লোক-দেখানে রাজসী পূজায় মায়ের কাছে মায়ের ছেলে কাটিয়া ধূমধামাদি অপেক্ষা ভক্তি-মন্ত্রে সাত্ত্বিকী পূজায় উপাসনা শ্রেষ্ঠতর কি না তাহাই বিচার্য্য।

সাধক আরও গাহিয়াছেন,—

"মন তোর এত ভাবনা কেনে ?......
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে ?
তুমি "জয় কালি" "জয় কালি" বলে
বলি দেও ষড় রিপুগণে।"

আপনারাও কি এই সঙ্গে বলিবেন না,—জগদম্বার পূজায় জীববলির পরিবর্ত্তে নিজের শরীরস্থ রিপুগণে বলিদান করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমন দ্বারা আত্মজয়ী হইতে চেষ্টা করাই মনুষ্যত্ব—প্রকৃত ভক্তত্ব। দেব দেবতাগণ তাহাতেই অধিকতর প্রীত হন।

কিন্তু হায়, শাস্ত্রের অভিপ্রায় বুঝি ভিন্নরূপ! সত্যই কি ভিন্নরূপ ? যে মনু বিধান দিয়াছেন—"যজ্ঞের জন্যই পশুর সৃষ্টি, যজ্ঞে বধ অবধ"; আমরা দেখিয়াছি সেই মনুই বলিয়াছেন "আত্মসুখেচ্ছায় নিরীহ প্রাণী বধ ইহকাল পরকালের অনিষ্টকর।" সেই মনুই স্থলান্তরে আদেশ করিয়াছেন, "স্বীয় শরীরে কষ্ট হইলেও, পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র কীটের পাছে প্রাণ বিনাশ হয়, এই ভয়ে দিবা ও রাত্রিতে ভূমী নিরীক্ষণ করিয়া গতায়াত করিবে।"
(মনু ৬।৬৮)

আমার যা যুক্তি, আর একজন কবি প্রাণস্পর্শী ভাষায় আরও

পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়াছেন,—

"অসহায়-জীব-রক্ত নহে জননীর
পূজা।..........................
রক্ত চাই রক্ত চাই গরজন
করিছে জননী, অবোলা দুর্ব্বল জীব
প্রাণভয়ে কাঁপে থরথর, নৃত্য করে
দয়াহীন নরনারী রক্ত-মত্ততায়,
এই কি মায়ের পরিবার? পুত্রগণ,
এই কি মায়ের স্নেহ ছবি?......
..................................তোরা
এমনি কি ভুলে ভ্রান্ত হলি, মা'কে গেলি
ভুলে? বুঝিতে পার না মাতা দয়াময়ী?
বুঝিতে পার না জীব-জননীর পূজা
জীব-রক্ত দিয়ে নহে, ভালবাসা দিয়ে?
বুঝিতে পার না ভয় যেথা, মা সেখানে
নয়; হিংসা যেথা, মা সেখানে নাই; রক্ত
যেথা, মা'র সেথা অশ্রুজল?" (বিসর্জ্জন)।

আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি,—বলিদানের ছাগটি যখন পূজা হইতেছে, বাড়ীর কচি শিশুগুলি সার বাঁধিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—ভারি আহ্লাদ! তার পর, বধ্য-ভূমে পাঁটাটিকে লইয়া যাওয়া হয়, না জানি কি আমোদ ভাবিয়া নাচিতে নাচিতে শিশুরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে। ক্রমে যখন ছাগলটিকে পা মুচড়াইয়া হাড়-কাঠে ফেলা হয়, যাতনায়—প্রাণভয়ে আকুল পশুটি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে সেই কচি শিশুগুলির কণ্ঠ হইতেও তাহারি প্রতিধ্বনিরূপে আর্ত্তনাদ নিঃসারিত হয়—থামান দায়। আমোদ ভাবিয়া বালক-বালিকাগণ যাহা দেখিতে আসে, কাণ্ড বুঝিয়া আতঙ্কিত

হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে! অনেক সময়ে মনে হয়, এই আর্তনাদ শিশুদের আপনার—না শিশুকণ্ঠ দিয়া বাহির করেন ভগবান্ স্বয়ং?

আপনাদের কি স্মরণ করাইতে পারি, এই জীবদুঃখে কাতরতা হইতেই কবিতার জন্ম? এই নিকৃষ্ট প্রাণীর কষ্টে সহানুভূতিই করুণার আদি উৎস? মনে করুণ সেই তমসা তটিনী তীরে বিজন বন, মনে সেই শুষ্ক-কঠিন তাপস, অকস্মাৎ নিষাদের শরে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, সহসা সেই শুষ্কতরু মুঞ্জরিল, নিস্তব্ধ কানন প্রতিধ্বনিত করিয়া বুঝি শ্লোকরূপে শোকগাথা—হাহাকার ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল—

"মা নিষাদ ত্বমগমঃ প্রতিষ্ঠাং শাশ্বতীঃ সমাঃ।"

কবিতার জন্ম হইল! নিরীহ প্রাণীর প্রাণঘাতে দীর্ঘশ্বাস হইতে কবিতার উৎপত্তি। নিরীহ প্রাণীর প্রাণ হনন করিতে আপনাদেরও কি প্রাণ কাঁদিবে না? মানবের মর্ম্মন্তুদ ব্যবহারে দেবতার প্রাণ যথার্থই কি পরিতৃপ্ত?

কিম্বা থাক্—কবিতা বা কবির উচ্ছাস আপনারা চাহেন না; আপনারা চান্ শাস্ত্র। কিন্তু কোন কোন উপপুরাণাদিতে জীববলির বিধি থাকিলেও, জীব-বলি আপনাদের স্বর্গপ্রদ এ কথা মানিলেও, কার্য্যটা যে দয়াধর্ম্মের বিরোধী, অন্ততঃ এ টুকু স্বীকার করিতেই হয়। কে না বলিবে—

"ন চ ধর্ম্ম দয়াপরঃ"—

দয়ার অধিক ধর্ম্ম আর নাই—দয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

"প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা।
আত্মৌপম্যেন ভূতানাং দয়াং কুর্ব্বন্তী সাধবঃ॥"

আপনার প্রাণ আপনার নিকট যেমন প্রিয়, সকল জীবের প্রাণ সকল জীবের কাছে তেমনই প্রিয়; আপনার প্রাণের মত ভাবিয়া সাধুজন অপরের প্রাণের প্রতি দয়া করেন।

যুধিষ্ঠির যখন ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কো ধর্ম্মঃ"—ধর্ম্ম কি? মহাপুরুষ উত্তর করিলেন "ভূতদয়া"—সকল জীবের প্রতি দয়াই ধর্ম্ম। *

আপনাদেরও কি বলিতে ইচ্ছা হয় না,—সাঙ্গ দিগন্ত প্রসর ভারতে এই ভেরী বাজিতেছে,—করুণাময়ের করুণ উচ্ছ্বাস—

"ধর্ম্মে ও ভীষণ হিংসা! এই বলিদান—,
নিরমম এ হিংসা কি স্বর্গের সোপান?
এই নির্দ্দয়তা ধর্ম্ম? মনে নাহি লয়।
না—না—এই নির্দ্দয়তা ধর্ম্ম কভু নয়॥"

দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীতে দেখা যায়, দেবতারা কয়বার দেবী অম্বিকার পূজা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তুষ্ট করিতে একবারও বলি অর্থাৎ পশুচ্ছেদ করিয়া রক্ত মুণ্ড উপহার—দেন নাই। †

দেবীমাহাত্ম্য আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া—

"সুরথঃ স নরাধিপঃ ....
সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ।
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্॥

* আমাদের দুর্গাপূজা যে শাস্ত্রের মতে হয়, দেবীপুরাণ তাহার অন্যতম; দেবী-পুরাণেও এরূপ কথা পাওয়া যায় "দীন অন্ধ দুঃখী অভ্যাগত সকলকেই অন্নদান এবং কৃমি কীট পতঙ্গ প্রভৃতিকে ভূমিতলে দয়ায় নিক্ষেপ করিবে। দুঃশীল হইলেও স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকলকেই সুখী করিতে চেষ্টা করিবে; কাহারও প্রতি হিংসা করা উচিত নহে।" (দেবী ৫০ অ)

† আমাদের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি বলিয়াছেন—"দুর্গাপূজার সময় যে মহিষা-সুরের ও অজাসুরের গরীব বাছাদিগকে সবংশে বিনাশ করা হয়, কই তাহার ত কোন বিধান চণ্ডীতে নাই। একস্থানে "পশু" কথাটা আছে বটে, তেমন আর একস্থানে চণ্ড-মুণ্ডকে "মহাপশু" বলা হইয়াছে। পশুহননের কথা কোথাও নাই। "বলি" শব্দের অর্থ অজ ও মহিষের মুণ্ড-ছেদন নহে।"

তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণাঞ্চ ক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম॥"

(চণ্ডী ১৩। ৫৭)

এখানেও জীববলি নাই। সুরথ রাজা নদীপুলিনে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা গঠিয়া দেবীসূক্ত জপ করতঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণে একমনে পূজা করিয়াছিলেন, বলি দিয়াছিলেন—নিজগাত্ররুধির।

এখনও আমরা দেখিতে পাই, আমাদিগের গর্ভধারিণী বা মাতৃস্থানীয়া আত্মীয়াগণ আমাদিগের কল্যাণ-কামনায় বুক চিরিয়া নিজ রক্ত "বলি" দিয়া শক্তিদেবীরে তুষ্টা করিতে প্রয়াস পান। সুন্দর আত্মোৎসর্গ! এই রক্তদান—দেবীর রক্তপিপাসা শান্তির জন্য নহে, আত্মবলিদানের লক্ষণ।

আর আমরা কি করি? শত্রুর প্রাণহানির উদ্দেশে বা স্বর্গসুখভোগের লোভে বা কালিয়া-কোরমা-আস্বাদন অভিলাষে, সাহ্লাদে দেবতার সম্মুখে নিরীহ নিরপরাধী কাতর পশুকে পা মুচড়াইয়া ধরিয়া, হাড়-কাঠে ফেলিয়া তাহার কণ্ঠচ্ছেদ।

সহসা মনস্বী বিবেকানন্দের মেঘমন্দ্র গর্জ্জন মনে পড়ে—

"দেহ চায় সুখের সঙ্গম মন বিহঙ্গম সঙ্গীত সুধার ধার।
মন চায় হাসির হিন্দোল প্রাণ সদা লোল যাইতে দুঃখের পার॥

* * * * * * *

রুদ্রমুখে সবাই ডরায় কেহ নাহি চায় মৃত্যুরূপা এলোকেশী।
উষ্ণধার রুধির-উদ্গার ভীম তরবার খসাইয়া দেয় বাঁশী॥
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী সুখ-বনমালী তোমারি মায়ার ছায়া।
করালিনী, কর মর্ম্মচ্ছেদ হোক মায়াভেদ সুখ স্বপ্ন, দেহে দয়া॥
মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায় ভয়ে ফিরে চায় নাম দেয় দয়াময়ী।

প্রাণ কাঁপে, ভীম অট্টহাস　নগ্ন দিক্‌বাস　বলে মা দানবজয়ী ॥
মুখে বলে দেখিবে তোমায়　আসিলে সময়　কোথা যায় কেবা জানে।
মৃত্যু তুমি, রোগ মহামারী　বিষ কুম্ভ-ভরি　বিতরিছ জনে জনে ॥
রে উন্মাদ, আপনা ভুলাও　ফিরে নাহি চাও　পাছে দেখ ভয়ঙ্করা।
দুঃখ চাও সুখ হবে বলে　ভক্তি পূজা ছলে　স্বার্থসিদ্ধি মনে ভরা ॥
ছাগ-কণ্ঠ রুধিরের ধার　ভয়ের সঞ্চার　দেখে তোর হিয়া কাঁপে।
কাপুরুষ। দয়ার আধার। ধন্য ব্যবহার।　মর্ম্মকথা বলি কাকে ?"

স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে ভক্তি-পূজা-ছলে দেবতা চাই, যে দেবতা পাই, তিনিও ভীমা ভয়ঙ্করা; তাঁহাকে এড়াইতেই বা প্রসন্নময়ীকে টানিয়া আনিয়া দয়াময়ী জগজ্জননীর উপর এই বলি নির্য্যাতন।

জানি, কেহ কেহ বলিবেন "দুর্গামূর্ত্তিই বা এমন কি প্রশান্ত মূর্ত্তি ?" তাঁহাদের চিত্রটা মনে পড়াইয়া দিই—"দশভুজা প্রতিমা নবারুণ-কিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত। দিক্‌ভুজা—নানা প্রহরণ ধারিণী, শত্রু-বিমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী—বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধি-রূপী গণেশ।"　　(আনন্দমঠ।)

জানাইয়া রাখা উচিত, এতগুলি দেবদেবী সমেত এ মূর্ত্তি ঠিক পুরাণসঙ্গত নহে, ধ্যানানুযায়ীও নহে। কালীবিলাস-তন্ত্রে এ মূর্ত্তির কতক আভাস মিলে। কোন কোন স্থলে মূর্ত্তিভেদ, প্রতিমা-সংস্থান-ভেদও দৃষ্ট হয়।

এখন দুর্গাপূজার উদ্ভব কোথায় দেখা যাউক।*

* ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টমাষ্টকে "খিলে পরিশিষ্টে" একটি দুর্গাস্তব আছে, তাহাতে "দুর্গা" নাম ব্যবহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি আমাদের পূজিতা দুর্গা নহেন। সে নাম রাত্রিরই নামান্তর—সেটি রাত্রিস্তোত্র মাত্র।

দেবীর পরিচয় — মাধ্যন্দিন বাজসনেয়ী সংহিতায় (শুক্ল যজুর্বেদ ৩।৫৭) অম্বিকার উল্লেখ দেখা যায় —

"এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাম্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা।"

হে রুদ্র, তোমার ভগিনি অম্বিকার সহিত আমাদের প্রদত্ত এই পুরোডাশ অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ কর।

দেবী অম্বিকা প্রথমে রুদ্রের ভগিনী রূপেই গণ্য। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নবম অনুবাকে দুর্গা সম্বন্ধে স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। সায়নাচার্য্যের মতে ইহাই দুর্গা গায়ত্রী।

শতপথ-ব্রাহ্মণে 'দক্ষ পার্ব্বতী' এবং কেন উপনিষদে "উমা হৈমবতী" নাম পাওয়া যায় —তবে কাহিনী ভিন্ন। *

বলিয়া রাখা ভাল—বেদে, ব্রাহ্মণে—এমন কি মন্বাদি স্মৃতিতেও "শক্তি-দেবী" "শক্তিপূজার" নামগন্ধ নাই। পুরাণে আরম্ভ। দুর্গাদেবী সম্বন্ধে পুরাণ-শাস্ত্রে আছে —"তস্যা পূজা প্রকারঃ"—

"প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদৌ গোলোকে রাসমণ্ডলে॥
মধুকৈটভভীতেন ব্রহ্মণা সা দ্বিতীয়তঃ।
ত্রিপুরপ্রেষিতেনৈব তৃতীয়ে ত্রিপুরারিণা॥
ভ্রষ্টশ্রিয়া মহেন্দ্রেণ শাপাদ্দুর্ব্বাসসঃ পুরা।
চতুর্থে পূজিতা দেবী ভক্ত্যা ভগবতী সতী॥"

তৎপরে—

"কল্পান্তরে পূজিতা সা সুরথেন মহাত্মনা।
রাজ্ঞা মেধস-শিষ্যেন মৃন্ময্যাঞ্চ সরিত্তটে॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ — প্রকৃতি ৫৭ অ)

---

* মুণ্ডকোপনিষদে "কালি করালী" নাম মিলে, সে অগ্নির জিহ্বা।

ভাবার্থ —

প্রথম পূজা করেন শ্রীকৃষ্ণ—সৃষ্টির আদিতে বৃন্দাবনে—গোলোকে রাসমণ্ডলে।—এ পূজায় জীব বলি সম্ভব নহে।

(অনেক পরে দ্বাপর যুগে মর্ত্ত্যের বৃন্দাবনে—ব্রজধামে ব্রজাঙ্গনাগণ দেবী কাত্যায়নীর পূজা করিয়াছিলেন—বলিও ছিল—জীববলি নহে।

দ্বিতীয় পূজা করেন, মধুকৈটভ-ভীত ব্রহ্মা—জীববলি নাই।

তৃতীয় পূজা করেন, ত্রিপুরাসুর বধার্থ মহাদেব—জীববলি নাই।

চতুর্থ পূজা করেন, দুর্ব্বাশা-শাপে ভ্রষ্টশ্রী ইন্দ্র—ভক্তিদ্বারা পূজা, জীববলি নাই; এই পূজার ফলেই দেবী মহিষাসুর ও সময়ান্তরে শুম্ভনিশুম্ভ সংহার করেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ঘটনা। ইন্দ্র শতক্রতু—কিন্তু দেবী পূজার সহিত সে সকল ক্রতুর সম্বন্ধ নাই।

কালিকা-পুরাণে আছে,—মহিষাসুর নিহত হইলে দেবগণ তথা-কথিত বলিমন্ত্র দ্বারাই দেবীর পূজা করেন (?) এবং সেই দেবীও ত্রিলোকে মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিতে বিখ্যাত হন। সেই অবধি সর্ব্বত্র সকলে সেই মূর্ত্তিরই পূজা করে। মূল মূর্ত্তি এক্ষণে অন্তর্হিত এবং মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তিই প্রচলিত হইয়াছে। (স্থানান্তরে আছে মূল মূর্ত্তি ছিল "কামাখ্যা")
(৫৯ অ)

পঞ্চম পূজা করেন, স্বারোচিষ মনন্তরে মেধস মুনীর শিষ্য রাজা সুরথ। ইতঃপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, ইনি দেবীর প্রতিমা গঠিয়া নদীপুলিনে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন—বলি দিয়াছিলেন—পশু নহে—নিজগাত্ররক্ত।
(চণ্ডী ১৩।৭)

কথিত আছে, ইনিই মর্ত্ত্যধামে দেবীর পূজা প্রথম প্রচার করেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে একস্থলে আছে, সুরথ রাজা পশুবলি দিয়াছিলেন,—নানা পশু প্রভৃতির নাম উল্লেখ আছে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে রাজার পূজায় এ কথা নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বলিদানবিধানে আছে—উক্ত পশু

প্রভৃতি বলি চলে। সুরথরাজা কর্তৃক ঐ সকল জীব বলি দিবার কথা তৎকৃত দেবীপূজাকালে নাই; বরং বলিদানরূপ জীবহত্যায় সপ্তজন্ম-ভাগীর দোষ দেখাইয়া, তাহার পর রাজার পূজার উল্লেখ থাকায় অন্য সিদ্ধান্তই সম্ভবে। (৬১ অ)

দেবী-ভাগবতে আছে,—সুরথ রাজা নিজগাত্রমাংস নিজগাত্ররুধির বলি দিয়াছিলেন। (৬৫ অ)

যে পঞ্চ পূজা উল্লিখিত হইল, তাহার কোথাও জীববলি নাই। আমাদের পূজায় মন্ত্র আছে—

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তয়ি কৃতঃ পুরা॥"

রাবণের বধার্থ রামের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত ব্রহ্মা অকালে দেবীর বোধন করিয়াছিলেন।

অন্যান্য আনুসঙ্গিক কথা হইতে মনে হয়, রামচন্দ্র সেই বোধনের পর দেবীর পূজা করিয়াছিলেন। এই পূজাই আমরা করিয়া থাকি।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা,—রাবণ বসন্তকালে দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, তাহাই বাসন্তীপূজা; আর রামচন্দ্র শরৎকালে যে পূজা করিয়াছিলেন, তাহাই শারদীয়া মহাপূজা।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—রামচন্দ্রের শারদীয়া পূজা আমরা করিয়া থাকি, কিন্তু মূল রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক দুর্গাপূজার কোনই উল্লেখ নাই। বাল্মীকি রামায়ণে নাই, অধ্যাত্ম-রামায়ণে নাই, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে নাই, এমন কি অদ্ভুৎ রামায়ণেও নাই। পদ্মপুরাণে কল্পান্তরের রামোপাখ্যান আছে, তাহাতেও রামচন্দ্র কর্তৃক দুর্গাপূজার কথা নাই। অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতিতে অল্প-বিস্তর রাম-আখ্যান আছে, কিন্তু এ গুলিতেও রামচন্দ্র কর্তৃক দুর্গাপূজার কোন উল্লেখ নাই।

তবে,—কালিকাপুরাণ, নন্দিকেশ্বর-পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি কয়েক খানি উপপুরাণে (রামচন্দ্র কর্তৃক বা) রামচন্দ্রের জন্য দেবীর অকালে বোধন ও পূজার কথা দেখা যায় ; কিন্তু সে পূজায় জীব-বলি বা পশু-বলি দেওয়া হইয়াছিল এমন কোন উল্লেখ নাই। অধিকাংশ স্থলে, রাবণ-বধার্থ ব্রহ্মা অকালে দেবীর বোধন করেন, এই পর্য্যন্তই আছে ; রাম যে পূজা করিয়াছিলেন, ক্বচিত দেখা যায় ; কিন্তু ব্রহ্মা বা রামচন্দ্রের পূজায় মহিষ বা ছাগ বলি দেওয়া হইয়াছিল —এ কথা নাই।

কেহ না মনে করেন, আমি বলিতেছি, বলির বিধান নাই। দেবগণের পূজায় রাম-রাবণের যুদ্ধে দেবীর কৃপায় রাম ত জয়লাভ করিলেন; তাহার পর এই সকল উপপুরাণকারগণ (ঋষি হন ত নমস্কার করি) মহাদেবের বা দেবীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—"সপ্তমীতে এই কাজ করিবে, অষ্টমীতে এই করিবে, নবমীতে দেদার বলি দিবে।" কিন্তু দেবতারা যে এই পূজায় এরূপ বলি দিয়াছিলেন, ঐ সকল গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

একখানি গ্রন্থ আছে, অষ্টাদশ পুরাণের ভিতর নাম নাই, অষ্টাদশ উপপুরাণ মধ্যেও নাম মিলে না, কিন্তু সম্প্রদায়বিশেষের নিকট আদৃত—দেবী-ভাগবত ; দেবী-ভাগবতে আছে—বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ব্রহ্মর্ষি নারদ রামচন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন,—"দেবীর প্রীত্যর্থে প্রশস্ত ও পবিত্র পশু বলি সমূহ প্রদান পূর্ব্বক জপের দশাংশ হোম করিয়ে আপনি রাবণ-বিনাশে সক্ষম হইবেন।" এই বিধানানুসারে রামচন্দ্র নবরাত্র ব্রত করিয়া উপবাস করতঃ দেবী ভগবতীর যথাবিধি পূজা হোম ও বলি-দানাদি কার্য্য করিতে লাগিলেন। (৩য় স্কন্ধ ৩০ অ)

কিন্তু আবার এই গ্রন্থেই আছে,—ব্যাসদেব জনমেজয় রাজাকে নবরাত্র ব্রতের বিধান জানাইতে নিরামিষ উপকরণে দেবীর পূজার

কথাই বলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে টুকিয়াছেন,—"যাঁহারা মাংস ভোজন করেন, তাঁহারা দেবীর প্রীত্যর্থে পশুহিংসা করিতে পারেন, তন্মধ্যে মহিষ ছাগ ও বরাহ বলিই প্রশস্ত।" (৩য়—২৬)

দৃষ্টি রাখিবেন, এ বিধি "যাঁহারা মাংস ভোজন করেন" তাঁহাদিগের নিমিত্ত, সকলের পক্ষে আবশ্যক নহে; এবং "করিতে পারেন" এই রূপ আদেশ আছে; "করিতে হয়" বা "করা আবশ্যক" এমন বিধি নাই। অতএব পশুহিংসা বাদ দিলে পূজার অঙ্গহানি কিম্বা পূজা অসম্পূর্ণ হইবার কোন উল্লেখ নাই। দেখা যাইতেছে, উপাসকের ভোজন-প্রবৃত্তি লইয়া দেবীভাগবত পূজায় ইতর-বিশেষ করিতে রাজি।

এই গ্রন্থে অপরাপর স্থলে দেবী-পূজার কথায় বা পূজাপদ্ধতি মধ্যেও বলিদানের উল্লেখ নাই।

অধিকন্তু এই দেবী-ভাগবতেই পাওয়া যায়, নৈমিষারণ্যে সূতকে শৌনক বলিতেছেন—"পুরোডাশ প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা আমরা পশু-হিংসাবিহীন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছি, এক্ষণে আমাদের অন্য কোন আবশ্যক কর্ম্ম নাই।" (১ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়)

যজ্ঞে পশুহিংসার ফল—নরক-যন্ত্রণা-ভোগ, এ তত্ত্ব এই শাক্ত শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয়। (৮ স্কন্ধ ১২।১৩ অ)

মহা-ভাগবতে আছে,—

রামচন্দ্র অষ্টোত্তর শত নীলপদ্ম দ্বারা দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হন; কিন্তু দেবী তাঁহাকে ছলনা করিবার জন্য একটি পদ্ম লুকাইয়া রাখেন; তখন রামচন্দ্র আপনার পদ্ম-আঁখির একটি আঁখি উৎপাটন করিয়া দেবীর পাদপদ্মে অর্পণ করিতে উদ্যত হন, দেবী তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

কবি কৃত্তিবাসের কৃপায় বাঙ্গালী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট এই মনোরম কাহিনী সুপরিচিত এবং বোধ হয় এই কাহিনীর কারণেই

রামচন্দ্র যে দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন এবং দেবীর কৃপায় মহাবীর সিদ্ধমনোরথ হন, এ বিশ্বাস জনসাধারণ বঙ্গবাসীর হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মূল রামায়ণ হইতে ঘুণাক্ষরে এ তত্ত্ব পাওয়া যায় না। এমন কি রামচন্দ্রের আপন দেশের ভাষা-রামায়ণ তুলসীদাসেও এ সময়ে দেবী-পূজার উল্লেখ নাই।

মনে রাখিবেন, কৃত্তিবাসের এ পূজায়ও জীব-বলির নামগন্ধ নাই।*

যাহা হউক, মন্ত্র যখন আছে, মানিতেই হইবে, আমরা শরৎকালে যে পূজা করি, তাহা রামচন্দ্রের পূজা। তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে রামচন্দ্রের পূজার উদ্দেশ্য ছিল শত্রু-নাশ। আমাদের বোধন-মন্ত্র হইতে বুঝা যায়, আমাদের পূজার উদ্দেশ্যও শত্রুনাশ। মন্ত্রটি এই—

"রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তব কৃতঃ পুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বদ্ বোধয়ামি সুরেশ্বরীম্।
পূজাম্ গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥"

---

* কৃত্তিবাস পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী, তাঁহার সময়ে দুর্গাপূজায় হয়ত বলিদান ছিল না; মকুন্দরাম ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার লোক, তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে দুর্গাপূজায় বলিদানের ধুম লাগিয়াছে দেখা যায়।

অনেকের হয়ত জানা না থাকিতে পারে, দুর্গোৎসব বাঙ্গালা দেশের, বাঙ্গালী জাতিরই পরব। ভারতের অপর কোন স্থানে বাঙ্গালী ভিন্ন অপর হিন্দুদিগের মধ্যে মহামায়ার প্রতিমা গঠিয়া এত ধুমধাম নাই। কেহ কেহ বলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল হইতে বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবের প্রাদুর্ভাব সমধিক; মাত্র দেড়শত বৎসরের কথা; অবশ্য শক্তিপূজা আরম্ভের কথা হইতেছে না। লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্ত্তিক-গণেশ-পরিবৃতা দশভুজা মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা বাঙ্গালীর মধ্যেই চলিত। অপরাপর স্থানে, যেখানে শক্তি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, সেই মূর্ত্তিরই পূজা হয়। অনেক স্থানে ঘটস্থাপনা করিয়া পূজা হয়।

ইহার উপর আবার—

"শক্রেণ সংবোধ্য চ রাজ্যমাপ্তম্
যথা, তথাহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি
যথৈব রামেন হতো দশাস্য
স্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি ॥"

ইন্দ্র যেমন তোমাকে জাগাইয়া রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ (উদ্দেশ্যে) তোমাকে জাগাইলাম। যেমন রাম দশাননকে বধ করিতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও যেন শত্রু বিনিপাত করিতে পারি।

শত্রু বিনিপাতের কামনা করিয়াই যদি দেবতার পূজা করা হয়, সে পূজা পাইলে দেবতা তুষ্ট হন, ইহা কি মনে লয়? আর গৃহস্থের এখনকার পূজার উদ্দেশ্য কি তাই?*

পুরাণশাস্ত্র হইতে দেখাইতে পারি, ত্রিবিধ পূজার মধ্যে নিকৃষ্ট পূজা—তামস পূজা, সেই তামস পূজারও তিন প্রকার ভেদ আছে, তন্মধ্যে অন্যের বিনাশের জন্য শ্রদ্ধাসহকারে যে দেবভজনা, তাহাই অধম তামস—অর্থাৎ নিকৃষ্টতম পূজা। (বৃহন্নারদীয় পুরাণ ১৪ অ)

পূজার নানা বিধি সত্ত্বেও এই নিকৃষ্টতম বিধি ইদানীং আমরা অবলম্বন করিয়াছি।

দেবী ভাগবতের মত গ্রন্থেও আছে,—"শত্রুবিনাশ (এবং আপনার

---

* মহাভারতেও এইরূপ উদ্দেশে দুইটি দুর্গাস্তব আছে। দুর্গাপূজা নাই সুতরাং বলিদানও নাই। এই স্তব দুইটি অনেক পণ্ডিত লোকের মতে প্রক্ষিপ্ত রচনা। যাঁহারা প্রক্ষিপ্ত বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এই স্তবস্তুতা দেবী আমাদের পূজিতা ভগবতী দুর্গা কি না, কেন না ইনি "চতুর্ভুজা" "চতুর্বক্ত্রা" "কপিলী" "কৃষ্ণপিঙ্গলা" "শিখিপিচ্ছধরা"। চতুর্মুখী এ কোন দেবী?

উন্নতি) উদ্দেশে কোন কার্য্য করিলে তাহার বিপরীত ফল করিয়া থাকে, স্বার্থমত্ত পুরুষ জানে না কিসে শুভ কিসে অশুভ হয়।"

(৪ খণ্ড—৪ অ—৪৩ শ্লোক)।

এমনতর অপকৃষ্ট স্বার্থময় পূজা রামচন্দ্রের ন্যায় ধর্ম্মবীরের কার্য্য মনে করিতেও হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

এই সকাম পূজা দ্বারা বিষ্ণু-অবতারকে (শক্তি দেবীর সাহায্যে কৃতকার্য্য প্রদর্শন করিয়া) দেবীর নিকট হীন প্রতিপন্ন করাই শাক্ত মন্ত্রকারগণের উদ্দেশ্য বা। *

অর্বাচীন আমরা, তাহার উপর এই সকাম পূজা বাড়াইয়া, ইন্দ্র বা রামচন্দ্র যাহা করেন নাই, এই পূজায় পশু বলিদানে দেবীর অধিকতর প্রীতি কামনা করিয়া কোন পথে ধাবিত হই?

বলিদানের মন্ত্রেই আছে—

"ততো দেবীং সমুদ্দিশ্য কামমুদ্দিশ্য চাত্মনঃ।" (কালিকা পুরাণ)।

স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ঠাকুরই আমাদের ভাগ্যবিধাতা, তিনিও বলিয়াছেন—আমাদের দুর্গাপূজা কাম্য ও বটে নিত্যও বটে। (তিথিতত্ত্ব)

এই উভয়বিধ পূজাতেই জীববলি চলে কি না, তদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণ-মধ্যে মতভেদ আছে।

শাস্ত্রে আছে, যজ্ঞ বা পূজা সকাম হইলে, তাহার ফলে স্বর্গ ভোগ করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যধামে ফিরিয়া আসিতে হয়—

---

* কালিকা পুরাণে একটা নূতন সংবাদ আছে, শুনাইয়া রাখি—"পূর্ব্বকল্পে যেরূপ ঘটিয়াছিল প্রতিকল্পেই সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। প্রতিকল্পেই দৈত্যদিগের নাশের নিমিত্ত দেবী স্বয়ং প্রবৃত্ত হন এবং রাবণ রাক্ষস ও রামও প্রতিকল্পে উৎপন্ন হন। প্রতিকল্পে ঐ উভয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হয় এবং পূর্ব্বের মত দেবতাদিগের সহিতও রামের সঙ্গ হয়। এইরূপ হাজার হাজার রাম ও হাজার হাজার রাবণ পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে। ভূত ও ভবিষ্যতে দেবীর একই রূপ প্রবৃত্তি। ৬০।৪০ ৪৩।

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥" গীতা ৯।২১।

সকাম সাধক সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিবার পর, পুণ্য ক্ষয় হইলে আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে; এইরূপে তাহারা কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ করিয়া পুনঃপুনঃ গতাগতি করিতে থাকে।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও দেখা যায়—

"কামিনাং ফলমিত্যুক্তং ক্ষয়িষ্ণু স্বপ্নরাজ্যবৎ।
নিষ্কামানান্তু নির্ব্বাণং পুনরাবৃত্তি-বর্জ্জিতম্॥" ১৩।৪১।

কামাশক্ত লোকে যে ফল পায়, তাহা স্বপ্নলব্ধ-রাজ্যবৎ ক্ষয়শীল; নিষ্কাম লোকেরা নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আর পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয় না।

মহাভারতে দেখা যায়,—যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "যে ব্যক্তি স্বর্গাদি ফললাভ-লোভে ধর্ম্মাচরণ করে, সে ত ধর্ম্মবণিক; সুতরাং সে ব্যক্তি মুখ্যফলানধিকারী ও ধার্ম্মিক-সমাজে জঘন্য বলিয়া পরিগণিত। সে কদাচ প্রকৃত ধর্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না।"

(বনপর্ব্ব—অর্জ্জুনাভিগমন—১০৭)

অতএব ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞানে দেবতা-পূজাই সব চেয়ে ভাল। এমন নিকৃষ্টফলদায়ী সকাম পূজার কল্পনা ত্যাগ করিতে পারিলে জীববলির আর কোন আবশ্যকতাই থাকে না। তাহা হইলে পূজাও আপনা হইতে শ্রেষ্ঠফলপ্রদ সাত্ত্বিক পূজা হইয়া দাঁড়ায়; "বধ অবধের" সমস্যাও এড়ান যায়; কতকগুলা নিরীহ নিরপরাধী প্রাণীর প্রাণও রক্ষা করা হয়।

কেহ কেহ বলেন, আমরা দুর্গাপূজা করি, পূজায় জীব বলি দিই,

শত্রু-বধোদ্দেশে নহে, স্বর্গলাভার্থ নহে, প্রোক্ষিত-মাংস লোভে নহে, কেবল—"শ্রীদুর্গাপ্রীতিকামনয়া।" কি সর্ব্বনাশ! যে দেবীকে আমরা স্তুতি করি—

"দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণপ্রিয়াং।
সর্ব্বলোকপ্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদা শিবাং॥
মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাং।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহং॥
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বলোকভয়াপহাং।
ব্রহ্মেশ-বিষ্ণু-নমিতাং প্রণমামি সদা উমাং॥
ঈশানমাতরং দেবীমীশ্বরীমীশ্বরপ্রিয়াং।
প্রণতোঽস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণবতারিণীং॥"

সেই শিবা শান্তিকরী মঙ্গলা শোভনা শুদ্ধা বিশ্বেশ্বরী বিশ্বমাতা সর্ব্বলোক-ভয়হারিণী সংসার-সাগর-তারিণীর নিকট পূজাচ্ছলে নিরীহ নিরপরাধী ভীতিকাতর জীবকে নির্দ্দয় ভাবে সংহার—যথার্থই তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করে, ইহা কি মনের কোণেও স্থান পায়?

প্রাণ যেন ফুকরিয়া উঠে—

"নিষ্ঠুরতা দিতেছে হে ধর্ম্মের দোহাই!"
"ধর্ম্ম-ছলে জীবের সংহার!"
"দেবতা যদ্যপি তুষ্ট বলিদানে
কহ তবে দৈত্যের আচার কিবা?"
"হিংসা সম পাপ নাহি আর।"

কালিকাপুরাণে আছে,—"সাধক মোদক দ্বারা গণপতিকে, ঘৃত দ্বারা হরিকে, নিয়মিত গীতবাদ্য দ্বারা শঙ্করকে এবং বলিদান দ্বারা চণ্ডিকাকে সতত সন্তুষ্ট করিবে।" * (৫৫ অ)

* বলিদানং ততঃ পশ্চাৎ কুর্য্যাদ্দেব্যাঃ প্রমোদকম্।

কি আশ্চর্য্য ! কোন দেবতা তুষ্ট হন ঘৃতে, কোন দেবতা মোওয়ায়, কোন দেবতা গান-বাজনায়, আর যিনি জগদ্ধাত্রী, জীবজননী, দয়াময়ী, মাতৃস্বরূপিনী, সর্ব্বলের আর্ত্তিহরা, নিখিলজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—তিনি তুষ্ট,—তাঁহার সমক্ষে ছেদিত ভীতিকাতর পশুর রক্তে ও কাটামুণ্ডে ! এ কি বিদ্রূপ !

এই উপপুরাণের আদেশ—"নিখিল জগতের ধাত্রী মহামায়ার নিকট এত পরিমাণে বলিদান করিবে, যাহাতে মাংসশোণিতের কর্দ্দম হয়।" *

(কালিকাপুরাণ ৬০ অ)

ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে ! শাস্ত্রাদেশ সত্ত্বেও কার্য্যে পরিণত করিতে রক্তমাংসের শরীর, জ্ঞানবুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যের মন কি বিদ্রোহী হইয়া উঠে না ? এ কোন প্রহেলিকা না ধর্ম্মরহস্য ?

বিধান শুনিয়া কোন হৃদয়বান ব্যক্তির হৃদয়ের শোণিত অশ্রুধারা রূপে বিগলিত না হয় ? আপনাদেরও কি হৃদয়ের হৃদয় হইতে আর্ত্তনাদ রূপে বাহির হয় না—

"এ ঘোর রহস্য পারি না বুঝিতে দেখাও আমারে জননী।
যিনি সতীরূপে সংসার-পালিকা সর্ব্ব-জীব-দুঃখ-হারিণী॥"

মোদকৈর্গজবক্ত্রঞ্চ হবিষা তোষয়েদ্ধরিম্ ॥
তৌর্য্যত্রিকৈশ্চ নিয়তৈঃ শঙ্করং তোষয়েন্নরম্ ।
চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা ॥৫৫-১৭২

পক্ষ্যাদি বলিজাতীয়ৈস্তথা নানাবিধৈ মৃগৈঃ ।
পূজয়েচ্চ জগদ্ধাত্রীং মাংসশোণিতকর্দ্দমৈঃ ॥৬০-৫০

সিংহ ব্যাঘ্র বৃক—হিংস্র জন্তুগণ নিরীহ পশু বধ করে—ক্ষুধার তাড়নায়, প্রাণধারণার্থ; তাহাদের অন্য উপায় নাই। আর জ্ঞানাভিমানী সদসদ্‌-বিচারক্ষম মানব! তুমি নিরীহ প্রাণী নাশ কর কিসের নিমিত্ত? ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য? না জীবনধারণের জন্য—না স্বর্গলাভার্থ? কিন্তু তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তির—তোমার জীবনধারণের ত লক্ষ লক্ষ উপায় আছে; তোমার স্বর্গলাভের বা ততোধিক উচ্চলোক লাভের ত সহস্র পন্থা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে! না—তোমার দেবতৃপ্তি! হা বিধি!

কাকে একটা চড়ুই পাখী ধরিয়াছে দেখিলে আমরা তাড়াহুড়া দিয়া, চেঁচামেচি করিয়া তাহার মুখের গ্রাস খসাইতে চাই, আমাদের দয়া ধর্ম্ম সহানুভূতি উথ্‌লাইয়া উঠে, আর নিজেরা কি করিয়া থাকি!

আর একটা কথা শাস্ত্রে আছে উল্লেখ করিতে হয়; যে পশুকে বলি দেওয়া যায়, তাহার না কি সদ্গতি হয়, সে ও না কি উচ্চযোনি প্রাপ্ত হয়। মনু বলিয়াছেন—

"ওষধ্যঃ পশবো বৃক্ষাস্তির্য্যঞ্চ পক্ষিণস্তথা।
যজ্ঞার্থং নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রিতীঃ পুনঃ॥" ৫।৪০

ধান্যযবাদি ওষধি সকল, পশু সকল, বৃক্ষ সকল, তির্য্যক জাতি পক্ষী সকল, যজ্ঞের জন্য নিধন প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার উচ্চযোনি প্রাপ্ত হয়।

আবার—

"মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।
এষ্বর্থেষু পশূন্ হিংসন্ বেদতত্ত্বার্থবিদ্দ্বিজঃ।
আত্মানঞ্চ পশুঞ্চৈব গময়ত্যুত্তমাং গতিম্॥" ৫।৪২

মধুপর্কাদির জন্য, যজ্ঞে, পিতৃকার্য্যে, দৈবকার্য্যে—এই সকল ব্যাপারে পশু হনন করিয়া দেবতত্ত্বার্থজ্ঞ দ্বিজগণ আপনার ও পশুর—উভয়েরই সদ্গতি সম্পাদন করেন।

এ কথা মানিতে কে না প্রস্তুত ? নিরীহ নিরপরাধী বলির পশুগণ যে দধিচী মুনির সন্নিকটেই স্থান পাইবার যোগ্য, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সে বেচারাগণ কোন দোষে দোষী নহে,—আমার স্বর্গলাভের জন্য, আমার শত্রুনাশের জন্য, আমার পুণ্যফল-প্রাপ্তির জন্য, কচিত বা আমার রসনা-তৃপ্তির জন্য প্রাণ দিতেছে, আমা অপেক্ষা উচ্চ লোক পাওয়া তাহাদের নিশ্চয় উচিত।

কালিকাপুরাণে আছে,—"বলির নর মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া মরিতে মরিতেই গণদিগের অধিপতি হয়।"

(৬৭ অ)

গণ ও মাতৃকা মহাদেবের অনুচর অনুচরী—কতকটা ভূতপ্রেতিনী গোছ (?)—বিলক্ষণ উন্নতি।

ঐ শাস্ত্রে আবার এ কথাও আছে—"যে ব্যক্তি মোহ বশতঃই হউক, দম্ভ অথবা দ্বেষ বশতঃই হউক, মহোৎসব কালে ভগবতী দুর্গাদেবীর পূজা না করে, দেবী ভগবতী তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার অভিলষিত কামনা সকল নষ্ট করেন এবং পরে সে দুর্গার বলি রূপে জন্ম গ্রহণ করে।"

(৬১ অ)

তাহা হইলে বলির পশু হওয়া ত দেবীর ক্রোধের ফল—দুর্ভাগ্যের কথা। অভক্তগণ, সাবধান!

পুরাণ-বিশেষে আছে,—"বলির মহিষ গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হয়।" সদ্গতি।

এখানে স্বতঃই বিষ্ণুপুরাণের মায়ামোহকে মনে পড়ে। চার্বাকেও ইহার প্রতিধ্বনি মিলে ;—

"নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তি যদীষ্যতে।
স্বপিতা যজমানেন কিন্নু তস্মান্ন হন্যতে॥"

(তত্ত্বমীমাংসা ১৮)

যজ্ঞে নিহত পশুর যদি সদ্গতি হয়, স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে, তবে যজ্ঞকর্ত্তারা নিজ পিতাকেই ত যজ্ঞে বলিদান দিয়া তাঁহার স্বর্গলাভের উপায় সহজ করিয়া দিতে পারেন। তাহা হইলে গয়াশ্রাদ্ধ পিণ্ডদান প্রভৃতি হাঙ্গাম আর পোহাইতে হয় না।

একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। দেখা যায়, প্রায়শঃ যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থে জীববলির বিধি আছে—যথা কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ, নন্দিকেশ্বর পুরাণ—এ গুলি উপপুরাণ। আর, যাহাতে বলি নিষেধ বা বলিতে প্রত্যবায় উল্লেখ আছে—যথা শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—এ গুলি মহাপুরাণ। এখন উপপুরাণ ও মহাপুরাণের মধ্যে কাহাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত তাহাও বিবেচ্য।

আমি অষ্টাদশ পুরাণকেই মহাপুরাণ বলিলাম। অনেকগুলি উপপুরাণের বয়স যে অধিক নহে, ইহা অনেক পণ্ডিত লোকের মত। ভবিষ্যাদি কোন কোন পুরাণেও বলির বিধি মিলে, কিন্তু পুরাণ মধ্যে সে গুলির স্থান বড় উচ্চে নহে।

জীব-বলি সম্বন্ধে মহাপুরাণ-বিশেষের মত উদ্ধৃত করিয়া পুরাণ-তত্ত্ব শেষ করি।

বলির পশুর গতির কথা বলা হইয়াছে, এখন বলি যাঁহারা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের কি গতি হয় দেখা যাক্।

জীবানুকম্পাং বিজ্ঞাতুং ততো দুর্গাং সদাশিব।
পপ্রচ্ছ পরম প্রীত্যা গূঢ়মেতদ্বচো মুদা॥ (১)
সর্ব্বে বিষ্ণুময়া জীবাস্তদ্ভক্তাশ্চ কথং শিবে।
এতং মন্না তবোদ্দেশে কুর্য্যুঃ কামনয়া বধং। (২)

(১) জীবের প্রতি অনুকম্পা কি জানিবার নিমিত্ত সদাশিব পরম আনন্দ সহকারে দুর্গাদেবীকে এই গূঢ় প্রীতি-বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন—

(২) "শিবে, সকল জীবই বিষ্ণুময় এবং তোমার ভক্ত; তথাচ মানবেরা কামনা

মহান্ সন্দেহ ইতি মে ব্রূহি ভদ্রে সুনিশ্চিতং ॥
শঙ্করী তদ্বচঃ শ্রুত্বা শিব-বক্ত্র-বিনির্গতং।
ভীতাত্যন্তং হি ব্রহ্মর্ষে প্রত্যুবাচ সদাশিবং ॥ (৩)

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

যে মমার্চ্চনমিত্যুক্ত্বা প্রাণিহিংসন-তৎপরাঃ।
তৎপূজনং মমামেধ্যং যদ্দোষাত্তদধোগতিঃ ॥(৪)
মদর্থে শিব কুর্ব্বন্তি তামসা জীবঘাতনং।
আকল্পকোটি নিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ ॥৫
মম নাম্নাথবা যজ্ঞে পশুহত্যাং করোতি যঃ।
ক্বাপি তন্নিষ্কৃতি র্নাস্তি কুম্ভীপাকমবাপ্নুয়াৎ ॥৬
দৈবে পৈত্রে তথাত্মার্থে যঃ কুর্য্যাৎ প্রাণিহিংসনং।

করিয়া তোমার উদ্দেশে জীবহত্যা করে শুনিয়াছি—এ কিরূপ? ভদ্রে, এ বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ জন্মিয়াছে, প্রকৃত তত্ত্ব বল।"

(৩) হে ব্রহ্মর্ষে, শিবমুখ-বিনিঃসৃত এই বচন শুনিয়া শঙ্করী অতিশয় কাতর ভাবে সদাশিবকে প্রত্যুত্তর করিলেন—

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন—

(৪) আমার অর্চ্চনা—এইরূপ কহিয়া অনেক মানব প্রাণীহিংসা করিয়া থাকে, সে পূজা আমার অভিরুচি নহে, তাহা অপবিত্র, তাহাতে দোষ ঘটে এবং তজ্জন্য তাহাদের অধোগতি হইয়া থাকে।

(৫) হে মঙ্গলময়! যে সকল মানব তমবশে আমার উদ্দেশে জীবঘাত করিয়া থাকে, তাহারা আকল্পকোটি নরকে বাস করে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

(৬) আমার নাম লইয়া অথবা যজ্ঞে যে ব্যক্তি পশুহত্যা করে, কিছুতেই তাহার নিষ্কৃতি নাই, কুম্ভীপাক নরকই সে লাভ করিয়া থাকে।

কল্পকোটিশতং শম্ভো রৌরবে স বসেদ্ধ্রুবম্ ॥৭
যো মোহান্মানসে দেহি হত্যাং কুর্য্যাৎ সদাশিব।
একবিংশতি কৃত্বশ্চ তত্তদ্যোনিষু জায়তে ॥৮
যজ্ঞে যজ্ঞে পশূন্ হত্বা কুর্য্যাৎ শোণিতকর্দ্দমং।
স পচেন্নরকে তাবদ্যাবল্লোমানি তস্য বৈ ॥৯
হন্তা কর্ত্তা তথোৎসর্গকর্ত্তা ধর্ত্তা তথৈবচ।
তুল্যা ভবন্তি সর্ব্বে তে ধ্রুবং নরকগামিনঃ ॥১০
মমোদ্দেশে পশূন্ হত্বা সরক্তং পাত্রমুৎসৃজেৎ।
যো মূঢ়ঃ স তু পূযোদে বসেদ্যদি ন সংশয়ঃ ॥ ১১
দেবতান্তরমন্নামব্যাজেন স্বেচ্ছয়া তথা।
হত্বা জীবাংশ্চ যো ভক্ষেৎ নিত্যং নরকমাপ্নুয়াৎ ॥১২
যূপে বদ্ধা পশূন্ হত্বা যঃ কুর্য্যাদ্রক্তকর্দ্দমং।

---

(৭) দৈবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে কিম্বা নিজের নিমিত্ত যে ব্যক্তি প্রাণীহিংসা করে, হে শম্ভো, তাহাকে শতকল্পকোটি রৌরব নরকে নিশ্চয় বাস করিতে হয়।

(৮) হে সদাশিব, মোহবশতঃ যে মানব মনে মনেও দেহবিশিষ্ট পশুর হত্যা কল্পনা করে, একবিংশতিবার তাহাকে সেই সেই পশু-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

(৯) নানা যজ্ঞে বহু পশুহত্যা করিয়া যে ব্যক্তি শোণিতকর্দ্দম করে, সে যত তাহার লোম-সংখ্যা তত বৎসর নরকে পুড়িয়া পচিয়া থাকে।

(১০) পশু যে হনন করে, যে কর্ম্মকর্ত্তা, যে উৎসর্গকারী এবং যে সেই পশুকে যথার্থ ধারণ করে, তাহারা সকলেই তুল্য, তাহারা নিশ্চয় নরকগামী হয়।

(১১) যে মূর্খ আমার উদ্দেশে পশু হনন করিয়া সরক্তপাত্রে উৎসর্গ করে, পূযময় নিকৃষ্ট নরকে তাহাকে বাস করিতে হয়, তাহাতে সংশয় নাই।

(১২) আমার নাম ছলে অপর দেবতার উদ্দেশে কিম্বা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক জীব হনন করিয়া যে ব্যক্তি ভক্ষণ করে, নিত্যই সে নরক প্রাপ্ত হয়।

তেন চেৎ প্রাপ্যতে স্বর্গো নরকং কেন গম্যতে ॥১৩
উপদেষ্টা বধে হন্তা কর্ত্তা ধর্ত্তা চ বিক্রয়ী।
উৎসর্গকর্ত্তা জীবানাং সর্ব্বেষাং নরকং ভবেৎ ॥১৪
মধ্যস্থস্য বধায়াপি প্রাণিনাং ক্রয়-বিক্রয়ে।
তথা দ্রষ্টুশ্চ হননায়াং কুম্ভীপাকো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥১৫
স্বয়ং কামাশয়ো ভূত্বা যোঽজ্ঞানেন বিমোহিতঃ।
হন্ত্যন্যান্ বিবিধান্ জীবান্ কুর্য্যান্মন্নাম শঙ্কর।
তদ্রাজ্যবংশসম্পত্তি-জ্ঞাতি-দারাদি-সম্পদান্।
অচিরাদ্বৈ ভবেন্নাশো মৃতঃ স নরকং ব্রজেৎ ॥১৬
দেবযজ্ঞে পিতৃশ্রাদ্ধে তথা মাঙ্গল্যকর্ম্মণি।
তস্যৈব নরকে বাসো যঃ কুর্য্যাজ্জীবঘাতনং ॥১৭

তথা

মন্ন্যাজেন পশূন্ হত্বা যো ভক্ষেৎ সহ বন্ধুভিঃ।
তদ্গাত্রলোমসংখ্যাব্দৈরসিপত্র-বনে বসেৎ ॥ ১৮

---

(১৩) যূপ কাষ্ঠে বদ্ধ পশুকে হনন করিয়া যে ব্যক্তি রক্তকর্দ্দম করে, সে যদি স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে নরকে যাইবে কে?

(১৪) পশুর বধ-কার্য্যে উপদেশদাতা, হননকারী, গৃহকর্ত্তা, ধারণকারী, বিক্রেতা এবং উৎসর্গকর্ত্তা—ইহাদের সকলেরই নরক হইয়া থাকে।

(১৫) প্রাণীগণের বধের নিমিত্ত ক্রয়-বিক্রয়ে যে মধ্যস্থ এবং বধাভূমে যে দর্শক—অর্থাৎ বলিদান ক্রিয়া যে চক্ষে দর্শন করে, তাহাদের নিশ্চয় কুম্ভীপাক নরক হয়।

(১৬) হে শঙ্কর, স্বয়ং ফলকামী হইয়া যে অজ্ঞান বিমোহিত-চিত্তে আমার নাম গ্রহণ করতঃ বিবিধ জীব হত্যা করে, তাহার রাজ্য বংশ সম্পত্তি জ্ঞাতি স্ত্রী ঐশ্বর্য্য সমস্ত অচিরেই নষ্ট হয় এবং সে মৃত্যুর পর নরকে গমন করিয়া থাকে।

(১৭) দেব-যজ্ঞে, পিতৃশ্রাদ্ধে কিম্বা নানা প্রকার মাঙ্গল্য-কর্ম্মে যে কোন লোকই জীবহত্যা করে, তাহারই বাস নরকে।

(১৮) আমার নাম ব্যপদেশে হনন করিয়া পশু যে ব্যক্তি বন্ধুগণের সহিত ভোজন করে, তাহার গাত্রলোমসংখ্যা যত, তত বৎসর সে ব্যক্তিকে অসিপত্রবন নরকে বাস করিতে হয়।

আবয়োরন্যদেবানাং নাম্না চ পরকর্ম্মণি।
যঃ সংপোষ্য পশূন্ হন্যাৎ সোঽন্ধতামিস্রমাপ্নুয়াৎ ॥১৯
পশূন্ হত্বা তথা ত্বাং মাং যোঽর্চ্চয়েন্মাংসশোণিতৈঃ।
তাবত্তন্নরকে বাসো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥২০
নির্ব্বহ্নিভস্মতুল্যং তৎ বহুদ্রব্যেন যৎকৃতং।
যস্মিন্ যজ্ঞে প্রভো শম্ভো জীবহত্যা ভবেদ্ধ্রুবং ॥২১
যজ্ঞমারভ্য চেৎ শক্রঃ কুর্য্যাদ্বৈ পশুঘাতনং।
স তদাধোগতিং গচ্ছেদিতরেষাঞ্চ কা কথা ॥২২
আবয়োঃ পূজনং মোহাদ্যে কুর্য্যুঃ মাংসশোণিতৈঃ।
পতন্তি কুম্ভীপাকে তে ভবন্তি পশবঃ পুনঃ ॥২৩
ফলকামাস্তু বেদোক্তৈঃ পশোরালম্ভনং মখে।
পুনস্তত্তৎ ফলং ভুক্ত্বা যে কুর্ব্বন্তি পতন্ত্যধঃ ॥২৪
স্বর্গকামোঽশ্বমেধং যঃ করোতি নিগমাজ্ঞয়া।

---

(১৯) আমাদের উভয়ের কিম্বা অন্য দেবতার নামে পরকর্ম্মে যে ব্যক্তি পশু পোষণ করতঃ হনন করে, সে অন্ধতামিস্রলোক প্রাপ্ত হয়।

(২০) পশু হত্যা করিয়া যে ব্যক্তি তোমাকে কিম্বা আমাকে মাংসশোণিত দ্বারা অর্চ্চনা করে, যতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততকাল তাহার নরকে বাস।

(২১) হে প্রভু শম্ভু, যে যজ্ঞে জীবহত্যা হয় তাহাতে বহুদ্রব্য দ্বারা নানা উপকরণে যাহা কিছু করা হয়, তৎসমস্ত নিশ্চয়ই নির্ব্বহ্নিভস্মতুল্য নিষ্ফল হইয়া যায়।

(২২) সুরপতি ইন্দ্রও যদি যজ্ঞ উদ্যোগ করিয়া পশু হনন করেন, তাহা হইলে তাঁহারও অধোগতি হয়, অপরের কথা আর কি বলিব?

(২৩) মোহবশতঃ যে সকল ব্যক্তি আমাদের উভয়ের পূজা মাংসশোণিত দ্বারা করে, তাহারা কুম্ভীপাক নরকে পতিত হয় এবং পশু হইয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

(২৪) ফলকামী হইয়া যে সকল ব্যক্তি বেদবচন দ্বারা যজ্ঞে পশুবধ করে, সেই সেই ফল ভোগ করিবার পর তাহারা পুনর্ব্বার অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

তদ্ভোগান্তে পতেদ্ভূয়ঃ স জন্মানি ভবার্ণবে ॥২৫
যে হতাঃ পশবো লৌকৈরিহ স্বার্থেষু কোবিদৈঃ।
তে পরত্র তু তান্ হন্যুস্তথা খড়্গেন শঙ্কর ॥২৬
আত্মপুত্রকলত্রাদিস্বসম্পত্তিকুলেচ্ছয়া।
যো দুরাত্মা পশূন্ হন্যাৎ আত্মাদিন্ ঘাতয়েৎ স তু ॥২৭

জানন্তি নো বেদপুরাণতত্ত্বং যে কর্ম্মঠাঃ পণ্ডিতমানযুক্তাঃ।
লোকাধমাস্তে নরকে পতন্তি কুর্ব্বন্তি মূর্খাঃ পশুঘাতনঞ্চেৎ ॥২৮
যেঽজ্ঞানিনো মন্দধিয়োঽকৃতার্থা ভবে পশূন্ ঘ্নন্তি ন ধর্ম্মশাস্ত্রং।
জানন্তি নাকং নরকং ন মুক্তিং গচ্ছন্তি ঘোরং নরকং নরাস্তে ॥২৯
শুদ্ধা অকার্ষ্ণা ন বিদন্তি শাক্তা ন ধর্ম্মমার্গং পরমার্থতত্ত্বং।
পাপং ন পুণ্যং পশুঘাতকা যে পূযোদবাসো ভবতীহ তেষাং ॥৩০

---

(২৫) স্বর্গকামী হইয়া যে ব্যক্তি নিগমানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, সে স্বর্গভোগানন্তর পুনরায় বহুজন্ম ভবার্ণবে পতিত হয়।

(২৬) হে শঙ্কর, ইহজন্মে স্বার্থোদ্দেশে যে সকল পণ্ডিতজন যে সমস্ত পশুগণকে হনন করে, পরকালে সেই সকল পশুগণ সেই সকল পণ্ডিতজনকে সেইরূপে খড়্গ দ্বারা হনন করিয়া থাকে।

(২৭) আত্ম পুত্র কলত্র সম্পত্তি বংশ কামনা করিয়া যে দুরাত্মা পশুহত্যা করে, সে আত্ম প্রভৃতিকেই নাশ করিয়া থাকে।

(২৮) পাণ্ডিত্যাভিমানী কর্ম্মজ্ঞানী যে সকল লোক পশু হনন করে, তাহারা বেদপুরাণতত্ত্ব বুঝে না, তাহারা মূর্খ লোকাধম এবং তাহারা নরকে গমন করিয়া থাকে।

(২৯) যে সকল অজ্ঞানী মন্দবুদ্ধি অকৃতার্থ লোক পৃথিবীতে পশু হনন করে, তাহারা পশুকে নয় ধর্ম্মশাস্ত্রকেই হত্যা করিয়া থাকে; তাহাদের স্বর্গ নরক বা মুক্তি কিছুই জানা নাই, তাহাদের ঘোর নরকে গমন করিতে হয়।

(৩০) অবৈষ্ণব শাক্তগণ শুদ্ধ নহে, যাহারা পশু-ঘাতক তাহারা পাপ পুণ্য পরমার্থতত্ত্ব ধর্ম্মমার্গ এ সকলের কিছুই বিদিত নহে, তাহাদের নিকৃষ্ট নরক-বাসই হইয়া থাকে।

জীবানুকম্পাং ন বিদন্তি মূঢ়া ভ্রান্তাশ্চ যেঽসৎপথিনো ন ধর্ম্মং।
স্মার্ত্তা ভবে প্রাণিবধং ন কুর্য্যুস্তে যান্তি মর্ত্ত্যাঃ খলু রৌরবাখ্যং ॥৩১
ততস্তু খলু জন্তূনাং ঘাতনং নো করিষ্যতি।
শুদ্ধাত্মা ধর্ম্মবান জ্ঞানী প্রাণান্তে নৈব মানবঃ ॥৩২
যদীচ্ছেদাত্মনঃ ক্ষেমং তক্ত্বা জ্ঞানং তদা নরঃ।
জীবান্ কানপি নো হন্যাৎ সঙ্কটাপন্ন এব চেৎ ॥৩৩
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ বা পরলোকেচ্ছুকঃ পুমান্।
কদাচিত প্রাণিনো হত্যাং ন কুর্য্যাৎ তত্ত্ববিৎ সুধীঃ ॥৩৪
মানবো যঃ পরত্রেহ তর্ত্তুমিচ্ছেৎ সদাশিব।
সর্ব্ববিষ্ণুময়ত্বেন ন কুর্য্যাৎ প্রাণিনাং বধং ॥৩৫
বধাদ্রক্ষতি যো মর্ত্ত্যো জীবান্ তত্ত্বজ্ঞ ধর্ম্মবিৎ।
কিং পুণ্যং তস্য বক্ষেঽহং ব্রহ্মাণ্ডং স তু রক্ষতি ॥৩৬

---

(৩১) স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রাণীহত্যা করিবে না; পৃথিবীতে যাহারা জীবহত্যা করে, তাহারা মূর্খ। জীবের প্রতি অনুকম্পা যে কি তাহাদের জানা নাই; তাহারা ভ্রান্ত ও অসৎপথগামী, ধর্ম্ম যে কি তাহাদের জ্ঞান নাই; তাহারা নিশ্চয়ই রৌরব নরকে গমন করিয়া থাকে।

(৩২) অতএব শুদ্ধাত্মা ধর্ম্মবান জ্ঞানীজন প্রাণান্তেও কিছুতেই কোন জন্তু হত্যা করিবে না।

(৩৩) যদি মনুষ্য আপন মঙ্গল ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সঙ্কটাপন্ন হইলেও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান পরিহার পূর্ব্বক কোন জীবকে কখনও হত্যা করিবে না।

(৩৪) তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতজন যদি পরলোকসুখেচ্ছুক হইতে চায় তাহা হইলে কি সম্পদে কি বিপদে কখনও প্রাণীহত্যা করিবে না।

(৩৫) হে সদাশিব, যে মানব ইহকাল-পরকালে মুক্তি পাইবার ইচ্ছা রাখে, সমস্তই বিষ্ণুময় হেতু সে কখনই প্রাণীবধ করিবে না।

(৩৬) যে ধর্ম্মবিদ্ তত্ত্বজ্ঞ মনুষ্য জীবকে বধ হইতে পরিত্রাণ করে, তাহার পুণ্যের কথা কি বলিব, সে ব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করে।

যো রক্ষেৎ ঘাতনাৎ শম্ভো জীবমাত্রং দয়াপরঃ।
কৃষ্ণ-প্রিয়তমো নিত্যং সর্ব্বরক্ষাং করোতি সঃ ॥৩৭
একস্মিন্ রক্ষিতে জীবে ত্রৈলোক্যং তেন রক্ষিতং।
বধাৎ শঙ্কর বৈ যেন তস্মাদ্রক্ষেন্ন ঘাতয়েৎ ॥৩৮

(পাদ্মোত্তর খণ্ডে ১০৪।৫ অধ্যায়)

পদ্মপুরাণ একখানি শ্রেষ্ঠ পুরাণ। যদি পুরাণ মানিতে হয়, স্বীকার করিতে হইবে এ উক্তি পার্ব্বতী দেবীর শ্রীমুখ-ভারতী। জননীর মুখে বলিদানের এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ফল শ্রবণ করিয়া, জানিয়া শুনিয়া যদি কোন ব্যক্তি পশু বলি দিতে অগ্রসর হন, তাঁহাকে কি বলা যাইতে পারে? জানিয়া শুনিয়া যে সকল ব্রাহ্মণঠাকুর পশু-বলির পরামর্শ দেন, তাঁহাদেরই বা কি বলা যাইতে পারে?

কেহ কেহ হয়ত এই শ্লোকগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন; তাঁহাদিগকে জানাইয়া রাখি, এই সমস্ত শ্লোক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শব্দ-কল্পদ্রুম মধ্যে গৃহীত হইয়াছে; কে না জানে শব্দকল্পদ্রুম সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ দ্বারা সঙ্কলিত?

বুঝিতে পারিতেছি, অনেকে আমাকে দেখাইয়া দিবেন, শাস্ত্রে এ বিধিও ত মিলে, "যজ্ঞার্থেই পশুর সৃষ্টি, যজ্ঞেই তাহাদের বধ বিহিত আছে, যজ্ঞেতর কার্য্যে বাক্য মন কায় ও কর্ম্ম—ইহার অন্যতম দ্বারা ঘাত করিলে

---

(৩৭) হে শম্ভো, যে ব্যক্তি দয়াপর হইয়া বধ হইতে জীবমাত্রকে রক্ষা করে, সে নিত্য কৃষ্ণ-প্রিয়তম, সে সর্ব্ব রক্ষা করিয়া থাকে।

(৩৮) হে শঙ্কর, একটি মাত্র জীবকে রক্ষা করিতে পারিলে ত্রৈলোক্য রক্ষা করা হয়, অতএব বধ হইতে জীবকে রক্ষা করাই উচিত; জীব নাশ কথনই উচিত নহে।

(শব্দকল্পদ্রুম—"বলি" শব্দ)

দোষ হয়। দেবকার্য্যে পিতৃকার্য্যেও অতিথি-সেবায় পশু বধ করিলে পাপ হয় না।”

“মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি”—পশুহত্যা চলে; কিন্তু “অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেতি কথঞ্চন।”

এ কথার উত্তর বোধ হয় উল্লিখিত শ্লোকগুলি হইতেই নির্ঘাতরূপে মিলে। তথাপি কেহ যদি তর্ক করেন—উভয় মতই ত পাওয়া যাইতেছে! তাঁহাকে কি আমি অনুরোধ করিতে পারি,—আপনার হৃদয়কে সাক্ষী রাখিয়া, জ্ঞান-বিবেচনার নিখ্তিতে উভয় মত ওজন করিয়া দেখুন দেখি কোন্ মতটি ভারী হয়।

মনে হয়, স্মার্ত্তকুলতিলক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা অনেকে আমার কথায় হাসিতেছেন। তাঁহারা হয়ত অবজ্ঞা-ভরে কহিবেন,—“কি দু একখানা পুরাণের কথা লইয়া আগ্‌ড়ম্ বাগ্‌ড়ম্ বকিতেছ? পুরাণ ও স্মৃতির মধ্যে স্মৃতিই ত বড়, এ বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্র কি বলেন?” তাঁহাদের নিকট অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে—আপনাদের শ্রৌত-সূত্র কল্পসূত্র গৃহ্যসূত্রই হউক আর মন্বাদি স্মৃতিই হউক, সকলই ত শ্রুতির পদানুসারী; কিন্তু সেই শ্রুতির যে প্রতিমাপূজার সহিত সম্পর্কই নাই।*

প্রতিমাপূজা ব্যাপার ত পুরাণ হইতেই চলিত, তখন এখনকার এই পূজা-আচারে পুরাণ ছাড়িলে চলিবে কেন?

আর আপনাদের স্মৃতির ভিতর মনুইত প্রধান? অধিকাংশ সংহিতাকার ত মনুরই অনুগামী; মনুর মতের সারাংশ কি দাঁড়ায়? তিনি

---

* প্রতিমাপূজোপজীবী ব্রাহ্মণকে মনু মদ্যবিক্রেতা মাংসবিক্রেতা, সুদখোর প্রভৃতির শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। (মনু সংহিতা ৩য় অধ্যায় ১৫২।১৮০ শ্লোক)। স্মৃতিরও প্রতিমা পূজার সহিত সম্পর্ক অল্প।

(তন্ত্র-শাস্ত্রের সংস্রব আছে, সে কথা পরে হইবে।)

যজ্ঞে জীবহত্যার বিধি দিয়াছেন, কিন্তু যজ্ঞশেষ—প্রোক্ষিত মাংস আপনাদের ভোজন করিতে হয়। তৎসম্বন্ধে ভগবান আদেশ করিয়াছেন—

"ন কৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ॥
সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চ দেহিনাম্।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ॥"২।৪৮।৪৯

প্রাণী-হিংসা না করিলে কখন মাংস উৎপন্ন হয় না, প্রাণীবধ কিছুতেই স্বর্গজনক নয়, অতএব মাংস-ভোজন পরিবর্জ্জন করিবে। মাংসের উৎপত্তি, দেহীগণের বধ-বন্ধন-যন্ত্রণা, এই সমুদয় নিঃশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কি বৈধ কি অবৈধ সকল প্রকার মাংস ভক্ষণ হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত।

হিংসাত্মক যজ্ঞ করিতে গেলেই ভক্ষ্য মাংস উৎপন্ন হয়; মাংস-ভক্ষণই যদি পরিহর্ত্তব্য দাঁড়াইতেছে, তখন মাংস-উৎপাদক যজ্ঞই বা আবশ্যক কি? বলিদান বা পশুচ্ছেদ বাদ দেওয়াইত শ্রেয়স্কর। স্মৃতির ও ত এই মত।*

কোন কোন গৃহস্থ এই পশুবলি শ্রেয়স্কর নহে বুঝিয়াও কুলক্রমাগত আচার বলিয়া পূজায় বলিদান বজায় রাখিতে চাহেন। এ বিষয়ে আমার সবিনয় বক্তব্য এই যে ব্রাহ্মণেতর বর্ণ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি,—

*কেহ কেহ হয়ত উশনা যাজ্ঞবল্ক্যের বচন আওড়াইবেন। এ বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যাদিকে যদি আপনারা প্রমাণে মানিতে চান, তাহা হইলে প্রচলন আচার কত কিও মানিতে হয় না কি? বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, গোভিল, আশ্বলায়নের সকল বিধান এখনকার দিনে চালাইতে পারেন? সকল কথা প্রকাশ করিতে গেলে হয়ত আমার উপরেই গালি পাড়িবেন। প্রাচীন মুনিঋষিদিগের সকল বিধান ইদানীন্তন কালে মানিয়া চলা হয়ও না, চলেও না। কলিকালের দোহাই দিবেন; কিন্তু মনুর "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" উড়াইবেন?

হইতে পারে তাঁহাদের গৃহে যে সময়ে পূজায় বলিদান প্রবর্ত্তিত হয়, সে সময়ে কৌলিক বা তান্ত্রিক আচারের প্রাবল্য ছিল। ইহাও ত কল্পনা-কাহিনী নহে যে এক সময়ে কোন কোন পরিবারে (নরবলি?) শত্রুবলিও চলিত ছিল; তাহার নিদর্শন—ক্ষীরের পুতুল বলি কোথাও কোথাও এখন পর্য্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া অপরিহার্য্য ধর্ম্ম-শাসন নহে জানিয়াও, সাবেক আচার বজায় রাখিতে যাওয়া কি কর্ত্তব্য? —বিশেষতঃ যে আচার বিবেক-বুদ্ধির প্ররোচনায় মর্ম্মের করুণা-তন্ত্রীতে আঘাত করে?

মনে হয় আমার এই মন্তব্যে কেহ কেহ আত্মশ্লাঘার আঘ্রাণ পাইবেন। মহাভারত হইতে দেখাইয়া দিই—

"যে কার্য্য দ্বারা সমুদয় জীবের অভয় লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, কেবল লোকাচার কখনই ধর্ম্ম হইতে পারে না।"

(শান্তি পর্ব্ব ২৬২ অ)

এ কথা কি যথার্থ নহে—আমরা নিত্যই দেখিতে পাইতেছি, আমাদের দেশাচার, লোকাচার, পারিবারিক আচার পদে পদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইতেছে? পরিবর্ত্তন জগতের নিয়ম। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠিত সকল আচার আপনারা কি মানিয়া চলেন? আপনাদের পিতামহ প্রপিতামহগণ যতটা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম মানিয়া চলিতেন, আপনারা মানেন? কৌল বামাচারীগণের সম্যক্ অনুসরণ আজিকার দিন কালে চলে? *

* অধিক পূর্ব্বে যদি যান,—সূত্রকার সংহিতাকার মহর্ষিগণের "মহোক্ষং বা মহাজং বা" মানিয়া চলা চলে? মহারাজা রন্তিদেবের অতিথিসেবা মনে পড়াইয়া দিতে পারি? শ্বেতকেতু মুনীর পূর্ব্বে বিবাহ-প্রথা কিরূপ ছিল, পরেও কতরূপ চলিত ছিল মনে পড়ে? বৈদিককালে দুর্গা কালী বা কোন প্রতিমা পূজা ছিল?—না—ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণে এত পার্থক্য ছিল? সে সব আচার কই? রামায়ণ মহাভারতের সকল আচার মানিয়া চলিতে পারেন? কলিতে নির্দ্দিষ্ট সকল আচার মানেন?

হয়ত কেহ কেহ বলিবেন, "দু দশটা ছাগ মেষ কাটায় তোমার এমন অরণ্যে রোদনের ঢঙ্গ কেন? হিংসা জগতের নিয়ম, ক্ষুদ্র জীবকে নাশ করতঃ বড় জীব তিষ্ঠিতেছে; কত রকমে জীবহিংসা আমাদিগকে করিতেই হইতেছে, এড়াইবার উপায় নাই। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে আমরা কোটি কোটি জীব নাশ করিতেছি; পানীয় জলের সঙ্গে পর্য্যন্ত সংখ্যাতীত জীবকে ধ্বংসপুরে পাঠাইতেছি।" এমন সব কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের কি বুঝাইয়া দিতে হইবে—জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ হিংসায় তফাৎ বিস্তর? তাঁহাদের কি মনে হয় না, চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র কীটাণু বা মশা-মৎকুণ বধে আর ধড়্‌ফড়্‌ করিতেছে এমন জলজীয়ন্ত বৃহৎ প্রাণী বধে প্রভেদ আছে? কিন্তু এ জাতীয় হিংসার তর্ক আমার উদ্দেশ্য নহে। নেপথ্যে বলিয়া রাখি, হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম্ম নহে—কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা।

কেহ কেহ হয়ত দেখাইয়া দিবেন—মৃগয়ায় কত জন্তু হনন করা হইতেছে; যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ সংহার করা হইয়া থাকে। কিন্তু অনুগ্রহ পূর্ব্বক মনে রাখিবেন, জীবহিংসা মাত্রই আমার আলোচ্য বিষয় নহে। দেবতার বলি—গৃহে গৃহে আপনারা যে জগদম্বার পূজা করেন, সেই পূজার অঙ্গের কথা লইয়া আজ আমি আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি। মৃগয়া যাহার স্বধর্ম্ম, মৃগয়া তাহাকে করিতে হইবে; যুদ্ধ যাহার স্বধর্ম্ম, যুদ্ধে প্রাণহানি তাহাকে করিতে হইবে। সে কথার আলোচনার জন্য আজ আমি আপনাদের সময় নষ্ট করিতে আসি নাই।*

* এই হিসাবে যাঁহাদের শরীর রক্ষা বা সেইরূপ কোন কারণ জন্য মাংসভক্ষণ আবশ্যক, তাঁহাদের নিমিত্ত জীবহত্যা চলে; কিন্তু সে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কথা—আমার আলোচ্য বিষয়ের বাহির। শাস্ত্রে ইহার বিধিও মিলে। (তবে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিলে ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ খুসী।) একটা তত্ত্ব জনান্তিক শুনাইয়া রাখি; স্মৃতি-শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—"ইহলোকে আমি যাহার মাংস ভোজন করিতেছি, পরলোকে আমাকে সে (মাং সঃ), ভক্ষণ করিবে,—পণ্ডিতেরা মাংস শব্দের এইরূপ নিরুক্তি কহিয়া থাকেন।

কেহ কেহ হয়ত চক্ষু রাঙাইয়া বলিবেন,—স্থানে অস্থানে ভক্ষ্যাভক্ষ্য জীব পাব কথায় বাবুদের প্রাণ কাদে না, আব পূজাব বলির বেলায় পাশ্চাত্য গুরুর শিক্ষাদত্ত সংস্কারকের ভান করিতে চান—যদিও শাস্ত্রে বিধি আছে—"প্রোক্ষিতং মাংসং ভুঞ্জীত।" এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগকে সাহ্লাদে জিজ্ঞাসা করি,—যজ্ঞশেষ ভোজনের, প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণের বিধি আপনাদের শাস্ত্রে আছে সত্য, কিন্তু মহাশয়গণ ভোজনব্যাপারে যথার্থই কি সকল সময়ে স্পষ্টরূপে শাস্ত্র মানিয়া চলেন? যা কিছু গলাধঃকরণ করেন, সমস্তই কি প্রোক্ষিত করিয়া লয়েন? না শুধু এই মহাপ্রসাদের বেলায়ই "প্রোক্ষিতের" দোহাই দিয়া থাকেন? নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, তাঁহাদের কথা আমি বলিতেছি না; কিন্তু জনসাধারণে কি করিয়া থাকে? মাংসাহার সম্বন্ধে কথা কহিবার এ স্থান বা সময় নহে; মনে রাখিবেন, আমার বক্তব্য—আমার উদ্দেশ্য কিছু ভিন্ন। দেবতার বলি—দেবতৃপ্তির ব্যপদেশে জীবহনন একান্ত আবশ্যক কি না—তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য। হয়ত এমন সরলচিত্ত স্পষ্টবাদী কেহ কেহ আছেন, যিনি স্বীকার করিবেন "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং"—মনুষ্যের স্বভাবতঃই মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্তি আছে, সেই প্রবৃত্তির সীমা সঙ্কীর্ণ করিবার উদ্দেশেই প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণের বিধি। "বৃথা মাংস" ভোজনের নিষেধ আছে বলিয়াই কতক রক্ষা। বেশ কথা; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি—আপনাদের উদর-তৃপ্তির সীমা নির্দ্ধারিত করিতে গিয়া ইষ্টদেবতার কি প্রকার পরিচয় দেওয়া হইতেছে? সে দিকে কি একবার তাকাইবেন না? যিনি নারায়ণী—পরম বৈষ্ণবী; দয়াশীলা করুণাময়ী দুর্গতিহারিণী জীবজননী বিশ্বমাতা যাঁহাকে বলা হয়, মহিমার সিংহাসন হইতে টানিয়া তাঁহাকে নির্ম্মমতার অস্থিস্তূপের উপর বসান কেন?

মহা-মহা-স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ যে বলিতির বিধান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,

তাহার উপর কথা চালাইবার জ্ঞান দরিদ্র শূদ্র টুণ্টুক আমি কে? কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতির আদেশের উপরেও প্রাণের কাণে প্রত্যাদেশের মত অন্য এক মৃদু-কোমল বাণী ধ্বনিত হয়—মনে হয় না কি? আর, শ্রুতি স্মৃতির আদেশ অগ্রাহ্য করিতে বলার স্পর্দ্ধা ত আমার নহে। শ্রুতি-স্মৃতিতে উভয় মার্গই নির্দ্দিষ্ট করা আছে, মনুষ্য আত্মরুচির বশবর্ত্তী হইয়া প্রবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করে, আমার উদ্দেশ্য—যাঁহারা জানেন না তাঁহাদের দেখাইয়া দেওয়া যে অপর মার্গই শ্রেষ্ঠ-ফলপ্রদ, উৎকৃষ্টতর। আমার স্পর্দ্ধা কি অমার্জ্জনীয়? *

আমাদের এখনকার পূজা-আচার—এই শারদীয়া মহাপূজা পৌরাণিক ব্যাপার। পুরাণ-শাস্ত্র হইতে যাহা মিলে, তাহার সার কথা এই:—শারদীয়া মহাপূজা তিন প্রকারে হইতে পারে, সাত্ত্বিকী প্রথা তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সাত্ত্বিকী পূজায় জীববলি চলে না, অতএব বিনা পশুবলি পূজাই নিখুঁত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা।

কচিৎ কোন পুরাণে বা কোন কোন উপপুরাণে জীববলি—নরবলি ও পশুপক্ষীমৎস্যাদি বলির—বিধি আছে, কিন্তু বলির জন্তু—ছাগটি পর্য্যন্ত—এমন নিখুঁত নির্দ্দোষ হওয়া চাই যে সেরূপ মেলা দুর্ঘট, বলির জীব নিখুঁত না হইলে দারুণ বিপদ ঘটে।

---

* এখানে একটা উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে। ইতিহাস পাঠ হইতে দেখা যায়—দেবতৃপ্ত্যর্থে জীববলি—নরবলি পর্য্যন্ত—পুরাকালে, কোন না কোন সময়ে জগতে কি অসভ্য কি সভ্য নামে পরিচিত প্রায়-সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। এ আচার ক্রমশঃ সর্ব্বদাই লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে; কেবল কয়েকটি জাতিবর্ব্বর বা অর্দ্ধ অসভ্য জাতির মধ্যে এখনও টিকিয়া আছে, আর আছে এই ভারতে—হিন্দুদিগের মধ্যে, তাহাও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে নহে। প্রাচীন জাতি ফিনিসিয়ান, সাইথিয়ান, এথিনিয়ান, আসিরিয়ান, ইজিপ্‌সিয়ান, গ্রীক, রোমান, ইংলণ্ড ও স্কাণ্ডিনেভিয়ার ড্রুইড্‌গণ পর্য্যন্ত, এমন কি দক্ষিণ আমেরিকার এজটেক ও পেরুবাসীগণও এ আচারে অভ্যস্ত ছিলেন, সকলেই ছাড়িয়াছেন, হিন্দু কি ছাড়িবেন না?

এক কোপে কাটা না হইলে, দৈবাৎ বলি বাধিয়া গেলে বিষম বিপত্তির সম্ভাবনা।

নানাবিধ জীব বলির ভিতর ছাগ বলিই ইদানীং প্রশস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু আবার পুরাণ-শাস্ত্র হইতেই পাওয়া যায়—বলিদানে কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুদণ্ড ছাগ সম দেবীর তৃপ্তিকারক। অতএব ছাগ বলি স্থলে কুষ্মাণ্ড ইক্ষুদণ্ড বলি দিলেই চলে।

দেবপূজায় পশু বলি দিবার প্রধান উদ্দেশ্য—পারলৌকিক সুখলাভ বা শত্রুনাশ, কিন্তু এরূপ সকাম পূজা যে শ্রেয়স্কর নহে এবং পূজার ফল যে স্বল্পকালস্থায়ী—এই মত সর্ব্ববাদীসম্মত।

পশু বলি না দিলে যে ধর্ম্মহানি বা পূজার অঙ্গহানি হয়, এ কথা মনে করিবার কোন কারণই নাই।*

কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্র মতে দেবতার নিকট যে বলিদান, দেবতার সম্মুখে সঙ্কল্প পূর্ব্বক জীবের কণ্ঠচ্ছেদ—এ হিংসা বৈধহিংসা।

বৈধ-হিংসা—অবৈধ-হিংসা বিচার করিবার বিদ্যা বা শক্তি আমার নাই। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ তাহার মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, অবশ্য একমত হইতে পারেন নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, "হিংসা অধর্ম্মের পত্নী"—এবং—

"অহিংসা লক্ষণো ধর্ম্মো হিংসা চাধর্ম্মলক্ষণা।"

বিচারফল যাহাই হউক—

---

* ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের তরফের একটা মত শুনাই—"যে উপাসনার অঙ্গ বা সহায় মদ্যমাংসাদি জঘন্য পদার্থ, সে উপাসনা কখন ভাল নহে, সে উপাসনার যাহারা উপাসক, তাহারাও নিকৃষ্ট বটেই। সে রকমে উপাস্য যে দেবতা, তিনিও ভাল নহেন—এরূপ ধারণাও অনেকের আছে।"

(পঞ্চানন তর্করত্ন—জন্মভূমি ৩য় বর্ষ)।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু! সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণ! তোমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আত্মাপুরুষ বিরাজমান; শাস্ত্রের কূটতর্ক দূরে রাখিয়া, একবার মন খুলিয়া সুধাও দেখি তাঁহারে; বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে চেষ্টা কর দেখি! তোমার অন্তরাত্মা কি বলেন, তোমার ইষ্টদেবতার তুষ্টি—আপন প্রাণের কাতরতা ফুটিতে অক্ষম, নির্ব্বাক্ নিরপরাধী প্রাণীর প্রাণ নাশে? তোমার অন্তরাত্মা কি বলেন, তোমার উপাস্য দেবতার অভীষ্ট উপহার, জীব-জননীর অর্চ্চনার শ্রেষ্ঠ উপকরণ—তাঁহার সম্মুখে নির্দ্দয় ভাবে ছেদিত নিরীহ পশুর নিষ্পেষিত কণ্ঠের শোণিত ও তাহার গলদ্রক্ত ছিন্নমুণ্ড?

হিন্দু! যে আনন্দময়ীর আগমনে জগৎ আনন্দময় হইয়া উঠে, যে আনন্দময়ীর আবির্ভাবে নিরানন্দ গৃহেও অন্ততঃ পূজার তিন দিনের জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আনন্দ ফুটিয়া উঠে, সেই ভক্তবৎসলা আনন্দময়ী নিরপরাধী কাতর প্রাণীর করুণ ক্রন্দনে আনন্দ লাভ করেন, দয়াধর্ম্মী হিন্দু! এ কথা কি বাস্তবিকই তোমার মনে হয়?

মানব! "তাপদগ্ধ হৃদয়ের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে" প্রাণ যখন হাহা করিতে থাকে, তখন শান্তিলাভের জন্য, হৃদয়ের ভার লাঘব করিবার জন্য, যাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে বাসনা হয়, প্রাণ জুড়াইতে যাঁহাকে ডাকিতে চাহি—

"সাধো আছে মা মনে,
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবী জীবনে।"

যে দুর্গা নাম—যে করুণা-নির্ঝর নাম গ্রহণ করিলে প্রাণের বোঝা যেন উলিয়া যায় মনে হয়,—ধর্ম্মসর্ব্বস্ব হিন্দু! সেই মায়ের সন্তান তুমি, তোমার সেই মা কি জীবঘাতপ্রিয়া রক্তমাংসলোলুপা—দেবী?

হায় মা জগজ্জননি!

জীব-বলি

দ্বিতীয়াংশ—তন্ত্র ও শ্রুতি।

"যে ত্রৈলোকপালিনী দেবী লক্ষ্মীরূপে নারায়ণকে আহিত
করিয়া আছেন এবং শিবারূপে শিবের সন্তোষ
সাধন করিতেছেন, সেই মায়া তোমাদিগকে
বিভব বিতরণ করুন।"

এই জীব-বলি ব্যাপারে তন্ত্রশাস্ত্রের বিলক্ষণ প্রভুত্ব আছে, সন্দেহ নাই। শক্তি পূজার প্রাধান্য—দুর্গাপূজা কালীপূজার ঘটা—তন্ত্র হইতেই উদ্ভূত।

তন্ত্রশাস্ত্রের আত্ম-পরিচয়,—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে দেখা যায়—

"কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।
শস্তাঃ সর্ব্বেষু কর্ম্মেষু জপযজ্ঞক্রিয়াদিষু॥
নির্বীর্য্যা শ্রৌতজাতীয়া বিষহীনোরগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥"২—১৪-১৫

কলিতে তন্ত্রোদিত মন্ত্র সকল সিদ্ধ ও আশুফলপ্রদ; জপযজ্ঞ ক্রিয়াদিতে এবং সর্ব্ব কর্ম্মে প্রশস্ত। কলিকালে বেদোক্ত মন্ত্রসকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যরহিত; সত্যাদি যুগে যে সকল ফল দিতে পারিত, কলিতে মৃতের ন্যায় নিষ্ফল।

একখানি তন্ত্রে আছে—

"বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্য গণিকা ইব।
একৈব শাম্ভবী মুদ্রা গুপ্তা কুলবধূরিব॥"

(জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র)

ভাবার্থ—

বেদ পুরাণ সব সাধারণ বেশ্যার তুল্য, একমাত্র (শম্ভু কথিত) তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকার বিশেষ—তাহাই কুলবধূর ন্যায় গুপ্তা।

আর কিছু না হউক, গোপন রাখিবার বটে।*

যজ্ঞে—দেবকার্য্যে জীবহিংসার নিন্দা করিয়াছেন, এই জন্য বেদ বিদ্বেষী বলিয়া বুদ্ধদেবের উপর ব্রাহ্মণঠাকুরগণের গালির অবধি নাই। তাঁহাকে ভগবানের অবতার মানিতে হইয়াছে, কিন্তু "মায়ামোহ অবতার।" এ দিকে তান্ত্রিকগণ যে তন্ত্রশাস্ত্রকে জাত-সাপ বানাইয়া বেদকে ঢোঁড়া সাপে পরিণত করিয়াছেন, তাহার বেলা ঠাকুরেরা গালি দেওয়া চুলায় থাক্, তন্ত্রোক্ত বিধিনিচয় নিঃসঙ্কোচে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। ইহার কারণ কি? মনে হয় না কি একটা কারণ—উদার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ এবং সেই বিদ্বেষ বশতঃ ধর্ম্মাচারের কঠিন নিয়মকে সহজ করিয়া লোকরঞ্জনের প্রয়াস? বৌদ্ধধর্ম্মে—বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম্মে সংযম—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রয়োজন; তান্ত্রিক ধর্ম্মে উদ্দাম উপভোগ চলে। সাধারণতঃ লোকের মন উপস্থিত সুখের পথেই ধাবিত হয়। মজা লুটিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন হয়—শাস্ত্র-বিধি

* কুলার্ণব তন্ত্রে লিখিত আছে—"ধন দিবে, স্ত্রী দিবে, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিবে, কিন্তু এই গুহ্য শাস্ত্র অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।" অবাক্ কাণ্ড! ধর্ম্ম-কার্য্যই যদি হয়, এত লুকোচুরী কেন?

তন্ত্রের আত্মশ্লাঘা এতদূর, কিন্তু অপরাপর শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়, শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ ঘটিলে শ্রুতির মতই শ্রেষ্ঠ; তন্ত্র ও পুরাণের মতদ্বৈধ হইলে পুরাণের মতই গ্রাহ্য, তন্ত্র সব শেষ।

পাইলে কষ্টস্বীকার করিতে কে চায়? কিন্তু ধর্ম্মের পথ কি বাস্তবিকই এমনই ইন্দ্রিয়সুখ পরিকীর্ণ? সিদ্ধি বা মোক্ষ কি এতই সহজ লভ্য?*

তন্ত্র-শাস্ত্রের অপর নাম আগম-শাস্ত্র। আগম শাস্ত্র অনুসারে শক্তি-উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। তাহার প্রধান কারণ—এই শাস্ত্রের নামোৎপত্তি।—

"আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে॥"

আ—আগত (মহাদেবের বদন হইতে), গ—গত (পার্ব্বতীর মুখে), ম—মতানুযায়ী (শ্রীবিষ্ণুর), এই হইল আ গ-ম। নামোৎপত্তির এবং প্রাবাণ্যস্থাপনের বিচিত্র বিচার।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে আমরা দেখিতে পাই,—দেবগণের শরীর হইতে যে তেজ বহির্গত হইয়া একত্র মিশ্রিত হইয়াছিল, তাঁহাদের ব্যক্তিগত যে শক্তি একত্র সমষ্টিরূপে পরিণত হইয়াছিল, সেই মহাশক্তিই মহিষাসুরনাশিনী এবং সেই মহাশক্তিই দুর্গোৎসবের দুর্গাদেবী।

---

* ব্রাহ্মণপণ্ডিত ঠাকুরদের সগর্ব্বে বলিতে দেখা যায়—"শক্তি উপাসনার প্রবল পাবকেই বঙ্গীয় বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধগণ তুলরাশির ন্যায় ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল।"

(পঞ্চানন তর্করত্ন)

সত্য—আর তৎস্থলে তান্ত্রিকতার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। সে ধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য ছিল "সিদ্ধাই" লাভ লক্ষ্য ছিল "কেবল ভোগ কেবল ভোগ, ভোগ অপেক্ষা মোক্ষে কি সুখ? ব্রহ্মাণ্ডের সুস্বাদু বস্তু উপভোগ, ব্রহ্মাণ্ডের সুন্দরী রমণীর সেবা গ্রহণ, ইচ্ছায় সর্ব্বত্র ভ্রমণ, ইচ্ছায় মূর্ত্তি ধারণ" ইত্যাদি।

দেবী যাঁহাদের ইষ্টদেবতা, তাঁহারাই শাক্ত। "দেবী" শব্দে দুর্গা কালী তারা শ্রীবিদ্যা প্রভৃতি। ইঁহাদের অপর নাম "শক্তি"।

আমাদের দেশে শাক্ত বলিলেই যাঁহারা তন্ত্রমতে শ্রীশ্রীআদ্যাশক্তি উপাসনা করেন, তাঁহাদেরই বুঝায়। বাস্তবিকই শক্তি-পূজার মূল সূত্র তন্ত্রেই আছে। *

শক্তি-উপাসনা নানা প্রকারে হয়। ত্রিবিধ ভাবে শক্তি-উপাসক সম্প্রদায় বিজ্ঞাত। এই ত্রিবিধ ভাবের নাম—দিব্য ভাব, বীর ভাব, পশু ভাব। দিব্য ও বীর ভাবে মদ্য-মাংসাদি পঞ্চ "ম" কার উপাসনার অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বীর ভাবই শাক্তগণের প্রায়শঃ অবলম্বন ছিল। সেই সময় পর্য্যন্ত বোধ হয় শক্তি পূজায় জীব-বলি বা পশু-বলির বাড়াবাড়ি ছিল; কিন্তু তাহার অনুমোদক সাহিত্যের বা শাস্ত্রের সৃষ্টি পরেও হইয়াছে। পূজার অঙ্গ—পঞ্চ "ম" কারের অন্যতম মদ্য সম্বন্ধে বিধানই বাহির হইল—

"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিত্বা চ মহীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

(মদ্য) পান করিয়া পান করিয়া পুনর্ব্বার পান করতঃ ভূতলে টলিয়া পড়, পড়িয়া উত্থিত হইয়া পুনরায় পান করিতে পারিলে, পুনর্জন্ম আর গ্রহণ করিতে হয় না।—সটান মুক্তি!

তান্ত্রিক-ধর্ম্মাভিসিঞ্চিত কালিকাপুরাণাদির বলির বিধান—"রক্ত-কর্দ্দম" ব্যাপার দেখিলে এই জাতীয় মুক্তির কথাই মনে আসে। †

* শুধু শক্তি-পূজা নহে, এখন ভারতের সর্ব্বত্রই—বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে, যে সকল ক্রিয়াকাণ্ড ও পূজা পদ্ধতি প্রচলিত, তাহা সমস্তই তান্ত্রিক বলিলেও চলে—তান্ত্রিক মতেই ওতপ্রোত। পৌরাণিক ধর্ম্ম তন্ত্র-কঞ্চুকে আচ্ছাদিত।

† জানাইয়া রাখা ভাল—তন্ত্র শাস্ত্রেও দুই প্রকার বলির উল্লেখ আছে,—

"মাতৃরূপে আদি-কারণ বা অনাদি শক্তির পূজাই তন্ত্রের বিশেষত্ব। অন্য কোন প্রকার পূজা বিধিতে কি এদেশে কি বিদেশে এ সুমধুর ভাবটি নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মে পুত্ররূপে পূজা আছে, পতিরূপে পূজা আছে কিন্তু মাতৃরূপে নাই।"

বিস্ময়ের কথা এই,—মাতৃরূপে যাঁহার পূজা করি, তিনি জগত-জননী, জীবজননী;—তাঁহার তুষ্টি, তাঁহার তৃপ্তি—তাঁহার সম্মুখে জীব হনন করিয়া জীবের রক্ত, জীবের কাটামুণ্ড উপহারে। এ বীভৎস বিশ্বাস—দারুণ আচার আসিল কোথা হইতে?

তন্ত্র শাস্ত্রে জগন্মাতার উপাসনার অঙ্গ—পঞ্চ "ম" কারের প্রায় সব কয়টাই ত বীভৎস ব্যাপার! এমন যে উদার তন্ত্রশাস্ত্র—তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মই কলির শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়,—তাহার কদাচারে ব্যভিচারে প্রশ্রয় কেন?

"ম" কার বিশেষ সম্বন্ধে,—কি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, কি ভূতডামর তন্ত্র —প্রায় সকল তন্ত্রেই এমন সব বিধান লিপিবদ্ধ আছে, যাহা শুনিলেও

সাত্ত্বিক ও রাজসিক। মুদ্গ পায়স ঘৃত মধু ও শর্করাযুক্ত, রক্তমাংসাদি-বর্জ্জিত বলিকে সাত্ত্বিক বলি বলে—

"সাত্ত্বিকো বলিরাখ্যাতো মাংসরক্তাদিবর্জ্জিতঃ।"

(সময়াচার তন্ত্র)

মাংসরক্তাদি-বিশিষ্ট বলি—রাজসিক। এই বলিই তান্ত্রিকগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বথা গৃহীত হইয়াছে।

তান্ত্রিকগণের মতে সাধনার সময় মদ্য ও মাংস শোধন করিয়া লওয়া হয়, তাহাতেই সব দোষ কাটিয়া যায়। মন্ত্রের একটু নমুনা দিই;—মদ্যের প্রতি ব্রহ্মশাপ-বিমোচন মন্ত্র—"ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৌঁ বঃ।" এইরূপ শুক্র-শাপ, কৃষ্ণ-শাপ বিমোচন মন্ত্র আছে, একই কাণ্ড—শুধু অক্ষর বদল, শ ও ক্র।

ভদ্রলোক মাত্রকেই কাণে আঙ্গুল দিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। হায় মা! তোমার সাধনার অঙ্গ, এ কি কাণ্ড!*

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মানস পূজা অতি উৎকৃষ্ট,—ইহাই "অন্তর্যাগ"; কিন্তু হইলে কি হয়—সমস্ত বিধান গুলি আলোচনা করিলে বলিতেই হয়—"বিষসম্পৃক্তান্ন।"

একটু মনে রাখা উচিত, শক্তি পূজায় তান্ত্রিকেরা দুর্গামূর্ত্তি অপেক্ষা কালী মূর্ত্তিরই অধিক ভক্ত। যে মূর্ত্তি পদতলে আপনার শিব আপনি দলন করিতেছেন, দক্ষিণশ্মশানবাসিনী সেই নগ্না ভীমা ভয়ঙ্করী অভয়া মূর্ত্তিই বোধ হয় তান্ত্রিক সাধনার সুযোগ্য সহায়!

দুর্গাপূজায় জীব-বলি তাহা তান্ত্রিক আচার। যে পুরাণের বিধি অনুসারে আমাদের পূজা-ক্রিয়া হয়, সে বিধান ঐ আচারেরই প্রচার। এখনকার পশু-বলি যে তান্ত্রিক আচার, তাহা বলিদান-মন্ত্র হইতেই বুঝা যায়,—অপিচ বলিদানের খড়্গ-রুধিরে তিলক কাটিয়া জগৎ বশ করিবার মন্ত্র তন্মধ্যে আছে। বশীকরণ কাণ্ড!†

(কালিকা ৫৮।১৭-১৮)

---

* তেজস্বী পণ্ডিত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তন্ত্রের বিধান বিশেষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"Such injunctions would doubtless, be best treated as the ravings of mad men. Seeing, however, that the work in which they occur, is reckoned to be the sacred Scripture of millions of intelligent human beings, and their counterparts exist in almost the same words in Tantras which are held equally sacred by men who are by no means wanting in intellectual faculties of a high order, we can only deplore the weakness of human understanding, which yeilds to such delusion in the name of religion, and the villainy of the priesthood which so successfully inculcates them.

("Lalit Vistar—Introduction. p16 17.)

† তন্ত্রোক্ত মারণ উচ্চাটন বশীকরণাদি আভিচারিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গ অথর্ব্ব

তন্ত্রের মধ্যে বৈষ্ণব-তন্ত্র ও আছে, কিন্তু সে গুলি যে নিতান্ত আধুনিক এবং শক্তি-তন্ত্রের অনুকরণে রচিত, তাহা এদেশের সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

অবশ্য তন্ত্রশাস্ত্রের নিন্দা আমার উদ্দেশ্য নহে; তান্ত্রিক আচারই বিভীষিকা—জুগুপ্সা উৎপাদন করে।

তান্ত্রিকগণের মধ্যেও দক্ষিণাচারী ও বামাচারী আছেন। দক্ষিণাচারী তান্ত্রিকগণ শান্ত ধীর ও অহিংসারত, তাঁহাদের আহারও পানীয় সাত্ত্বিক; তাঁহারা মদ্যমাংসমৎস্য স্পর্শ করেন না, অতিশয় শুদ্ধাচারে থাকেন; ইঁহারা সিদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের দিকে তত লক্ষ্য রাখেন না।—কিন্তু বামাচারী-দিগের ক্রিয়া-কাণ্ডের স্রোতে ইঁহারা ভাসিয়া গিয়াছেন বোধ হয়। বামাচারীদিগের মধ্যেও আবার বীরাচারী ও পশ্বাচারী আছেন। পূর্ব্বোক্তদিগের দেবীপূজায় বলি অর্থাৎ পশুচ্ছেদ চাই; শেষোক্তদিগের জীববলি নাই—অথবা সাত্ত্বিক বলি আছে। "গুরু অভাবে, অধিকারীর অভাবে বামমার্গীদিগকে কদাচারী মদ্যপায়ী কুপথগামী করিয়া তুলিয়াছে।" —এ কথা কেহ কেহ বলেন।*

মহাপ্রভুর অবতারের পূর্ব্বেকার বঙ্গসমাজের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন—"বঙ্গভূমিকে পবিত্র করিবার জন্য, বঙ্গীয়

সংহিতায়ও দৃষ্ট হয়, কিন্তু তন্ত্রের অন্যান্য প্রধান লক্ষণগুলি তথায় মিলে না; এরূপ স্থলে তন্ত্রকে অথর্ব্ববেদ-মূলক বলা চলে না।

* তন্ত্রশাস্ত্র মতে সপ্তবিধ আচারে দেবীর পূজা চলে,—সেই সপ্তের নাম—বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল। ইহার মধ্যে—

"চত্বারো দেবি বেদাদ্যাঃ পশুভাবে প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বামাদ্যাস্ত্রয় আচারা দিব্যে বীরে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥"

প্রথম চারটী পশুভাবে, শেষ তিনটী দিব্য ও বীরভাবে প্রতিষ্ঠিত।

(নিত্যা তন্ত্র)

মানবসমাজের পরিত্রাণ জন্য, জগতে নবজীবন সঞ্চারিত করিবার জন্য এবং তাঁহার নিজমুখে অঙ্গীকৃত সাধুসংরক্ষণের জন্য স্বয়ং গোলোকনাথ নবদ্বীপে শচীমাতার গর্ভে আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণ-প্রেম-বিতরণ দ্বারা পতিত সমাজের উদ্ধার সাধন করেন।”

বীরাচারীদিগের বীরত্ব পর্য্যালোচনা করিলে আমাদেরও কি মনে হয় না—বেদের ও যজ্ঞের বিকৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে পশুমারণ ভীষণ ভাবে চলিয়া যখন ভারতে হাহাকার তুলিয়াছিল, তখন যেমন ধর্ম্মের গ্লানি হইতেছে দেখিয়া ভগবান সচ্চিদানন্দ যুগধর্ম্মের প্রয়োজনে পবিত্র কপিলাবস্তু নগরে অমিতাভরূপে আবির্ভূত হইয়া “অহিংসা পরম ধর্ম্ম” প্রচার করতঃ ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তন্ত্রশাস্ত্রের বিকার ব্যভিচারে বঙ্গদেশ প্লাবিত দেখিয়া, সাধুজনের পরিত্রাণের নিমিত্ত ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ পুণ্যময় নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়া, ভক্তিপ্রধান ধর্ম্মের মাধুর্য্যরস বিতরণ পূর্ব্বক অধর্ম্মের গতি সংরুদ্ধ করিয়াছিলেন?

কিন্তু বীরাচারী কাহারা? কাহাকেও কাহাকেও বলিতে শুনা যায়,—তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে যুদ্ধে বীর বীর নহেন, কর্ম্মবীর বীর নহেন; আপন শরীরস্থ রিপু—ইন্দ্রিয় জয় যিনি করিতে পারেন, তিনিই বীর; সেই চেষ্টায় যিনি ধৃতশস্ত্র তিনিই প্রকৃত বীরাচারী। মহান্ ভাব, মহৎ উদ্দেশ্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু কাজে কি দাঁড়াইয়াছিল? ঠিক বিপরীত নহে কি? আর, এ কথা মানিলে ত স্বীকার করিতে হয়—জগদম্বার পূজায় জীববলি ভুল, শারীরিক রিপু বলিই ঠিক। রামপ্রসাদ প্রকৃত তত্ত্বই গাহিয়াছেন—

“তুমি জয় কালী জয় কালি বলে, বলি দেও ষড় রিপুগণে।”*

---

* পঞ্চ-ম-কার তন্ত্রের প্রাণ স্বরূপ, পঞ্চ-ম-কার ব্যতীত তান্ত্রিকের কোন কার্য্যেই অধিকার নাই।—

“বিনা শক্তিং ন পূজাস্তি মৎস্যমাংসং বিনা প্রিয়ে।
মুদ্রাঞ্চ মৈথুনঞ্চাপি বিনা নৈব প্রপূজয়েৎ॥”—(পিচ্ছিলা তন্ত্র।)

এমন তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি পণ্ডিতও আছেন, যাঁহারা বলেন, পঞ্চ ম কারের মধ্য অর্থে

শুনিতে পাই,—সাংখ্যদর্শনের মতানুসারে (পুরুষের সহিত) প্রকৃতিরও প্রাধান্য প্রচারই তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তাহাই যদি হয়, প্রাধান্য প্রচারের এ কি জঘন্য উপায়—যাহার জন্য শ্রেষ্ঠ সাধককে গভীর নিশীথে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া ইষ্টদেবীর সাধনা করিতে হয়! ধর্ম্মের নামে কি অনাচার!

আর একটা মত শুনাই—"তন্ত্রশাস্ত্রকে আমরা যোগশাস্ত্রের ও সাংখ্য-দর্শনের একত্রনিষ্পন্ন অতিবিকৃত কীট-পরিপূর্ণ কলমের চারা বলিয়া সময়ে সময়ে বিবেচনা করি ....সেই বৃক্ষে কালে যে বিষময় ফল ফলিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যাইতে পারে না।

(বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৭৯)

তন্ত্রের উদ্ভব বঙ্গদেশে এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাবল্য বাঙ্গালীর মধ্যেই হইয়াছিল—এ কথা বহু বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়াছেন।

ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানেও যে তান্ত্রিক সম্প্রদায় নাই, এমন নহে; কিন্তু এই চির-পরাধীন বাঙ্গালীর উদ্যমহীন স্বভাবের সহিত তন্ত্রশাস্ত্রের "আকর্ষণ" "বশীকরণ" "মারণ" "উচ্চাটন" প্রভৃতি ঠিক খাপ খাইয়াছিল মনে হয়।

অনেক তত্ত্ববিদ্ সুধীর মত—বঙ্গদেশ মুসলমানগণের অধীন হইবার পর, বাঙ্গালীর মধ্যে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।*

(মূল কতকটা প্রাচীন মানিয়া লওয়া চলে।)

মদ নহে, মাংস অর্থে পশুমাংস নহে, মৈথুন অর্থে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গম নহে—ঐ সকলের আধ্যাত্মিক অর্থ আছে—দোষ-পরিশূন্য। অতি উত্তম। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, কয় জন তান্ত্রিক সেই আধ্যাত্মিক অর্থ অনুসারে কাজ করিয়া থাকেন?

* মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাবু বলিয়াছেন—"তন্ত্রগুলির প্রকৃতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে যখন এদেশে অন্যজাতীয়েরা আসিয়া আমাদিগকে পরাধীন করিয়া-

তান্ত্রিক শাক্ত সম্প্রদায়ের চরম—কুলাচারী বা কৌল।

"সর্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা,বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।
বৈষ্ণবাদুত্তমম্ শৈবম্ শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমম্ বামম্ বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমম্ কৌলম্ কৌলাৎ পরতরং নহি॥"

(কুলার্ণবতন্ত্র)

প্রথম চারিটি পশ্বাচারী,—শেষ তিনটি বীরাচারী। তান্ত্রিকগণের মতে, পশুভাবে দেবীর অর্চনা অপেক্ষা বীরভাবে পূজা যে শ্রেষ্ঠ, এই ধাপে ধাপে উৎকর্ষের ক্রমোন্নতি দেখিলেই বুঝা যায়। বীরাচারী দিগের তিন শ্রেণীর মধ্যে আবার কৌল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই কৌল-দিগের কুলপূজার বিধান—

"মধুমাংসং বিনা দেবি কুলপূজাং সমাচরেৎ।
জন্মান্তরসহস্রস্য সুকৃতং তস্য নশ্যতি॥"

মদ্যমাংস বিনা কুলপূজা করিলে সহস্র জন্মের সুকৃতি নষ্ট হইয়া যায়।
দৃষ্টি রাখিবেন, শুধু মাংস নহে, মধুও চাই,—(চাকের মধু নহে)।

ছিল, এ শাস্ত্র সেই সময়ের।.........যখন হীনবল রাজা সৈন্যদিগের বলে কিছু করিতে পারিলেন না, তখনই কৌলিক মার্গাবলম্বীরা মন্ত্রবলে মারণ উচ্চাটন করিতে পারা যায় বলিয়া রাজাদিগকে খুসী করিয়াছিলেন এবং নানা প্রকার সাধনার রসে অনেক ভক্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ফলে যাহা হইয়াছে সকলেই জানি।"

(বিজয়চন্দ্র মজুমদার)

বলিয়া রাখা ভাল, প্রজা রাজারই অনুকারী হইয়া থাকে।

সুবিজ্ঞ পুরাবিৎ রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন—

To the historian, the Tantra literature represents not a special phase of Hindu thought, but a diseased form of the human mind which is possible only when the national life has departed, when all practical consciousness has vanished and the lamp of knowledge is extinct.

এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কত পাষণ্ড মাতাল রুদ্রাক্ষমালা গলায় দিয়া, লম্বা সিন্দুরের ফোঁটা কাটিয়া শক্তি-সাধনায় ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন—বলেন তিনি "কৌল"! এই কৌলদিগের সাধনায় ভীষণ "ভৈরবী চক্র!" চক্র না চক্রান্ত? *

শুনা যায়, বৎসর কয়েক পূর্ব্বেও—এমন কি আমাদের একপুরুষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেক বাঙ্গালী-ভদ্রলোক কৌল ছিলেন এবং শক্তিপূজায় তাঁহারা সাধ্যমত বলিদানে "রক্তগঙ্গা" করিতেন। ভিটামাটি উচ্ছন্ন হইবার দরুণই হউক কিম্বা অন্য কোন কারণবশতঃই হউক, ক্রমে চক্ষু ফুটিতেছে বোধ হয়।

ইদানীং সাধনায় পঞ্চ "ম" কারের সব গুলাই অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, কেবল এই মাংসের "ম" রহিয়া গিয়াছে। শুনিতে পাই, অনেক তন্ত্রভক্তেরা দেবীর সাধনায় পঞ্চ "ম"র আগাগোড়া ছাড়িছাড়ি করিয়াও ছাড়িতে পারিতেছেন না, তবে মনকে চক্ষু ঠারিয়া কিছু অদল বদল করিয়া লইয়াছেন; মদের পরিবর্ত্তে তাঁহারা নারিকেল-জলকে তৎস্থলীয় করিয়া কর্ম্ম সমাধা করেন। মদের কাজ যদি ডাবের জলে সারা চলে, মাংসের কাজ কি প্রতিনিধি দ্বারা চলে না? কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুদণ্ড ত ছাগ সম—এ বিধি শাস্ত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু আসলই দরকার কি না সন্দেহ, প্রতিনিধি কাজ কি?

---

* "কর্পূরমঞ্জরী" নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত সট্টকে বোধ হয় আসল তত্ত্ব পাওয়া যায়। তান্ত্রিক ভৈরবানন্দ আওড়াইতেছেন,—

"মন্তো ন তন্তো ন অকিং পি জাণং ঝানং চ নো কিং পি গুরুপ্পসাদা।
মজ্জং পিয়ামো মহিলং রমামো মোক্খং চ যামো কুলমগ্গলগ্গা॥"

মন্ত্রের ও ধার ধারিনা, তন্ত্রেরও ধার ধারিনা; ধ্যানেই বা হয় কি? গুরুর প্রসাদে মদ্য পান করি, আর মহিলা ভোগ করি; ইহাতেই কৌলিক মার্গে মোক্ষ লাভ হয়।—সধবা বিধবা ও মাংস ভক্ষণের কথাও এই সঙ্গে আছে।

বলিদানের কথায় পুরাণশাস্ত্র তবু পারলৌকিক সুখের কথা বলিয়াছেন, তন্ত্রশাস্ত্র হাতে হাতে ফল দিতে চাহেন। তন্ত্রবিশেষে দেখা যায়,—

"ছাগে দত্তে ভবেদ্বাগ্মী মেষে দত্তে কবির্ভবেৎ।
মহিষে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্ মৃগে মোক্ষফলং লভেৎ॥
পক্ষীদানে সমৃদ্ধিঃ স্যাদ্ গোধিকায়াং মহাফলং।
নরে দত্তে মহর্দ্ধিঃস্যাদষ্টসিদ্ধিরনুত্তমা॥"

(মুণ্ডমালাতন্ত্র)

এই বিধান অনুসারে, যাঁহার বাগ্মী হইতে ইচ্ছা আছে, তিনি ছাগ বলি দিবেন; যাঁহার কবি হইবার উচ্চাভিলাষ, তাঁহাকে মেষ বলি দিতে হয়; ইত্যাদি। দেখুন দেখি কেমন মনোমোহন সহজ উপায় রহিয়াছে! আমরা বাগ্মী হইবার জন্য পাঁটা কাটি—না কবি হইবার জন্য মটন চাহি? *

দেবী-ভাগবতে দেখা যায়,—"পাপীগণও বেদোক্ত কর্ম্মাচরণে সদ্গতি

---

* কিন্তু এ বিষয়ে লক্ষ্য ভেদ করিয়াছেন বোধ হয় গুপ্ত-কবি। ঈশ্বরগুপ্ত গাহিয়াছেন—

"ঝাল্ দিতে কাল যায় লাল পড়ে গালে।
কাট্না কামাই হয় বাট্নার কালে॥
ইচ্ছা করে কাঁচা খাই সমুদয় লোমে।
হাড় শুদ্ধ গিলে ফেলি হাড়গিলে হোয়ে॥
মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ।
যত চুষি তত খুসী হাড়ে হাড়ে রস॥" *

পুরাণের পারলৌকিক মঙ্গল অপেক্ষা, তন্ত্রশাস্ত্রের কবি-বাগ্মী হইবার বর লাভ অপেক্ষা, এই মজা লভ্য ফলের আপনারা কি আকাঙ্ক্ষী নহেন? কিন্তু এ হেন কবিকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে,—

"ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লোয়ে।
খান দেবী পিতৃ-মাথা বিশ্বমাতা হোয়ে।"

(পিতৃমাথা—দক্ষের শিরঃ—ছাগমুণ্ড।) কঠোর ব্যঙ্গ!

প্রাপ্ত হইলে সদসৎ কর্ম্মের আর বৈষম্য থাকে না, এই বিবেচনাতেই সেই পাপীদিগকে নানা প্রকার প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ কর্ম্মের প্রলোভনে মোহিত করিবার অভিপ্রায়েই মহাদেব বামাচারতন্ত্র, কাপাল-তন্ত্র, কৌলক-তন্ত্র ও ভৈরব তন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, নতুবা অন্য উদ্দেশ্যে করেন নাই। এবং দক্ষমরীচি মুনীর অভিসম্পাত জন্য যে সকল ব্রাহ্মণ বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হওয়ায় দগ্ধপ্রায় হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের যাহাতে সোপান-ক্রমে ক্রমশঃ জন্মজন্মান্তররূপে বেদাধিকার হয়, এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্তই শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত ও গাণপত্য নামক আগম-শাস্ত্র ভগবান শঙ্কর কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ··· যাহাদিগের বেদে অধিকার নাই, তাহারাই কেবল তন্ত্রে অধিকারী জানিবে।"

(দেবীভাগবত—৭ম—৩৯ অঃ)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য অসভ্য জাতিসমূহ এবং ভারতের বহিঃপ্রদেশস্থিত অশিক্ষিত লোকসকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, উহাই তান্ত্রিক ধর্ম্ম। উহারা দেবতার তুষ্টির নিমিত্ত জীব বধ করিত এবং মদ্য ও মাংস উপহার দিত। *

* কবি বাণভট্ট খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর লোক; তিনি ঘৃণার সহিত অনার্য্য শবরের পূজাপদ্ধতির যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, পশুরুধিরের দ্বারা দেবতার্চ্চন ও মাংসধারা বলিকর্ম্ম তখন ভদ্রমণ্ডলীর কাছে নিন্দিত ছিল। দণ্ডী, ভবভূতি প্রভৃতির গ্রন্থ—খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ—৭ম শতাব্দীর ভারতীয় সাহিত্য হইতে বুঝা যায়, সে সময়ে তন্ত্র মন্ত্র ভদ্রসমাজে ঘৃণার চক্ষে দৃষ্ট হইত। এমন কি দেবী চণ্ডী বা চামুণ্ডার আসনও তখন খড় উচ্চে নহে।

আমরা ইতিহাস হইতে পাই, খ্রীষ্টীয় ৯ম—১০ম শতাব্দী—পাল রাজাদিগের আমল হইতে গৌড়মণ্ডলে বৌদ্ধধর্ম্ম বিকৃত হইয়া বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতায় পরিণত হইয়াছে; তার পর, হিন্দু সেনরাজাদিগের আমলে কনোজ হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা আসিলেন; তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের সমূল উচ্ছেদ বাসনায় তান্ত্রিক ধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিলেন, এই ধর্ম্ম বলহীন হইয়া বাঙ্গালী ক্রমে যাহা দাঁড়াইল, বক্তিয়ার খিলিজীর সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈন্যে তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে।

তবে কি আমাদের তান্ত্রিক-ধর্ম্ম অসভ্যের ধর্ম্ম ? তন্ত্র-শাস্ত্র অসভ্য-শাস্ত্র ? এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে।

বৌদ্ধ-শাস্ত্র-বিশারদ কোন বাঙ্গালী পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সহায়তা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিবার উপায় আরও সহজ করিলেন। বৌদ্ধগণ তান্ত্রিক ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে পুনরাগমন করিতে লাগিলেন। সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমক্রমে তান্ত্রিকধর্ম্মে পরিণত হইল, এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ পরিশেষে হিন্দু হইলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এতদুভয়ের সমবায়ে বর্ত্তমান হিন্দু-ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে।" (সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ)

তান্ত্রিক-ধর্ম্মের সমর্থক উপপুরাণাদি সৃষ্টি দ্বারা এই সহায়তা বিশেষরূপই হইয়াছিল, স্পষ্টই মনে হয়।

অনেকে বলিতে পারেন,—"অপ্রাসঙ্গিক কথা আসিয়া পড়িল; তন্ত্রকে আবার এরূপ ভাবে টানাটানি কেন?" ইহার আবশ্যকতা আছে। বহু সুধীজনের বিশ্বাস, বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম—প্রাচীন আর্য্যধর্ম্ম ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিকৃত-বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বা তান্ত্রিকধর্ম্ম—এই উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। তান্ত্রিকধর্ম্মের বীভৎস আচারগুলির ভগ্নাবশেষ কতক কতক বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। শক্তি-উপাসনায় মাতৃভাবে অভীষ্ট দেবতার অর্চ্চনায় রক্ত-ছড়াছড়ি রক্ত-কর্দ্দম তাহার অন্যতম প্রমাণ।*

---

* অগাধ পণ্ডিত আচার্য্য Goldstucker বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—
"The Hindoos must be shown that the present forms of their religion have nothing in common with the Vedic teaching, on which they assume them to be founded, but that they are the work of late ages, of ignorance and an interested priesthood."
(Extract from a letter, quoted in রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত ১১৩ পৃঃ)

আমি বুঝিতে পারিতেছি, কেহ কেহ আমার উপর চটিতেছেন। তাঁহারা বলিবেন—"তন্ত্রশাস্ত্রের এ অবমাননা কেন? পুরাকালে আর্য্যগণ কি দেবতার উদ্দেশে জীববলি বা সোমরস প্রদান করিতেন না? শ্রুতি হইতে কি ইহার অপর্য্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না?"

সমস্তই স্বীকার করি। এখন আমাকে শ্রুতির কথায় আসিতে হইল। তাহার আগে দু একটি অপর কথা শুনাইবার অনুমতি প্রার্থনা করি। জীবহিংসার স্বপক্ষে আপনাদের প্রধান দলিল—এই শ্লোক—

"যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥" মনু ৫।৩৯

যজ্ঞের জন্য পশুর সৃষ্টি, যজ্ঞ সকলের হিতার্থ, অতএব যজ্ঞে বধ অবধ। —এ কথা মনু বলিয়াছেন।

কিন্তু পুরাণে আমরা দেখিতে পাই—ইন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে পশুহিংসার উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়া ঋষিগণ সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছেন—

"নায়ং ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মোঽয়ং ন হিংসা ধর্ম্ম উচ্যতে।"

ইহা কখনই ধর্ম্ম নয়, ঘোরতর অধর্ম্ম; হিংসাকে কখনই ধর্ম্ম বলা যায় না।

যজ্ঞে হউক, বলিদানে হউক—হিংসা সর্ব্বত্রই হিংসা, সর্ব্বত্রই অধর্ম্ম।

বলিদানের সময় বলির পশুটিকে (ছাগ হইলে) সম্বোধন করিয়া বলিতে হয়—

---

* অবশ্য অপরাপর ধর্ম্ম সম্বন্ধেও যে এরূপ কথা বলা চলে না এমন নহে, তবে এখনকার অনেক হিন্দুর নাকি বিশ্বাস, আমাদের এই আর্য্যধর্ম্ম সনাতন—বরাবর এক ভাবেই চলিয়া আসিতেছে, তাঁহাদের জন্য অবান্তর প্রসঙ্গের উত্থাপন প্রয়োজন হইতেছে।

"ছাগ ত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ।
প্রণমামি ততঃ সর্ব্বরূপিণং বলিরূপিণং॥
যজ্ঞার্থে বলয়ঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
অতস্ত্বাং ঘাতয়াম্যদ্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥ (নন্দিকেশ্বর পুরাণ)

ভাবার্থ—

নমস্কার হে ছাগ, আমার ভাগ্যক্রমে তুমি বলিরূপে উপস্থিত হইয়াছ, স্বয়ম্ভু স্বয়ং যজ্ঞের জন্যই বলি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্যই আমি তোমাকে সংহার করিতেছি, সেই হেতু যজ্ঞে অর্থাৎ বলিদান কার্য্যে এই বধ বধই নয়।

তবে কি? মনুর দোহাই দিয়া হত্যাটা অহত্যা হইয়া গেল। কিন্তু এটা মহর্ষির মতের একাংশ, অপরাংশ ইতিপূর্ব্বে শুনাইয়াছি।

যজ্ঞে বধ—অবধ, সম্বন্ধে একটি প্রাণস্পর্শী কাহিনী শাস্ত্র হইতে আপনাদিগকে শুনাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান শাস্ত্র দেবী-ভাগবত পর্য্যন্ত—বহুস্থলে এ আখ্যান পাওয়া যায়।

মহারাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণদেবের নিকট প্রতিশ্রুতি অনুসারে নরমেধ যজ্ঞ করিতেছেন; স্বীয় পুত্রস্থলীয় করিয়া ব্রাহ্মণ-বটু শুনঃশেপকে বলি রূপে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ করিয়াছেন। শুনঃশেপের কাতর ক্রন্দনে স্বভাব-নির্দ্দয় ঘাতকের প্রাণেও দয়ার উদ্রেক হইল, সে পর্য্যন্ত পিছাইয়া গেল; যজ্ঞভূমে কারুণ্যের রোল উঠিল। কৌশিকনন্দন বিশ্বামিত্র দয়া-পরবশ হইয়া নৃপতি সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন "রাজন্ … . আপনি নিশ্চয় জানিবেন, দয়া সম পুণ্য ও হিংসা সম পাপ আর নাই। যাহারা কাম্যবস্তু উপভোগে নিতান্ত অনুরাগী, তাহাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবৃত্তি উৎপাদনার্থেই হিংসা ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে; ……বস্তুতঃ মহারাজ, আত্মশুভাভিলাষী ব্যক্তির আত্মদেহরক্ষার্থ, পর-দেহ ছেদন করা সর্ব্বপ্রকারেই কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বভূতে দয়া

ও যে কোন বস্তু লাভেই সন্তোষ এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়বেগ শান্তি দ্বারাই জগদীশ্বর অচিরকাল মধ্যেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। হে নৃপবর, সকল প্রাণীরই যখন জীবনধারণ সর্ব্বদা প্রিয়, তখন সকল প্রাণীকেই আপনার ন্যায় বিবেচনা করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। দৈব ব্যতীত যে যাহাকে নিজসুখ-কামনায় হত্যা করে, নিশ্চয় সেই হত ব্যক্তি পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্মান্তরেও সেই ঘাতককে তাদৃশরূপে হত্যা করিয়া থাকে জানিবেন।" রাজাকে ধমকাইয়া বিশ্বামিত্র কহিলেন, "আপনি আর্য্য হইয়া অনার্য্যের ন্যায় আচরণ করিতে কিজন্য ইচ্ছা করিতেছেন?" (দেবী ভাগবত ৭স্ক—১৬অ)

বলা বাহুল্য, রাজার বলিদান কার্য্যে বাধা পড়িয়া গেল, বলির নর শুনঃশেপ পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। যজ্ঞে বধ অবধ প্রমাণিত হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের এখনকার পূজা-আচার পৌরাণিক ব্যাপার, বিশুদ্ধ বৈদিক কাণ্ড নহে। অনেক পণ্ডিতের মত, পূর্ণ বৈদিক কাণ্ডেই জীব বধ—অবধ। এখনকার পূজা যখন বৈদিক ব্যাপার নহে, পূজায় বলিদানও বৈদিক হিংসা নহে—সুতরাং অবধ নহে—ত্যাগ করাই শ্রেয়।

যাহা হউক, সম্পূর্ণ বৈদিক যজ্ঞ হউক বা না হউক, বলিদান যে যজ্ঞ বলিয়া গণ্য, এ কথা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। "বলি" শব্দের অর্থে আমরা দেখিয়াছি পঞ্চ মহাযজ্ঞান্তর্গত ভূতযজ্ঞ। "ভূত" অর্থে প্রেতও বটে অপিচ নিখিল প্রাণী। গৃহস্থের নিত্য-করণীয় যজ্ঞ পঞ্চবিধ;—ব্রহ্মযজ্ঞ বা অধ্যাপন, পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ, দৈবযজ্ঞ বা হোম, নৃযজ্ঞ বা অতিথি-ভোজন এবং ভূতযজ্ঞ বা বলি।

ভূতযজ্ঞ বা বলির—সামিষ ও নিরামিষ উভয়বিধ বিধিই পাওয়া যায়।

কিন্তু ভূতযজ্ঞের "বলি" শুধু জীবহনন নহে বরং জীবপালন! ভূত-যজ্ঞের বলি---দয়ার চরম। প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ দেবতা হইতে পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলের উদ্দেশে অন্নদান। ইহার ভিতর এমন কথা আছে—

"যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তৎতৃপ্তয়েঽন্নং ভুবিদত্তমেতৎ প্রযাস্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥"

(বৈশ্বদেব বলি)

যাহাদের মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু নাই, অন্ন নাই, অন্ন প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য নাই, তাহাদের তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করি, তাহারা সুখী হউক।

এমন মহান্ উদার ভূতযজ্ঞের বা বলির কি বিপরীত পরিণতি ঘটিয়াছে! কালিকাপুরাণাদিতে ভূতযজ্ঞ বা বলি অর্থে দাঁড়াইয়াছে—"ছাগাদি ছেদন!" অদ্ভুত। *

এ কথা ভরসা করি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, যে পূর্ব্বকালে—বৈদিক কালে—যজ্ঞে পশুহিংসাই ছিল; প্রতিমা-পূজা ছিল না যে

---

* আমাদের পূজায় বলিদানের হদমুদ বিধি কালিকাপুরাণে মিলে; কিন্তু কালিকাপুরাণেও দেখা যায়—হিংসাত্মক যজ্ঞ (পশুছেদন) নিকৃষ্ট যজ্ঞ। "সকল জগৎ যজ্ঞময় মহাদেব কর্ত্তৃক বিদারিত বরাহদেবের দেহ হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন সেই দেহের সন্ধিভাগ সকল পৃথক পৃথক যজ্ঞরূপে পরিণত হইয়া নানাবিধ যজ্ঞ দাঁড়াইল। ভ্রূদ্বয় ও নাসিকাদেশের সন্ধিভাগ জ্যোতিষ্টোম নামক মহাযজ্ঞ হইল। সেইরূপ অন্যান্য সন্ধিভাগ হইতে অপরাপর যজ্ঞ। .....অশ্বমেধ, মহামেধ, নরমেধ প্রভৃতি প্রাণীহিংসাকর যে সকল যজ্ঞ আছে, হিংসাপ্রবর্ত্তক সেই যজ্ঞসকল চরণসন্ধি হইতে জন্মে। (যজ্ঞ-বরাহের মস্তিষ্ক হইতে পুরোডাশের উৎপত্তি)।"—চরণ হইতে যাহার জন্ম তাহাই ত সর্ব্বনিকৃষ্ট?

(কালিকাপুরাণ—৩১ অ)

এখনকার মত প্রতিমার সম্মুখে বলিদান হইবে। বেদে কুত্রাপি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিবার নিদর্শন নাই। প্রতিমার পরিবর্ত্তে আর্য্যগণ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তদীয় জ্যোতিতে ভগবানের জ্যোতির আভাস দেখিতেন। পুরাণ শাস্ত্র মতে ত্রেতাযুগ হইতে প্রতিমা-পূজা সুরু, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণপন্থী সমাজে প্রতিমা-পূজা একেবারেই ছিল না।

প্রতিমার সম্মুখে আমরা যে পশু বলি দিই, তাহার বিধি—কোন কোন পুরাণকারেরা বলিয়া থাকেন—

"পশুঘাতশ্চ কর্ত্তব্যো গবলাজবধস্তথা।"

(দেবীপুরাণ)

উক্ত বচনে "পশুঘাতশ্চ কর্ত্তব্যো—ইতি শ্রুতেঃ"; অর্থাৎ বেদবিধি অনুসারেই (মহিষ ছাগাদি) পশু বধ কর্ত্তব্য। অতএব বলি বেদবিধি।

বলিদান যদি হইল যজ্ঞ, যজ্ঞ বলিলেই বেদ ব্রাহ্মণাদি আসিয়া পড়ে; বেদ ব্রাহ্মণাদি হইলেন শ্রুতি; আর—

"ধর্ম্মজিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।"—(মনু)

ধর্ম্মের কথা জানিতে হইলে শ্রুতিই প্রধান প্রমাণ।

এখন শ্রুতিতে যজ্ঞ—তথা জীব-বলি সম্বন্ধে কি পাওয়া যায়? শ্রুতিতে "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" অগ্নিষোমীয় যজ্ঞে পশু বধ করিবে—এ বাক্যও মিলে; এবং "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি"—কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না—ইহাও পাওয়া যায়।

স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এ বচন দুইটী পরস্পর-বিরোধী নহে। সে নৈয়ায়িকের তর্ক—থাক্।

বেদের মর্ম্ম সকল স্থলে আয়ত্ত করা দুরূহ, কিন্তু দেখা যায়, বেদ-বাদীদিগের বিধান অনুসারে উদ্দাম পশুহনন চলে; এই জন্যই ত আমাদের ভগবানকে ডাকিতে হয়—

১৩

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
কেশব! ধৃত বুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

কিন্তু যজ্ঞের অর্থ কি? একটা সমীচীন মত শুনাই :—"যজ্ঞকে এখনকার কালে আমরা "যগ্যিতে" পরিণত করিয়াছি, একটা ধুমধাম হৈ চৈ ব্যাপারই আমাদের দৃষ্টিতে যজ্ঞ। যজ্ঞের কিন্তু আদিম অর্থ এরূপ নহে। যজ্ঞের মর্ম্মভাব ত্যাগ—sacrifice, পূর্ব্বকালে "যজ্ঞ" বলিলে লোকের মনে ত্যাগের ভাবই ফুটিয়া উঠিত। বাস্তবিক যজ্ঞের প্রধান উপাদান—ত্যাগ। প্রজাপতি যে বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, পুরুষ-সূক্তে তাহার ইঙ্গিত করা আছে। সে মহাযজ্ঞ আর কিছুই নহে—জীবের হিতার্থে ভগবানের বিশাল আত্মত্যাগ। এইরূপ জগতের পোষণের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে (আত্ম) ত্যাগ, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাহাকেই "যজ্ঞ" নামে অভিহিত করিতেন।"

(হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।—"গীতায় ঈশ্বর" ৫৭।৫১)

কালক্রমে যজ্ঞের এই মহান্ সমুন্নত আত্মত্যাগ ভাবের কি দারুণ স্বার্থপর বিকৃত পরিণাম দাঁড়াইয়াছিল!

দেব-উপাসনার ইহাই নিয়ম যে ইষ্টদেবতার নিকট নিজের মন প্রাণ শরীর সমস্তই উৎসর্গ করিতে হয়। বোধ হয় এই মহান্ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই আর্য্যগণ পুরাকালে—বেদাদির সময়ে—দেবতার উদ্দেশে আত্মাকে উৎসর্গ করিতেন, দেবতার নিকট নিজেই নিজেকে বলি প্রদান করিতেন।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মে দেবোদ্দেশে আত্মোৎসর্গের আরও কয়েকটি উপায় নির্দ্ধারিত আছে। যথাবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের পর "মহাপ্রস্থান"

"তুষানল" অথবা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ দ্বারা অনেকে দেবতার প্রীতিকামনায় আপন জীবন বলি দিয়াছেন দেখা যায়। ইদানীং পর্য্যন্ত শুনা যায় যে লোকে দেবতার প্রীতি এবং তজ্জন্য স্বকীয় মোক্ষ প্রাপ্তির আশায় শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের রথ-চক্র-তলে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছে। দেবতার প্রীত্যর্থে ভারতে গঙ্গা-গর্ভে সন্তান বিসর্জ্জন করিয়া বলি দিবার প্রথাও অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। আর "সতী-দাহ?" সে কোন্ দেবতার জন্য কি উদ্দেশ্যে? এই সকলই ত দেবতার নিকট "বলি";—আত্মত্যাগ—যজ্ঞ—sacrifice.

আত্মবলি যখন সহজ মনে হইল না, তখন বোধ হয় নিজেকে বাঁচাইয়া প্রতিনিধি দ্বারা সেই কর্ম্ম সাধন করা হইত। তাহা হইতেই পুরুষ-মেধের স্থষ্টি। হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়—রাজা স্বীয় পুত্রকে বাঁচাইতে এক ব্রাহ্মণ-বটু ক্রয় করিয়া কাজ সারিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আমরা রামায়ণে দেখিতে পাই, যখন অম্বরীষ রাজার বলির পশু অপহৃত হয়, তখন পুরোহিত বিধান দিলেন,—হয় সেই পশুকে ধরিয়া আনা হউক, নহিলে তৎস্থলে কোন মনুষ্যকে ক্রয় করতঃ প্রতিনিধি করিয়া যজ্ঞ সমাপন করিতে হইবে। একটি ব্রাহ্মণ সন্তান ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছিল, কোন গতিকে তিনি আপন প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন।

পরে যখন মনুষ্যের ন্যায় পশুও নিজের প্রতিনিধিরূপে বিবেচিত হইল, তখন পশু-বধ ভীষণ ভাবে চলিতে লাগিল। সে এক রোমহর্ষণ কাণ্ড! পশু নিজের প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহার প্রমাণ জন্য তৈত্তিরীয় সংহিতার এই কথাটি তুলিতে পারা যায়,—

"যদগ্নিষোমীয়ং পশুমালভত আত্মনিষ্ক্রয়ণ এবাস্য সঃ।"

যজমান যে অগ্নিষোমীয় পশু বধ করে, তাহা সে অগ্নি ও সোমকে পশুরূপ মূল্য প্রদান করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে নিজেকে ক্রয় করিয়া লয়।

যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি হইতে দৃষ্ট হয়, দেব-বলিতে কত প্রকারের জীব ব্যবহৃত হইত। মনুষ্য—স্ত্রী পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া জলচর স্থলচর খেচর কিছুই বাদ যাইত না। (নরবলিই ১৮৪ প্রকার)।

আমাদের বলিদানের বিধি—স্মৃতিপুরাণের (তন্ত্রের) জীববলির বিধি, এই বৈদিক বিধান হইতেই সংগৃহীত মানিতে হয়। কিন্তু এই বৈদিক বিধান যথার্থই প্রাণীর প্রাণ নাশ করিবার আদেশ কি না তদ্বিষয়ে শ্রুতিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের ভিতর মতভেদ আছে।

সংস্কৃত-শাস্ত্রব্যুৎপন্ন পাশ্চাত্য আচার্য্যগণ (উইলসন, কোলব্রুক, রোসেন প্রভৃতি) অনুমান করেন, অশ্বমেধ ও পুরুষমেধ ব্যাপারটা রূপক (Metaphorical)। তাঁহারা কহেন—যজ্ঞের প্রোক্ষিত মাংস খাইতে হয়, যজ্ঞকারীগণ অশ্বমাংসভুক্ ছিলেন না নরখাদক ছিলেন?*

বেদবিদ্ পণ্ডিতবর দয়ানন্দ স্বরস্বতী প্রমাণ করিয়াছেন,—অশ্বমেধ ব্যাপারটা ঘোটক-বধ নহে। তিনি বলেন—"শতপথ ব্রাহ্মণে রাজ্য-পালনরূপ কার্য্যকে "অশ্বমেধ" বলে, এবং রাজার নাম অশ্ব ও প্রজার নাম ঘোটক ভিন্ন অপরাপর পশু রাখা হইয়াছে। অতএব রাজা বা রাজন্য কর্ত্তৃক ন্যায়াচরণ দ্বারা রাজ্যের পালন কার্য্যকেই অশ্বমেধ-যজ্ঞ-সাধন বলে, পরন্তু অশ হত্যা করিয়া অগ্নিতে যজ্ঞ করাকে অশ্বমেধ-যজ্ঞ-বলে না।"

("ঋগ্বেদাদিভাষ্য ভূমিকা" ৩০৫।২৭১ পৃ)

---

* "The victims are bound to posts and after certain prayers have been recited they are liberated unhurt and oblations of butter are made on the sacrificial fire This mode of performing As-

"বৈদিক হিংসা—হিংসা নহে"—এ যুক্তির উত্তরে স্বামীজি বলিয়াছেন—"প্রাণীদিগকে পীড়া না দিয়া মাংস প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং বিনা অপরাধে পীড়া দেওয়া ধর্ম্মের কার্য্য নহে। . . . অশ্ব এবং গো প্রভৃতি পশু এবং মনুষ্য মারিয়া হোম করা বেদের কুত্রাপি লিখিত নাই। (যজ্ঞে যদিও এরূপ মন্ত্র পাঠ হয়, সে মন্ত্রের অর্থ ভিন্ন)। অশ্বমেধ, গো মেধ, নরমেধ আদি শব্দের অর্থ কি? "রাষ্ট্রং বা অশ্বমেধঃ" (শতঃ ১৩।১।৬।৩) "অন্নং হি গৌঃ" (শতঃ ৪।৩।১ ২৫) "অগ্নির্ব্বা অশ্বঃ। আজ্যং মেধঃ।" (প্রোক্ষিত) মাংস খাইবার কথা—উহা বামমার্গীয় টীকাকারদিগের লীলা। বেদের কুত্রাপি মাংস-ভোজনের কথা লেখা নাই। অধুনা এ সকল কথা যেখানে দেখা যায়, সমস্তই প্রক্ষিপ্ত।

("সত্যার্থ প্রকাশ"—৩৭৬।৭ ও ৫৫২ পৃষ্ঠা)

মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব—২৬৩ অধ্যায় হইতেও এইরূপ মত মিলে।

বলা হইয়াছে, নর-বধের পরিবর্ত্তে পশু-বধ দেব-কার্য্যে স্থান পাইয়াছিল। "বধ" শব্দটা আপত্তিজনক হইতে পারে; "মেধ" বলা বোধ হয় আবশ্যক, এখনকার কালে আমরা বলি "বলি"।

ক্রমশঃ দেখা যায় যে পশুর প্রতিনিধিরূপে শস্য বলি প্রচলিত হইয়াছিল। যজ্ঞীয় পুরোডাশের কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন, এই পুরোডাশ ব্রীহি-জাত এক প্রকার পিষ্টক, ব্রীহি অর্থে ধান্য যব

---

wamedha and Purushamedha as emblematic ceremonies, not as real sacrifices is taught in this Veda. Certain Puranas and Tantras were fabricated by persons who established many unjustifiable practices on the foundation of emblems and allegories which they misunderstood" (Colebrooke)

প্রভৃতি। আমরা বৈদিক গ্রন্থে দেখিতে পাই, এই পুরোডাশ পশুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে—

"যে ব্যক্তি পুরোডাশের দ্বারা যজ্ঞ করে, তাহার সমস্ত পশুর সার অংশ দ্বারা যাগ করা হয়।" সেইজন্য যাজ্ঞিকগণ পুরোডাশ-সত্রকে লোক হিতকর "লোক্য" বলিয়াছেন।

(ঐতরেয় ২।১।৯)

এই সকল দেখিয়া বুঝা যায়, বৈদিক কাল হইতেই নর-বলি, পশু-বলি ও শস্য-বলি—এই ত্রিবিধ বলিই প্রচলিত আছে। শুধু তাহা নহে, ক্রমে শস্যবলি অর্থাৎ নিরামিষ বলিই শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়—

"যজ্ঞীয় সার ভাগ পুরুষাদি পশু হইতে অপক্রান্ত হইয়া ব্রীহি ও যব রূপে পরিণত হয়।"

দৃষ্টি রাখিবেন, এই মতানুসারে যজ্ঞীয় সার ভাগ এখন আর পশুতে নাই, উদ্ভিদে চলিয়া আসিয়াছে; অতএব যজ্ঞার্থে পশু হনন এখন নিরর্থক।

এই সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণে একটি মনোরম আখ্যায়িকা আছে—*

"পূর্ব্বে দেবগণ পুরুষপশু (নর) কেই আলম্ভন অর্থাৎ বধ করিতেন; তাহাকে বধ করা হইলে তাহাতে স্থিত (যজ্ঞীয়) সার ভাগ চলিয়া গেল, তাহা অশ্বে প্রবেশ করিল। তাঁহারা অশ্বকে আলম্ভন করিলেন; তাহাকে আলম্ভন করা হইলে (ঐ) সার ভাগ চলিয়া গেল; তাহা গোরুতে প্রবেশ করিল। তাঁহারা গোরুকে আলম্ভন করিলেন; তাহাকে আলম্ভন করা হইলে (ঐ) সার ভাগ চলিয়া গেল, তাহা মেষে প্রবেশ করিল। তাঁহারা মেষকে

* সনাতন ধর্ম্মের প্রহরীগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন, বেদ-ব্রাহ্মণচর্চ্চায় বুঝি আমার অধিকার নাই; জানিবেন, বৈদিক-তত্ত্ব কতক কতক বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত। কতক যথা হইতে সঙ্কলিত উল্লেখ করিয়াছি।

আলম্ভন করিলেন; তাহাকে আলম্ভন করা হইলে (ঐ) সারভাগ চলিয়া গেল, তাহা ছাগে প্রবেশ করিল। তাঁহারা ছাগকে আলম্ভন করিলেন। তাহাকে আলম্ভন করিলে (ঐ) সার ভাগ চলিয়া গেল, তাহা পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। তাঁহারা পৃথিবী খনন করিয়া তাহাকে অন্বেষণ করিলেন এবং এই ব্রীহি ও যব লাভ করিলেন।"*

আমরা আরও দেখিতে পাই—শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, "পুরুষাদি সমস্ত পশু আলম্ভন করিলে ইহার হবি যেমন বীর্য্যযুক্ত হয়, যে ব্যক্তি ব্রীহি-যবকে সর্ব্বপশুর সারভূত জানে, ইহার পুরোডাশ-রূপ হবিও সেইরূপ বীর্য্যযুক্ত হবি হয়।" (শতপথ ১।২।৩।৭)

এই সকল পাঠ করিলে কাহার না মনে হয়, বেদ-ব্রাহ্মণের সময় হইতেই পশুকে ছাড়িয়া ব্রীহি যব প্রভৃতি শস্য লইয়া যজ্ঞই—অর্থাৎ নিরামিষ যজ্ঞই—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে?

বেদে জীববলি সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, সে বিষয়ে একটি আখ্যান "পঞ্চম বেদ" মহাভারত হইতে শুনাই;—এ তত্ত্ব মৎস্যপুরাণেও পাওয়া যায়। হিন্দু গৃহস্থ মাত্রেরই গৃহে নান্দিমুখ বা আভ্যুদয়িক

---

* এই আখ্যান হইতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বৈদিক কালেও নরবলি প্রচলিত ছিল। কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত এ কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন—"কি ঋক্‌বেদে, কি সামবেদে, কি শুক্ল কিম্বা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে কোথাও নরবলির উল্লেখ নাই। অর্থাৎ মন্ত্রভাগে নাই। বেদের মন্ত্রভাগই ত প্রাচীন ও প্রামাণ্য; ব্রাহ্মণ-অংশে বা খিল ভাগে ঐ সকল কথা আছে বটে; কিন্তু সে ত বহু পরবর্ত্তী কালের রচনা—হয়ত ব্রাহ্মণ-ঠাকুরগণের কপোল-কল্পিত কাহিনী।"

Civilization in Ancient India P. 182.

হিন্দুধর্ম্মের দারুণ নিন্দাকারী—Talboys Wheeler সাহেব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন—It is a significant fact that the allusions to animal sacrifice are by no means frequent in the hymns of the Rig Veda, while they find full expressions in the ritualistic works of a later age. History of India. Vol. I. P. 34.

শ্রাদ্ধে কিম্বা কোন না কোন সময়ে বসুধারা নামে ঘৃতধারা গৃহভিত্তিতে দেওয়া হইয়া থাকে। এই বসুধারা ব্যাপারটা যে কি—জানেন কি? যাঁহারা জানেন,তাঁহাদের বলা বাহুল্য; কিন্তু যাঁহারা জানেন না, আজ জানিয়া, ভরসা করি বুঝিবেন, দেব ঋষি সকলের মতেই যজ্ঞ করিতে পশুহনন আবশ্যক হয় না; নিরামিষ যজ্ঞই প্রশস্ত। দেবতার নিকট নিরামিষ বলিই বিধি। "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা" কথাটা আমরা না মানিতে পারি।

উপরিচর রাজার উপাখ্যান।

একদা সুরগণ মহর্ষিদিগকে কহিলেন, "অজ ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রানুসারে ছাগ পশুরেই অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।" মহর্ষিগণ কহিলেন "বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, বীজ দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে; বীজের নামই অজ। অতএব যজ্ঞে ছাগ-পশু ছেদন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। যে ধর্ম্মে পশুচ্ছেদন করিতে হয়, তাহা সাধুলোকের ধর্ম্ম বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না।"

দেবতা ও মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছেন, এই অবসরে মহারাজ উপরিচর আপনার বল ও বাহনের সহিত আকাশমার্গ দিয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা মহারাজ উপরিচরকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া দেবতাদিগকে কহিলেন, "সুরগণ, এই মহাত্মাই আমাদিগের সন্দেহ দূর করিবেন। এই রাজা যাজ্ঞিক দানশীল ও সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে তৎপর; ফলতঃ ইনি সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। অতএব আমরা এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে ইনি কদাচই বিপরীত সিদ্ধান্ত করিবেন না।" তাঁহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া মহারাজ উপরিচরের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন "মহারাজ, ছাগপশু ও ওষধি * এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন বস্তু দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান

---

* বোধ করি কাহাকেও ২ জানাইয়া রাখা আবশ্যক "ওষধি" অর্থে ঔষধ নহে। ওষধি—ফল পাকান্ত উদ্ভিদ—ফল পাকিলে যে সকল গাছ শুখাইয়া যায়; যেমন ধান্য, গমী ইত্যাদি।

শ্রেয়ঃ আমাদের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি উহা নিরাকরণ কর। আমাদিগের মতে তুমি যাহা কহিবে, তাহাই প্রমাণ।”

তখন মহারাজ বসু কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন “আপনাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ অভিপ্রায় অগ্রে আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করুন।” মহর্ষিগণ কহিলেন, “মহারাজ, আমাদিগের মতে ধান্য দ্বারাই যজ্ঞ করা বিধেয়; কিন্তু দেবগণ কহিতেছেন,—যজ্ঞে ছাগ পশু ছেদন করা শ্রেয়। এক্ষণে এ বিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায় তাহা প্রকাশ কর।” তখন মহারাজ বসু দেবগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন “হে ব্রাহ্মণগণ, ছাগ ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করাই বিধেয়।” তখন সেই ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষিগণ বিমানস্থ মহারাজ উপরিচরকে আপনাদিগের মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, “মহারাজ, তুমি নিশ্চয়ই দেবগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া এই কথা কহিতেছ; অতএব অচিরাৎ দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হও। আজ অবধি তোমার দেবলোকে গতি রোধ হইল; তুমি আমাদিগের অভিশাপ প্রভাবে ভূগিভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে।” মহর্ষিগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিবামাত্র রাজা উপরিচর ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে দেবগণ সমবেত হইয়া স্থিরচিত্তে উপরিচর বসুর শাপশান্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কহিলেন “এই মহাত্মা আমাদিগের নিমিত্তই অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছেন, এক্ষণে ইহার শাপমোচনের উপায় বিধান করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।” তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া মহারাজ উপরিচরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“রাজন্ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; উঁহাদিগের তপোবলে অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে নিশ্চয়ই তোমায়

দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইতে হইবে; আমরা তোমার উপকারার্থ তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে তুমি অভি-শাপ-বশে যতদিন ভূগর্ভে বাস করিবে, ততদিন যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে ঘৃতধারা প্রদান করিবেন, সেই ঘৃত ভক্ষণ দ্বারা তোমার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি হইবে। ঐ ঘৃতধারাকে লোকে বসুধারা বলিয়া কীর্ত্তন করিবে।"

(মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব—৩৩৮ অঃ)।

এখন, বসুধারা যাঁহারা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের মানিয়া লইতে হইতেছে যে উপরিচর বসুরাজা পক্ষপাতীত্ব করিয়া যজ্ঞে ছাগ ছেদন নিষেধ বলিয়াছিলেন, সেই পাপে তাঁহার অধোগতি হয়; তাঁহার ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির নিমিত্ত এখনও পর্য্যন্ত তাঁহারা ঘৃতধারা যোগাইয়া আসিতেছেন। অতএব ইহা অস্বীকার করা চলে না যে যজ্ঞাদি স্থলে "অজ" অর্থে, ছাগ নয়—বীজ; বীজ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান—নিরামিষ যজ্ঞই শ্রেয়স্কর।

মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে রাশি রাশি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহার মর্ম্মার্থ—যজ্ঞে পশুহিংসা করা উচিত নহে। সমুদয় যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আবির্ভাব হইয়া থাকে; অতএব যজ্ঞে জীবহিংসা না করিয়া, বনস্পতি, ওষধি, ফলমূল, পায়স, ব্রীহি ও পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞ করাই বিহিত। হিংসাত্মক সকাম যজ্ঞে প্রত্যবায় ঘটে।*

---

* মহাভারতে,—বিচখ্নু রাজার উপাখ্যান (শান্তি, ২৬৫ অ), তুলাধার জাজলি সম্বাদ (শান্তি ২৬৩ অ) এবং শান্তিপর্ব্ব ৭৯ অ, ২৭২ অ, এবং অনুশাসন ২২অ, ১১৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

এতক্ষণ যাহা দেখাইলাম, তাহা হইতে অন্ততঃ এটুকু বুঝা যায় যে জীববলি যে নির্ম্মমতার পরিচায়ক—সাধুলোকের অকরণীয়—এ বিশ্বাস বৈদিককাল হইতেই আর্য্যজাতির অন্তরে স্থান লাভ করিয়াছিল; শস্য বা ওষধিবলিই শ্রেষ্ঠ, সে সময় হইতেই

জীববলির আধুনিক প্রধান শাস্ত্র কালিকাপুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়—কোন কারণ বশতঃ ওষধিপতি চন্দ্রের যক্ষ্মারোগ হয়, চন্দ্রের ক্ষয়-হেতু ওষধিসকল নষ্ট হইয়া যায়; তজ্জন্য যজ্ঞসমস্ত লোপ পাইয়া আসিয়াছিল। (বিংশ অধ্যায়)

দেখা যাইতেছে, ওষধি নাশে যজ্ঞ লোপ; অতএব যজ্ঞকার্য্যে ওষধিই আবশ্যক, পশু নহে। ঐ অধ্যায়েই আছে—যজ্ঞে পুরোডাশ আহুতি দিতে হয়।

কালিকাপুরাণেই আরও দেখা যায়,—পিতৃদোষে আত্মধিক্কার বশতঃ সন্ধ্যাদেবী যজ্ঞানলে আত্মাহুতি দিতে কৃতসঙ্কল্পা হন; তিনি মহামুনী মেধাতিথির বিঘ্নোপকারক যজ্ঞে অগ্নি যাহাতে অমর্য্যাদতা প্রাপ্ত না হন এই নিমিত্ত নারায়ণ-কৃপায় পুরোডাশরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

(দ্বাবিংশ অধ্যায়)

দেখা যাইতেছে, যজ্ঞানলে আহুতি দিতে পুরোডাশ শ্রেষ্ঠ, পশু নহে।

আরও শ্রেষ্ঠ পুরাণের দিকে আমরা যদি অগ্রসর হই,—শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়—

"উৎকৃষ্ট ধর্ম্মাভিলাষীদিগের পক্ষে মন বাক্য এবং শরীর দ্বারা প্রাণীগণের যে হিংসা হয়, তাহা পরিত্যাগ করার তুল্য পরম ধর্ম্ম আর নাই। অতএব যজ্ঞহেতু প্রধান প্রধান জ্ঞানীগণ জ্ঞানদীপিত আত্মসংযমন-অগ্নিতে কর্ম্মময় যজ্ঞসকল আহুতি দেন।"

(৭ম স্কন্ধ ১৫ অ)

প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। জগতের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই একই কাহিনী—সর্ব্বত্রই সকল জাতির আদিম অবস্থায় দেবতৃপ্ত্যর্থে পশুবলি—নরবলি পর্য্যন্ত দেখা যায়; ক্রমে জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকলেই এ নিষ্ঠুর আচার পরিহার করে; করিয়াছে প্রায় সকলেই; হায়, হিন্দুই কি চিরকাল চক্ষুকর্ণ মুদিয়া থাকিবে?

বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের মহতী বাণী আপনাদের স্মরণ করাইয়া দিই—

"বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্ব্বিশ্বমিদং জগৎ
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥

*　　*　　*　　*

"সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ॥"　　(প্রথমাংশ—১৭ অ)

বিষ্ণু—ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এই জন্য সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি করিতে হইবে। সমস্ত জীব সর্ব্বভূতান্তর্গত, অতএব পশুগণও মনুষ্যের প্রীতির পাত্র। সর্ব্বভূতে প্রীতি হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব। মনুষ্যও পশুতে এরূপ অভেদ জ্ঞান আর কোন ধর্ম্মে নাই; সেই জন্যই ত হিন্দুধর্ম্ম এবং তদুৎপন্ন বৌদ্ধধর্ম্ম জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

কিন্তু স্বীকার করিতেই হয়, Precept এবং Practice এ—উপদেশে এবং ক্রিয়ায় তফাৎ বিস্তর। উপদেশ দেওয়া এক এবং তদনুসারে কার্য্য করা আলাহিদা। নিরামিষ অপেক্ষা সামিষ যজ্ঞের উপদেশানুযায়ী ক্রিয়া পূর্ব্বকালেও বলবতী হইয়াছিল। বেদবাদী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণবর্গের পরামর্শে ক্ষত্রিয়রাজবৃন্দ অধিকাংশই এ সকল উপদেশ মানেন নাই। মহারাজা রন্তিদেবের মহানস-ব্যাপার আমাদের রোমাঞ্চ উপস্থিত করে! সেও যজ্ঞ—নৃযজ্ঞ। *

* পূর্ব্বে মহারাজ রন্তিদেবের মহানসে প্রত্যহ দুই সহস্র গো বধ হইত তিনি ঐ দুই সহস্র পশু হত্যা করিয়া প্রতিদিন অতিথি ও অন্যান্য জনকে সমাংস অন্ন প্রদান পূর্ব্বক লোকে অতুল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। কথিত আছে, ইনি যজ্ঞে এত পশু বধ করিতেন যে তাহাদের রক্ত ও মেদে চর্ম্মণ্বতী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে কখন কখন ইনি বিংশতি সহস্র একশত গো ছেদন করিয়া ভোগে লাগাইতেন।
(মহাভারত বনপর্ব্ব ২০৭ অ ও শান্তি ২৯ অ)

প্রোক্ষিত মাংস এবং যজ্ঞশেষ ভোজনের বিধি শাস্ত্রে আছে বলিয়া,—যজ্ঞে, তান্ত্রিক-সাধনায় এবং পূজার বলিদানে ভক্ষ্য পশু মারণ প্রথা প্রশ্রয় পাইয়াছে; ইহা অনেক জ্ঞানী লোকের মত।
মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়—"যজ্ঞ বিনিয়োগ কার্য্যে বস্তুত কাম লোভ ও মোহ বশতঃই লোকের মদ্য মাংস প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।" (শান্তি—২৬৫ অ)

বিধি আছে—"স্বর্গকামো যজেত"—স্বর্গকামী ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে। এইরূপ যজ্ঞই সকাম বলিয়া অভিহিত এবং এইরূপ যজ্ঞেই পশুহিংসা হইয়া থাকে।

ভগবদ্গীতায় আমরা দেখিতে পাই, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সকাম যজ্ঞের বিরোধী, অবশ্য যজ্ঞমাত্রেরই বিরোধী নহেন। অচ্যুতের অমোঘ বাণী—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিংপ্রতি।
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"

(গীতা ২য় অধ্যায় ৪২।৪৩।৪৪)

ইহার টীকায় পুণ্যশ্লোক বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, শুনাই—
"বেদে নানাবিধ কাম্যকর্ম্মের বিধি আছে। বেদে বলে যে সেই

এমন সময়ও ছিল যখন লোকে মানিত, "মামাংসো মধুপর্কো ভবতি ভবতি।" এই ভারতবর্ষে এমন দিনও ছিল যখন অতিথির নামই ছিল "গোঘ্ন"। অবশ্য কলিকালে এ সকল নিষিদ্ধ—কিন্তু নিষেধটার প্রসার আর ও একটু বাড়াইয়া দেওয়াই অধিকতর মঙ্গলজনক।

সকল বহু প্রকার কাম্য কর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি বহুবিধ ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়; সুতরাং আপাততঃ শুনিতে সে সকল কথা বড় মনোহারিণী। যাহারা কামনা-পরায়ণ, আপনার ভোগৈশ্বর্য্য খোঁজে, সেই জন্য স্বর্গাদি কামনা করে, তাহারা কেবল বেদের দোহাই দিয়া বেড়ায়; বলে, ইহা ছাড়া আর ধর্ম্ম নাই, তাহারা মূঢ়, তাহাদের বুদ্ধি কখনই ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না।

কথাটা বড় ভয়ানক ও বিস্ময়কর। ভারতবর্ষ এই বিংশ শতাব্দীতেও বেদশাসিত। আজিও বেদের যা প্রতাপ, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের তাহার সহস্রাংশের একাংশও নাই। সেই প্রাচীন কালে বেদের আবার ইহার সহস্রগুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না, "ঈশ্বর নাই" এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে সাহস করিয়াছেন, তিনিও বেদ অমান্য করিতে সাহস করেন না; পুনঃ পুনঃ বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন—'এই বেদবাদীরা মূঢ়, বিলাসী, ইহারা ঈশ্বরারাধনার অযোগ্য।'—ইহার ভিতর একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে; তাহা বুঝাইবার আগে আর দুইটা কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ, কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে, বৈদিক কর্ম্মবাদীদিগের নিন্দা। যাহারা বলে বেদোক্ত ধর্ম্মই (যথা অশ্বমেধাদি) ধর্ম্ম, কেবল তাহাই আচরণীয়,—তাহাদের নিন্দা। কিন্তু বেদে যে কেবল অশ্বমেধাদিরই বিধি আছে, আর কিছু নাই, এমন নহে। উপনিষদে যে অত্যুন্নত ব্রহ্মবাদ আছে, গীতা সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুবাদিনী। তদুক্ত জ্ঞানবাদ অনেক স্থলেই গীতায় উদ্ধৃত, সঙ্কলিত ও সম্প্রসারিত হইয়া নিষ্কামকর্ম্মবাদ ও ভক্তিবাদের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। কৃষ্ণের এতদুক্তিতে সমস্ত বেদের নিন্দা বিবেচনা করা অনুচিত। তবে, দ্বিতীয় কথা এই বক্তব্য যে, যাঁহারা বলেন যে বেদে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম্ম, তাহা ছাড়া আর কিছু ধর্ম্ম নহে,

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে নহেন। তিনি বলেন, (১) বেদে ধর্ম্ম আছে উহা মানি। (২) কিন্তু বেদে এমন অনেক কথা আছে যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে; যথা এই সকল জন্মকর্ম্ম-ফলপ্রদা ক্রিয়াবিশেষবহুলা পুষ্পিতা কথা। (৩) তিনি আরও বলেন যে, যেমন একদিকে বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা ধর্ম্ম নহে; আবার অপর দিকে অনেক তত্ত্ব —যাহা প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব—অথচ বেদে নাই। ইহার উদাহরণ আমরা গীতাতেই পাইব। কিন্তু গীতা ভিন্ন এ কথা মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়।—

শ্রুতে ধর্ম্ম ইতিহ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ।
তত্তে ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সর্ব্বং বিধীয়তে ॥৫৬
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতং ॥৫৭

অনেকে শ্রুতিরে ধর্ম্মপ্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদয় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই; এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়।

(কর্ণ পর্ব্ব—৭০ অ)

সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্যদেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্ম্মে উপাস্য-উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। "হে ঠাকুর আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর, হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।" বড় জোর বলিলেন, "আমার পাপ ধ্বংস কর।" দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্য কর্ম্ম বলে। কাম্যাদি কর্ম্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম্ম। এই কাজ করিলে তাহার এই ফল, অতএব এই কাজ করিতে হইবে; এইরূপ ধর্ম্মার্জ্জনের যে পদ্ধতি; তাহারই নাম 'কর্ম্ম'। বৈদিক

কালের শেষ ভাগে এইরূপ কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগযজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চশ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে এই কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম বৃথাধর্ম্ম।"* (বঙ্কিম গীতা—টীকা।)

মনে হয়, কেহ কেহ বেদের (বা ধর্ম্মের) কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের উল্লেখ করিয়া ধর্ম্মের বা পুণ্যলাভের উভয়মুখীত্বের কথা পাড়িবেন; তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, ধীমান মনীষীগণ কোন্ কাণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন?

মহাভারতে দেখা যায়, মহাত্মা ভীষ্মও বলিয়াছেন—"যথার্থ ধর্ম্ম স্থির করা অতি দুঃসাধ্য। প্রাণীগণের অভ্যুদয়, ক্লেশ-নিবারণ ও পরিত্রাণের নিমিত্তই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব যাহা দ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়-শালী ও ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম।

কেহ কেহ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদয় কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তণ করেন; এবং কেহ কেহ তাহা স্বীকার করেন না। যাঁহারা শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদয় কার্য্যকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার না করেন, আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করি না, কারণ শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট সমুদয় কার্য্যই কখন ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।" (শান্তি—১০৯ অ)।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে—

"প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত এই দুই প্রকার বেদোক্ত কর্ম্ম। প্রবৃত্ত কর্ম্ম দ্বারা পুনরাবৃত্তি হয়, কিন্তু নিবৃত্ত কর্ম্মে মুক্তিলাভ হয়। শ্যেন-যাগাদি

---

* আমাদের দুর্গাপূজায় যে বলিদান—তাহা এইরূপ কাম্য কর্ম্ম। দেখা যাইতেছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতেও এমন কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম, বৃথাধর্ম্ম। এমন বৃথাধর্ম্মের অছিলায় অতকগুলা নির্দ্দোষী প্রাণীর প্রাণ নাশ,—শুধু বৃথাধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম।

"নায়ং ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মোহয়ং ন হিংসা ধর্ম্ম উচ্যতে।"

আমরা দেখিয়াছি—"হিংসা নৈব ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা তু রাজসী।"

কর্ম্ম, দর্শ, পৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য, পশুযাগ, বৈশ্বদেব ও বলিহরণ—ইহারা দ্রব্যময় কাম্যকর্ম্ম—অতীব আসক্তিযুক্ত ও অশান্তিপ্রদ।"

(৭ম স্কন্ধ—১৫ অ)

মহাভারতে দৃষ্ট হয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই কহিয়াছেন—"অহিংসাযুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রদিগের হিংসা নিবারণের জন্যই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণীদিগকে ধারণ (রক্ষা) করে বলিয়াই ধর্ম্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণীগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম।" (কর্ণ ৭০ অ)

ধর্ম্ম বিষয়ে তুলনায় সত্যবাক্য অপেক্ষা অহিংসাকে উচ্চস্থান দিয়া জগদীশ্বর বিঘোষিত করিয়াছেন—

"প্রাণিণামবধস্তাতঃ সর্ব্বজ্যায়ান্ মতো মম।"

প্রাণিগণকে বধ না করাই আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (ধর্ম্ম)।

অর্থাৎ

অহিংসা পরম ধর্ম্ম।

মোটের উপর আমার বক্তব্য এই যে—বেদে না হউক, বৈদিক বা বেদবাদীদিগের মতে প্রাণীহিংসা বা জীববলির—পশু-বলির বিধি আছে—মহামারী কাণ্ড আছে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মের মত জ্ঞানবৃদ্ধ মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন—এ সব কর্ম্মকাণ্ড ধর্ম্মকাণ্ড নহে। অজ্ঞান অর্ব্বাচীন আমরাও কি বলিতে পারি না—ও কাণ্ডগুলা ভাল নহে; ঐ সকল কাণ্ড পণ্ড করিতেই ভগবানকে বৈকুণ্ঠ হইতে নামিয়া আসিতে হইয়াছিল। আমরা "যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য" মানিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ" এ কথাটাকে উপস্থিত অর্থে সমীচীন বলিয়া মাথায় করিয়া না লইতেও পারি, তাহাতে দোষ ঘটে না।

ভগবানের একটি লীলা-কাহিনী প্রকাশ করিয়া প্রসঙ্গ সদীর্ঘশ্বাস শেষ করি—

মগধেশ্বর বিম্বিসার রাজা পুত্রকামনায় আদ্যাশক্তির অর্চ্চনা করিতেছেন। মহা সমারোহ—মহা জনতা। কোটি প্রাণী বলি। অসংখ্য ছাগ-দেহ, অসংখ্য ছাগ-মুণ্ড ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছে। রক্তকর্দ্দম নয়—রক্তের ঢেউ খেলিতেছে, রক্তের স্রোত বহিতেছে। ধূপধূনার সৌরভ ভেদ করিয়া রক্তগন্ধ ছুটিয়াছে। বলিদানের বাদ্যধ্বনি ও মহাজনতার কলরোল ডুবাইয়া বলির পশুর আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে। মহাকালীর লোল রসনা-স্বরূপ ঘাতকের রক্ত-রাঙ্গা শানিত খড়্গ হইতে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া রক্ত ঝরিতেছে। এমন সময়ে দীনভাবে ম্লানমুখে সন্ন্যাসীবেশধারী এক ভিক্ষুক সেই বলি-ভূমে রাজার সম্মুখে উপস্থিত। তেজঃপুঞ্জ-শরীর দিব্য-মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে চকিত; বাদ্যোদ্যম বুঝি থামিয়া গেল; উদ্যত খড়্গ বুঝি স্তম্ভিত হইয়া রহিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" সাধুপুরুষ উত্তর করিলেন, "মহারাজ, আমি ভিক্ষুক।" রাজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—"ভিক্ষুক! এখানে কেন? কোষাধ্যক্ষের নিকট যাও, ধনরত্ন মিলিবে।" অশ্রুমুখে কাতরকণ্ঠে ভিক্ষুক-বেশধারী বলিলেন,—

আসি নাই অন্য ভিক্ষা তরে,
প্রাণী-বধ যজ্ঞ দান কর মহারাজ।
করি পুত্রের কামনা,
কর জগৎ-মাতা উপাসনা,—
কেন তবে কর বধ কোটি কোটি প্রাণী?
জগৎ-মাতা—
পুত্র তাঁর ক্ষুদ্র কীট আদি।
দেখ—নীরব ভাষায়
ছাগ-পাল মুখ তুলে চায়।
যদি নৃপ কৃপা নাহি কর,
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ?

নির্দ্দয় যে জন,
দেবগণ নির্দ্দয় তাহার প্রতি।
নরপতি।
কেন প্রাণী নাশ করি ভাসাইবে ক্ষিতি?
রাজ-কার্য্য দুর্ব্বল পালন—
দুর্ব্বল এ ছাগ-পাল;—
হায় হায় ভাষায় বঞ্চিত,—
নহে, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত তোমায়—
"প্রাণ যায়, রক্ষা কর নরনাথ।"
মহারাজ!
জীবগণ হিংসি পরস্পরে,
ভাসে মহাদুঃখের সাগরে;
হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন?
দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয়?
মহাশয়, জানিহ নিশ্চয়,
হিংসায় অধিক পাপ নাহিক জগতে।
প্রাণ দানে নাহিক শকতি—
হে ভূপতি,
তবে কেন কর প্রাণ নাশ?
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে।
বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে,
কাতর প্রাণের তরে—মানব যেমতি;
মানবের প্রায়
অস্ত্রাঘাতে ব্যথা লাগে কায়,—
বেদনা জানাতে নারে।

বধি তারে, ধর্ম্ম উপার্জ্জন
না হয় কখন—
বিচক্ষণ, বুঝ মনে মনে।
কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান;
দ্বাদশ বৎসর করেছি কঠোর তপ,
যদি তাহে হয়ে থাকে ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
করি রাজা তোমারে অর্পণ—
সুপুত্র হউক তব।
যদি তব থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ,
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করি হে গ্রহণ।
বধ রাজা আমার জীবন—
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান।
নরনাথ, কল্যাণ হইবে,
পুত্র কোলে পাবে—
এড়াইবে, জীবহিংসা দায়।
আপন ইচ্ছায়,
তব কার্য্যে অর্পি নিজ কায়,
তাহে তব নাহি পাপ।
রাখ—রাখ যোগীর মিনতি—
বসুমতী কলুষিত কর না ভূপাল।
স্বার্থ-হেতু কর নাহে কোটি প্রাণী বধ।
কোথায় ঘাতক,—রাজ কার্য্যে বধ মোরে। ("বুদ্ধদেব")।

হিংসা-অহিংসা ।

ক্রোড়পত্র। (ক)

হিংসা ও অহিংসা সম্বন্ধে মহাভারত হইতে কি পাওয়া যায়, কতক কতক শুনাই—

যুধিষ্ঠির কহিলেন "ভগবন্‌! অহিংসা, বেদোক্ত কার্য্য, ধ্যান, ইন্দ্রিয়-সংযম, তপস্যা ও গুরুশুশ্রূষা—এই কয়েকটির মধ্যে কোনটি মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রেয়ঃ সাধন হইয়া থাকে?

বৃহস্পতি কহিলেন "ধর্ম্মরাজ, এই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য শ্রেয়ঃ সাধনোপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে অহিংসাই পুরুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমার্থ-সাধন বলিয়া পরিগণিত হয়।"

যে ব্যক্তি অহিংসক প্রাণীকে আপনার সুখোদ্দেশে নিহত করে, সে দেহান্তে কখনই সুখলাভে সমর্থ হয় না......মনুষ্য হিংসা করিলেই হিংসিত ও প্রতিপালন করিলেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে; অতএব হিংসা না করিয়া সকলের প্রতিপালনই কর্ত্তব্য।"

(অনুশাসন পর্ব্ব—১১৩ অ)

ভীষ্ম কহিলেন "যে মাংসাশী দেবপূজা বা যজ্ঞাদির ব্যপদেশে পশু বিনাশ করে, তাহারে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়।.........পূর্ব্বকালে যাজ্ঞিকগণ পুণ্যলোক-লাভে অভিলাষী হইয়া ব্রীহি সমুদয়কে পশুরূপে কল্পিত করিয়া তদ্বারা যজ্ঞকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন।"

(অনুশাসন—১১৫ অ)

ভীষ্ম কহিলেন, "প্রাণীগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ অপেক্ষা ইহলোক ও পরলোকে উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি দয়াবান্‌ তাহার কদাচ ভয় উপস্থিত হয় না। দয়াবানদিগের ইহলোক ও

পরলোক—উভয় লোকই আয়ত্ত হয় সন্দেহ নাই। ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যেরা অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব মহাত্মারা সতত অহিংসাত্মক কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিলেন।............ প্রাণদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান কখনও হয় নাই, হইবেও না।

(অনুশাসন—১১৬ অ)

ভীষ্ম কহিলেন "ফলতঃ অহিংসাই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য ও পরম জ্ঞান। অহিংসাই সমস্ত যজ্ঞে দান ও সমস্ত তীর্থস্নানের তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমুদয় বস্তু দানের ফলও অহিংসার ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। অহিংসক ব্যক্তিরা সকলের পিতামাতা স্বরূপ।"

(অনুশাসন পর্ব্ব—১১৬ অ.)

অহিংসা ও সত্যবচন সকল প্রাণীরই হিতকর; অহিংসা পরম ধর্ম্ম, সেই অহিংসা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

(বন পর্ব্ব, মার্কণ্ডেয় সমস্যা—২০৬ অ)

ভীষ্ম কহিলেন "যিনি জীবদিগকে অভয় দান পূর্ব্বক তাহাদের প্রাণদান করেন, তিনিই উৎকৃষ্ট পুণ্যফললাভের পাত্র, সন্দেহ নাই। ত্রিলোক মধ্যে প্রাণদানের তুল্য উৎকৃষ্ট দান আর কি আছে?"

(শান্তিপর্ব্ব—১২ অ.)

ভীষ্ম কহিলেন "বেদ বিধানানুসারে তপস্যা যজ্ঞ হইতেও শ্রেষ্ঠ; এক্ষণে সেই তপস্যার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। অহিংসা, সত্য, অনৃশংসতা ও দয়াই যথার্থ তপস্যা; কেবল শরীর শোষণ করিলেই তপস্যা করা হয় না। (শান্তি ৭৯ অঃ)

মৃগরূপী ধর্ম্ম কহিলেন, "ব্রহ্মন্, হিংসা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর নহে। ....

যজ্ঞে পশুহিংসা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।" ....

ভীষ্ম কহিলেন "হে ধর্ম্মরাজ, আমি তোমারে সত্য কহিতেছি যে অহিংসা অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং হিংসা অপেক্ষা পাপ আর কিছুই নাই। সত্যবাদীরা অহিংসা ধর্ম্মকেই সাদরে প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন।"

(শান্তি—২৭২ অ)

ভীষ্ম কহিলেন, "মনীষিগণ হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিমার্গ অবলম্বন করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।.........পূর্ব্বে বিধাতা ধর্ম্মকে দয়া-প্রধান বলিয়া নিরূপন করিয়া গিয়াছেন। সাধু ব্যক্তিরা সেই পরম ধর্ম্ম লাভের নিমিত্তই সতত সচেষ্ট হইয়া থাকেন।"

(শান্তি—২৫৯ অ)

ভীষ্ম কহিলেন, "তপস্যা যজ্ঞ দান ও জ্ঞানোপদেশ দ্বারা যে ফল লাভ করা যায়, একমাত্র অভয়দান দ্বারা সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীরে অভয় দান করে, সেই ব্যক্তির সমুদয় যজ্ঞের ফল ও অভয় লাভ হয় সন্দেহ নাই।"...........

"ফলতঃ অহিংসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।............ যাহা হইতে কোন প্রাণী কখন ভীত না হয়, কোন প্রাণী হইতেও তাঁহার কখনও কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই।.........যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ হইয়া সমুদয় প্রাণীরে আপনার ন্যায় দর্শন করেন, দেবগণও তাঁহার সর্ব্বলোকাতিগ পদ অন্বেষণ করিয়া বিমোহিত হইয়া থাকেন।"

(শান্তি—২৬২ অ)

কপিল কহিলেন, "যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত হিংসা-বিহীন দর্শ, পৌর্ণমাস, অগ্নিহোত্র ও চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সনাতন ধর্ম্ম তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।" (শান্তি—২৬৯ অ.)

ভীষ্ম কহিলেন, "পূর্ব্বতন ব্যক্তিরা কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া আনুষঙ্গিক সমস্ত কামনা লাভ করিয়াছেন তৎকালে তাঁহাদিগকে মনোরথপূর্ণ করিবার নিমিত্ত হিংসা-ধর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইত না। .....

ঐ সমস্ত পূর্ব্বতন পুরুষ যজ্ঞকে ফলপ্রদ ও আত্মাকে ফলভাগী বিবেচনা করিতেন না।"

(শান্তি ২০১ অ)

যাঁহারা জ্ঞানবান ও সংসার-সাগরের পরপারাভিলাষী . .. .. তাঁহারা স্বর্গ, যশ বা ধনলাভের অভিলাষে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন না ; কেবল সজ্জন-সেবিত পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন। এবং হিংসা-ধর্মে লিপ্ত না হইয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। ঐ সকল মহাত্মা বনস্পতি ওষধি ও ফলমূলকেই যজ্ঞসাধক বলিয়া অবগত আছেন।

(শান্তি—২৬৩ অ)

যে সকল ব্রাহ্মণ যথার্থ জ্ঞানবান, তাহারা আপনাদিগকেই যজ্ঞীয় উপকরণরূপে কল্পনা করিয়া প্রজাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। আর লুব্ধ ঋত্বিকগণ স্বর্গলাভার্থী ব্যক্তিদিগকেই যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া থাকেন এবং স্বধর্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রজাদিগের স্বর্গলাভের উপায় বিধান করিয়া দেন।............... সকাম ব্রাহ্মণ হিংসাত্মক ও জ্ঞানী ব্রাহ্মণ মানসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; তাঁহারা উভয়েই দেবগণের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করেন, কিন্তু তন্মধ্যে যিনি সকাম, তিনি পুনরায় ভূমণ্ডলে আগমন করেন ; আর যিনি জ্ঞানী, তাঁহাকে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না। .... যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা পশুঘাতে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া ওষধি দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; আর সকাম মূঢ় ব্যক্তিরা ওষধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশুহিংসা দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। .. ..সকাম

ও জ্ঞানীর মধ্যে জ্ঞানীর কার্য্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পশুহিংসা অপেক্ষা পুরোডাশ দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করাই প্রশস্ত।

(শান্তি—২৬৩ অ)

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "আমার মতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রাণীহিংসা কখনই কর্ত্তব্য নহে।" (কর্ণ পর্ব্ব)

নারদ কহিলেন, "লোকে একবার দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই দুঃখ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার জীবহিংসা দ্বারা বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; তন্নিবন্ধন তাহারে পুনরায় বিবিধ নূতন নূতন দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া অপথ্যসেবী আতুরের ন্যায় নিতান্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।"

(শান্তি—৩৩০ অ)

ভীষ্ম কহিলেন, "হে ধর্ম্মরাজ, মহারাজ বিচখ্যু প্রাণীগণের প্রতি সদয় হইয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। ...... বিশৃঙ্খল সংশয়াত্মা মূঢ়প্রকৃতি নাস্তিকেরাই হিংসাযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। মানবগণ কেবল কামনার বশবর্ত্তী হইয়াই যজ্ঞভূমিতে পশুহিংসা করিয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ মনু অহিংসারই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অতএব সেই প্রমাণানুসারে সূক্ষ্ম ধর্ম্মানুষ্ঠান করাই পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অহিংসাই সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।.........

ক্ষুদ্রস্বভাব ব্যক্তিরাই ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে। যে সকল মনুষ্য যজ্ঞ বৃক্ষ ও যূপগণের উদ্দেশে পশুচ্ছেদন করিয়া বৃথা মাংস ভোজন করে, তাহাদিগের সেই কর্ম্ম কখনই প্রশংসনীয় নহে। ধূর্ত্তেরাই মদ্য মাংস মধু মৎস্য তালরস ও যবাগুতে আসক্ত হইয়া থাকে। বেদে ঐ সমুদয় ভক্ষণের বিধি নাই। বস্তুত কাম লোভ ও মোহ বশতঃই লোকেরা

সকল দেবো প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সমুদয় যজ্ঞেই বিষ্ণুর আবির্ভাব আছে ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া বেদকল্পিত যজ্ঞীয় বৃক্ষ পুষ্প ও সুস্বাদু পায়স দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন। শুদ্ধ স্বভাবাপন্ন মহানুভবগণ কর্ত্তৃক যে যে বস্তু উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়, তৎসমুদয়ই দেবোদ্দেশে প্রদান করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই।"

(শান্তি—২৬৫ অ)

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ বেদপ্রমাণানুসারে অহিংসা ধর্ম্মেরই সবিশেষ প্রশংসা করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিয়া কিরূপে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে?"

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ, কোন জীবকে বিনাশ ও ভক্ষণ, মনোমধ্যে তদ্বিষয়ের আন্দোলন ও অন্যকে তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান না করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।....... মনুষ্য কায়মনোবাক্যে হিংসা করিলে তাহারে তজ্জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়, আর যিনি কায়মনোবাক্যে প্রাণীহিংসায় প্রবৃত্ত হন না এবং কদাপি মাংস ভক্ষণ করেন না, তিনি বিমুক্ত হইয়া থাকেন।"

(অনুশাসন—১১৪ অ)

মহর্ষিগণ কহিলেন, "যে ধর্ম্মে পশু ছেদন করিতে হয়, তাহা সাধু লোকের ধর্ম্ম বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না।"

(শান্তি—মোক্ষ ধর্ম্ম ১২১২ পৃ)

ভীষ্ম কহিলেন, "প্রাণীগণের প্রতি দয়া প্রকাশ ও তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।"

(শান্তি—রাজধর্ম্মানুশাসন—২৪০ পৃ)

ভীষ্ম কহিলেন, "পণ্ডিতেরা প্রাণীগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য।" (দ্রোণ—দ্রোণপর্ব্বাধ্যায়—৭৫২ পৃ)

ব্রহ্মা কহিলেন, "সর্ব্বভূতে অহিংসাই পরম ধর্ম্ম ও প্রধান কার্য্য।"

(অনুগীতাপর্ব্বাধ্যায়—১২৯ পৃ)

নারদ কহিলেন, "কোন প্রাণীর হিংসা করা কর্ত্তব্য নহে।"

(শান্তি—৩৩০ পৃ)

যযাতি কহিলেন, "জীবের প্রতি দয়া মৈত্রী দান ও মধুরবাক্য প্রয়োগ—ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম আর লক্ষ্য হয় না।"

(আদি—সম্ভবপর্ব্বাধ্যায়—৩৮৬ পৃ)

মহেশ্বর কহিলেন, "অহিংসা, সত্যবাক্য-প্রয়োগ, সর্ব্বভূতে দয়া, শম ও দান—এই সমুদয় গৃহস্থদিগের প্রধান ধর্ম্ম।"

(আনুশাসনিক—৫৮৫ পৃ)

বিদুর কহিলেন, "সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে দয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"

(স্ত্রীপর্ব্ব—জলপ্রদানিক—১৭ পৃ)

শুক কহিলেন, "দয়ার তুল্য সাধুদিগের পরম ধর্ম্ম কিছুই নাই।"

(আনুশাসনিকপর্ব্বাধ্যায়—২৯ পৃ)

ভীষ্ম কহিলেন, "দয়া পরম ধর্ম্ম ... দয়া যে স্থানেই প্রদর্শিত হউক না কেন, বহুগুণ উৎপাদন করিয়া থাকে, দয়ার পাত্রাপাত্র বিচার নাই।"

(অনুশাসনিক—২২৭ পৃ)

ব্রহ্মবাদীরা বেদবিধি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়া থাকেন যে অজ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ অহিংসা ব্রত দ্বারা বিনষ্ট হয়; কিন্তু জ্ঞানকৃত হিংসাজনিত পাপ ফলভোগ ব্যতীত কদাচ বিনষ্ট হইবার নহে।

(শান্তি—২৯২ পৃ)

ক্রোড়পত্র। (খ)

(অশ্বমেধ ও নরমেধ সম্বন্ধে একটা সমীচীন মত)

The Aswamedha and Purushamedha celebrated in the manner directed in this Veda, are not really sacrifices of horses and men. In the first-mentioned ceremony six hundred and nine animals of various prescribed kinds, domestic and wild, including birds fish and reptiles, are made fast,—*the tame ones, to twentyone posts, and the* wild, in the intervals between the pillars; and after certain prayers have been recited, the victims are let loose without injury. In the other, a hundred and eighty five men of various specified tribes, characters and professions, are bound to eleven posts; and after the hymn concerning the allegorical immolation of Narayan has been recited, these human victims are liberated unhurt; and oblations of butter are made on the sacrificial fire.

This mode of performing the Aswamedha and Purushamedha, as emblematic ceremonies, not as real sacrifices, is taught in this Veda; and the interpretation is fully confirmed by the rituals, and by commentators on the Sanhita and Brahmana; one of whom assigns as the reason, "because *the flesh of victims which have been actually sacrificed at a Yajna must be eaten by the persons who offer the sacrifice*: but a man can not be allowed, much less required to eat human flesh." It may hence be inferred or conjectured at least, that human sacrifices were not authorised by the

Veda itself; but were either then abrogated and an emblematical ceremony substituted in their place, or they must have been introduced in later times, on the authority of certain Puranas or Tantras fabricated by persons who, in this, as in other matters, established many unjustifiable practices, on the foundation of emblems and alegories which they misunderstood.

("Sacred writings of the Hindoos"
Colebrooke—Vol I pp 61-62.)

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫	১০	মকর	চরণ
২৮	২৫	মণি কাঞ্চা	মণিকাঞ্চা
৩৪	৩	[illegible]	[illegible]
৩৪	১২	[illegible]	ভবেশ্বর বং
৩৪	১৯	প্রকৃতি	প্রকৃতি
৩৬	১৯	পজাবাত	পজাঘাত
৪৬	২৪	কবালিনী	কবালিনি
৪৯	৩	ব্রজঙ্গনা	ব্রজাঙ্গনা
৫৪	১৫	বিনাশেয়	বিনাশের
৫৮	২২	জয়েছে	পূজয়েছে
৫৯	২৩	দেবতত্ত্বার্থজ্ঞ	বেদতত্ত্বার্থজ্ঞ
৬৪	১৫	যূপ কাষ্ঠে	যূপকাষ্ঠে
৬৫	২৪	বেদব-চন	বেদবচন
৬৭	২০	তুল্য, রূপে	তুল্যরূপে
৭৯	১৫	যে	সে
৮৬	২২	কালী	কালি
১০৩	১৭	বিম্বা	কিম্বা
১০৪	২৪	অথে	অর্থে
১০৫	১	আমাদের	করা কর্ত্তব্য? আমাদের
১০৮	১৯	পূর্ব্ব	পূর্ব্বকালে
১১১	১৮	কম	কমু
১১২	২	কর্ম্ম	মর্ম্ম
১১২	৩	প্রতিভাশালী	প্রতিজ্ঞাশালী

এই গ্রন্থ প্রাপ্তি ঠিকানা—

গ্রন্থকারের নিকট

শোভাবাজার-রাজবাটী।

২।৫ রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।